# বৃহৎসংহিতা।

( শ্রীমদ্বরাহমিহিরাচার্য্য-প্রণীত। )

ভট্টপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বর্দ্ধমানাধিপতি-প্রধানতম-জ্যোতির্ব্বিদ্

স্বর্গীয় যশোদানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

তৃতীয় পুত্র জ্যোতির্ব্বিদ্

শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

৬৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন যন্ত্রে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৮১৫।

# ভূমিকা।

বৃহৎসংহিতা, প্রধানতম জ্যোতির্ব্বিৎ মহাত্মা বরাহমিহিরাচার্য্য প্রণীত। ইনি, অবন্তীবাসী জ্যোতির্ব্বিচ্ছ্রেষ্ঠ মহাত্মা আদিত্যদাসের তনয়। বরাহমিহির স্বীয় পিতার নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাপিথ্থ নগরে ভগবান্ সূর্য্যের তপস্যা করিয়া বরলাভ করেন ইনিই উজ্জয়িনীর অধিপতি প্রবল-প্রতাপান্বিত বিদ্বৎপালক গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন।

পূর্ব্বকালিক আর্য্য জ্যোতিষাচার্য্যগণ জ্যোতিষশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—তন্ত্র, হোরা ও সংহিতা। বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা লিখিয়া, তন্ত্রস্কন্ধে অতুল্য গণিতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; বৃহজ্জাতকে হোরাস্কন্ধ সম্পূর্ণভাবে লিখিয়াছেন এবং বৃহৎসংহিতায় ও সমাসসংহিতায় সংহিতাস্কন্ধের সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে লিখিয়া শিষ্যবৃন্দের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিষসম্বন্ধী গণিতসূত্র আছে এবং গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান-ফল সকল কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সামুদ্রিক—স্ত্রী-পুরুষের হস্ত-পদ-মস্তকাদির চিহ্ন দেখিয়া তাহার ফলাফল কথন-বিষয়ক সূত্র; স্ত্রী-পুরুষের সুখলাভের উপায়; পশু-পক্ষী সকলের চেষ্টা ও লক্ষণ দেখিয়া, শুভাশুভ ফল-কথন বিষয়ক সূত্র; প্রশ্নগণনা—প্রশ্নকর্ত্তার অঙ্গচেষ্টাদি দর্শনে যথাযথ উত্তর কথন-সূত্র; মেঘ বায়ু প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি সন্দর্শনে বর্ষণাদির ফলাফল-বর্ণন এবং দেবালয়, জলাশয়, বাস্তু, পালী প্রভৃতি নির্ম্মাণের কাল ও স্থানের নির্ণয় বিষয়ে অনেক লক্ষণ সূত্রাদির সমাবেশ আছে। ইহা ভিন্ন গার্হস্থ্য ধর্ম্মাব-লম্বীদিগের উপযোগী নানা বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এক বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আভাসই প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা বৃহৎসংহিতার সঙ্কলন ও প্রচার করিবার জন্য অনেক স্থান হইতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কোনটী ছিন্ন বা গলিত; কোনটী লেখকগণের প্রমাদে পূর্ণ এবং কোন কোন শ্লোকের ভট্টোৎপলবিরচিতা টীকাও পাওয়া যায় না। তবে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, যত টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই অর্থ অনুবাদে প্রকাশিত করিয়াছি; সুতরাং এই বৃহৎসংহিতার অনুবাদ করিতে সন্দেহভঞ্জনার্থ অপরাপর অনেক গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। সাধ্যমতে ভ্রম প্রমাদ পরিবর্জ্জনেরও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক্ষণে পণ্ডিতগণের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা,—তাঁহারা বৃহৎসংহিতার এই অনুবাদে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাইলে, যেন সানুগ্রহে বেদিত করিয়া আমায় চিরবাধিত করেন; কারণ, বৃহৎসংহিতার সমগ্র বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। ইতি

শকাব্দাঃ ১৮১৫
কলিকাতা।

শ্রীধীরানন্দ শর্ম্মা।

এবং আকাশজাত ভেদে ছায়ার পাঁচ প্রকার ভেদ করেন; কোন কোন পণ্ডিতগণ এই পঞ্চপ্রকার এবং সূর্য্য, পদ্মনাভ, ইন্দ্র, যম ও চন্দ্রজাত ভেদে আরও অধিক পাঁচপ্রকার ভেদ করিয়া থাকেন; সুতরাং ছায়ার ভেদ দশবিধ। পূর্ব্বোক্ত ভেদপঞ্চকের ফল পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে; শেষোক্ত পাঁচপ্রকার ছায়ার ফল সকল তত্তদুক্ত দেবতাগণের লক্ষণ ও ফলের সহিত সমান। এইরূপ সংক্ষেপে ছায়াফল প্রকটিত হইল। ৯৪। [ ইতি মৃজা ]। রাজাদিগের স্বর—হস্তী, বৃষ, রথসমূহ, ভেরী, মৃদঙ্গ, সিংহ বা মেঘের ন্যায় হইয়া থাকে। গর্দ্দভের ন্যায় অথবা বিশীর্ণ কিংবা পরুষস্বর মানব নির্দ্ধন ও অসুখী হয়। ৯৫। [ ইতি স্বর ]। মেদ, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শুক্র, রুধির এবং মাংস; এই সাতটীই প্রাণীদিগের সার। তাহারই যথাযথ ফল সকল বিবৃত হইতেছে। ৯৬। তালু, ওষ্ঠ, অধর, জিহ্বা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, করতল, পদতল এবং রক্ত; এই কয়েকটী রক্তবর্ণ ও রক্তযুক্ত হইলে, প্রাণিগণ বহুতর সুখ, নিতা, অর্থ এবং সন্ততিমান্ হয়। ৯৭। ত্বক্ অর্থাৎ শরীরচর্ম্ম মসৃণ হইলে, ধনবান্ হয়, কোমল হইলে সুভগ হয় এবং তনু ( পাতলা ) হইলে বিচক্ষণ হয়। মজ্জা ও মেদসার পুরুষ সুন্দরগাত্র এবং পুত্র ও ধনবান্ হয়। ৯৮। অস্থিসার মানবের অস্থি সকল স্থূল হইলে, বলবান্, পণ্ডিত এবং সুন্দর হয়। যাহাদিগের শুক্র গুরু ও পরিমাণে অধিক থাকে, তাহারাই সুভগ, বিদ্যাবান্ এবং রূপবান্ হয়। মাংসসার মানবের দেহ পরিপুষ্ট হইলে, বিদ্বান্ ধনী ও সুন্দর হয়। ৯৯। [ ইতি সার ]। সংঘাত অর্থাৎ গ্রন্থি সকল, সুশ্লিষ্ট এবং সন্ধিবিশিষ্ট [illegible]লে সুখভাক্ হয়। ১০০। [ ইতি সংহতি ]। বাক্য, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র এবং নখ; এই পাঁচ স্থানে মানবের স্নেহ লক্ষ্য করিতে হয়। এই স্থান সকল স্নিগ্ধ হইলে ধন, পুত্র ও সৌভাগ্য যুক্ত হয়। রুক্ষ হইলে নির্দ্ধন হয়। ১০১। [ ইতি স্নেহ ]। বর্ণ স্নিগ্ধ অথচ কান্তিযুক্ত হইলে রাজ্যলাভ হয়, মধ্যমরূপ হইলে সন্তান ও ধনবিশিষ্ট হয়। রুক্ষ হইলে নির্দ্ধন হয়। বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে শুভপ্রদ এবং সঙ্কীর্ণবর্ণ অশুভপ্রদ। ১০২। [ ইতি বর্ণ ]। মুখ দর্শন করিলেই বংশজ্ঞান

করা যায়; অতএব যাহাদের মুখ গো, বৃষ, শার্দ্দূল, সিংহ বা গরুড়ের ন্যায়; তাহারাই অপ্রতিহত-প্রতাপে শত্রু সকল বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। ১০৩। বানর, মহিষ, বরাহ বা ছাগলের ন্যায় যাহাদের মুখ, তাহারা পুত্র এবং ধনরহিত হয়। গর্দ্দভ এবং হস্তি-শাবকের ন্যায় যাহাদিগের মুখ, তাহারা নিঃস্ব এবং অসুখী হয়। ১০৪। [ইতি অনূক]। উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ পর্য্যায়-ত্রয়ভেদে অবস্থিত মানবের মধ্যে যাহারা উত্তম পর্য্যায়গত লোক, তাহারা স্বীয় হস্তের এক শত অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত, মধ্যম পর্য্যায়ের লোকগণ ষণ্ণবতি অঙ্গুলি পরিমিত এবং যাহারা অধম পর্য্যায় গত, তাহারাই স্বীয় অঙ্গুলির চতুরশীতি সংখ্যা পরিমিত হয়। ১০৫। [ইতি উন্মান]। পুরুষ বা স্ত্রী তুলিত (ওজন) হইলে, যদ্যপি অর্দ্ধভার পরিমিত হয়, তবে সুখী হয়, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে, দুঃখভাগী হয়। ভারাধিক ব্যক্তি ধনবান্ এবং সার্দ্ধভার পরিমিত নর সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। ১০৬। পুরুষ বা নারীর যখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স কিংবা জীবনের চতুর্থ ভাগ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহারা মান বা উন্মানের অধিকারী হইবে। ১০৭। [ইতি মান।] মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দেবতা, নর, রাক্ষস, পিশাচ এবং তির্য্যক্‌যোনি; ইহাদের স্বভাবেই পুরুষের লক্ষণ জন্মে, অতএব তাহাই কথিত হইতেছে। ১০৮। সুন্দর পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত, সম্ভোগনিপুণ, সুন্দর-নিশ্বাসযুক্ত ও স্থির হইলে, মানবে মহীস্বভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে। জলস্বভাব ব্যক্তি অত্যন্ত জলপানানুরক্ত, স্ত্রীলোলুপ এবং রসভোজী হয়। ১০৯। অগ্নিপ্রকৃতি মানব অত্যন্ত চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর, ক্ষুধাতুর এবং বহুভোজী হয়। ১১০। বায়ু-স্বভাববান্ মনুষ্য চঞ্চল, কৃশ এবং শীঘ্র শীঘ্র ক্রোধের বশীভূত হয়। আকাশস্বভাব নরগণ নিপুণ, বিবৃতমুখ, শব্দজ্ঞানে কুশল এবং ছিদ্রিতাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দেবতাসত্ত্ব-সম্পন্ন মানব ত্যাগশীল, মৃদুকোপ এবং স্নেহযুক্ত হয়। নরসত্ত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তি গীত ও ভূষণপ্রিয় এবং নিরন্তর সংবিভাগ-নিপুণ হইয়া থাকে। ১১১—১১২। রাক্ষস-সত্ত্বযুক্ত মানব অত্যন্ত কোপী, খলের ন্যায় চেষ্টাবান্ ও পাপাত্মা

হয়। পিশাচসত্ত্বযুক্ত মনুষ্য চপল, মলিন, বহুপ্রলাপবাদী এবং ব্যক্তদেহ হয়। ১১৩। যে মানব অত্যন্ত ভীরু, ক্ষুধাতুর এবং বহুভোজক, সেই ব্যক্তি তির্য্যক্‌সত্ত্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষণজ্ঞ মহাত্মা সকল মানবের প্রকৃতির বিষয় যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, এই স্থলে তাহাই কথিত হইল। ১১৪। [ ইতি প্রকৃতি ]। শার্দ্দূল, হংস, মদমত্ত-মতঙ্গজ, মহাবৃষভ এবং ময়ূরের ন্যায় গতিশীল ব্যক্তিগণ নরপতি হয়। যাহারা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে গমন করে, তাহারা ধনবান্ হয়। যাহারা দ্রুতগামী বা বহুগামী; তাহারা দরিদ্র। ১১৫। [ ইতি গতি ]। যাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তিকে বাহন, ক্ষুধাতুরকে আহার, তৃষ্ণাতুরকে জল এবং ভয়াতুরকে আশ্রয়দানে রক্ষা করেন, নরলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকেই "ধন্য মানব" বলিয়া থাকেন। ১১৬। আমি মুনিগণের মত অবলোকন করিয়া এই পুরুষ-লক্ষণ সকল সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যগণ রাজার নিকট সম্মানিত হইয়া সর্ব্বজনের প্রিয় হইতে পারিবে। ১১৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

---

# একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

## পঞ্চমহাপুরুষ লক্ষণ।

বলবান্ তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহ—যখন স্বক্ষেত্রে বা উচ্চগৃহে বা কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তখনই মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা পাঁচ প্রকার, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। ১। বলবান্ বৃহস্পতির সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে "হংস"; শনিগ্রহের সময়ে জন্মিলে "শশ"; মঙ্গল গ্রহে জন্মিলে "রুচক"; বুধগ্রহে জন্মিলে "ভদ্র" এবং বলবান্ শুক্রগ্রহে জন্মিলে "মালব্য" পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ২। সূর্য্য বলবান্ হইলে, তৎক্ষণজাত ব্যক্তির শরীরসত্ত্ব উত্তম হয় ও বলবান্

চন্দ্রের সময়ে জাত ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির মহত্ত্ব হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষদিগের মধ্যে যাহার চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন রাশিগত হইবেন, তাঁহার লক্ষণও সেইরূপ হইবে। ৩। সেই রাশি সকলের যেরূপ ধাতু, মহাভূত, প্রকৃতি, দ্যুতি, বর্ণ, সত্ত্ব ও রূপ সূর্য্য-চন্দ্র দ্বারা উপভুক্ত হইবে, তৎকালজাত মহাপুরুষগণের স্বভাবাদিও সেইরূপ হইবে। উহা নির্ব্বল সূর্য্য কিংবা চন্দ্র কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে, তৎক্ষণ-জাত পুরুষগণ সঙ্কীর্ণ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ৪। লোকের জন্ম-কালে মঙ্গলগ্রহ বলবান্ থাকিলে, পরাক্রম; বুধগ্রহ থাকিলে, গুরুতা; সুরপূজ্য বৃহস্পতি থাকিলে, স্বর; শুক্র থাকিলে স্নেহ এবং সূর্য্যাত্মজ শনি থাকিলে, বর্ণ জানিতে হয়; ইহাদিগের গুণদোষের তারতম্যানু-সারে উক্ত সকল সাধুত্ব ও অসাধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৫। সঙ্কীর্ণ পুরুষগণ নৃপতি হইবেন না। তৎকালে গ্রহগণ শত্রুক্ষেত্রী, নীচগত, উচ্চচ্যুত বা শুভগ্রহ ও পাপগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইলে, দশাফলের ভেদ হইয়া থাকে। ৬। হংসের দীর্ঘতা বা ব্যায়াম (বাঁও—হস্তদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার) ষণ্ণবতি অঙ্গুলি হইবে। অবশিষ্ট—শশ, রুচক, ভদ্র ও মালব্য এই চারিবিধ সংজ্ঞাভিধেয় পুরুষগণের দৈর্ঘ্য বা ব্যায়াম ক্রমশঃ আরও তিন অঙ্গুলি করিয়া অধিক হয়। ৭। যিনি সাত্ত্বিক ব্যক্তি, তাঁহার দয়া, স্থিরতা, পরাক্রম, ঋজুতা এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ভক্তি থাকে। রজো-গুণপ্রধান ব্যক্তি কাব্য, কলা, ক্রতু ও স্ত্রী; এই সকলের প্রতি সংসক্ত-চিত্ত ও অতি শূর পুরুষ হইয়া থাকেন। ৮। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি বঞ্চনাকারী, মূর্খ, অলস, ক্রোধপর এবং সাতিশয় নিদ্রালু হয়। যদি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় পরস্পর মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, সেই মিশ্রগুণ-প্রভেদে ব্যক্তিরা সপ্তপ্রকার হইয়া থাকে। ৯। মালব্য পুরুষের ভুজদ্বয় করিকর-সদৃশ ও আজানুলম্বিত, অঙ্গসন্ধি সকল মাংসপূর্ণ, অঙ্গ মসৃণ ও রুচির এবং তাঁহার মধ্যভাগ কৃশ হয়। মালব্য জাতির বদন ১৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ; নাসামূল হইতে শ্রুতিবিবর পর্য্যন্তের দৈর্ঘ্য দশ অঙ্গুলি, চক্ষুঃ দীপ্ত, কপোল কমনীয়, দশনসমূহ শ্বেতবর্ণ ও সমভাবে বিন্যস্ত এবং ওষ্ঠ ও অধর নাতিমাংসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ১০। বিক্রম দ্বারা

ধনার্জ্জন করিয়া, পারিযাত্র পর্ব্বতে রাজ্য সুরক্ষিত রাখিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা হইয়া, মালব, মরুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, লাট, সিন্ধুদেশ প্রভৃতির শাসন করেন। এই মালব্য পুরুষ সপ্ততি বর্ষ বয়সে তীর্থে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই মালব্য পুরুষের লক্ষণ সম্যক্‌রূপে কথিত হইল;—এক্ষণে অবশিষ্ট পুরুষগণের লক্ষণ বলিতেছি। ১১—১২। ভদ্র পুরুষের বাহু সমবৃত্ত ও লম্বিত, হস্তদ্বয়ের লম্ব পরিমিতই ইহাঁর উচ্ছ্রায় হয়। ইহাঁর গণ্ডস্থল মৃদু, তনু ও ঘন রোমরাজিব্যাপ্ত হয়। এই সকল লক্ষণা-ক্রান্ত ব্যক্তিই ভদ্রসংজ্ঞক হইয়া থাকেন। ১৩। ভদ্র পুরুষদিগের ত্বক্ ও শুক্র সারময়, বক্ষঃ বিস্তৃত ও পীন হইয়া থাকে। তাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান, ব্যাঘ্রবদন, স্থির, ক্ষমান্বিত, ধর্ম্মপর, কৃতজ্ঞ ও গজেন্দ্রগামী হইয়া থাকেন। ভদ্রগণ বহুশাস্ত্রবেত্তা, প্রাজ্ঞ, বপুষ্মান্, সুন্দরললাটসম্পন্ন, কলশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ধৃতিমান্, শোভনকুক্ষিযুক্ত, পদ্মগর্ভের ন্যায় লোহিত দ্যুতিবিশিষ্ট হস্ত ও পদ সমন্বিত, সুন্দর নাসিকাসম্পন্ন, সমভাবে বিস্তৃত যুগ্ম-ভ্রূ-বিশিষ্ট ও যোগী হইয়া থাকেন। ১৪—১৫। তাঁহার একৈকজাত কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপের গন্ধ যেন নববারিসিক্ত পৃথিবীর ন্যায় বা পত্র ও কুঙ্কুমের ন্যায় কিংবা মদস্যন্দী করীর মদগন্ধোপম অথবা অগুরু গন্ধের তুল্য হয় এবং তাঁহার জননেন্দ্রিয় তুরঙ্গের তুল্য হইলেও হস্তীর ন্যায় অদৃশ্য থাকে। তাঁহার হস্তে বা পদে হল, মুষল, গদা, অসি, শঙ্খ, চক্র, হস্তী, মকর, পদ্ম ও রথ অঙ্কিত থাকিবে। জনগণ তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রবুদ্ধি হইয়া স্বজনকেও ক্ষমা করেন না। ১৬—১৭। তাঁহার দেহের উচ্ছ্রায় নবতির ষট্ সংখ্যা কম অর্থাৎ চতুরশীতি অঙ্গুলি, তিনি তুলিত হইলে এক ভার হইবেন। তিনি মধ্যদেশের নৃপতি হইবেন; কিন্তু যদি ঐ সময়ে তিনটী গ্রহ প্রবল পর.ক্রান্ত হয় আর সেই সময়ে তিনি জন্মান, তবে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়া থাকেন। ভদ্র পুরুষ শৌর্য্য দ্বারা বসুধা উপার্জ্জনপূর্ব্বক ৮০ অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া, তীর্থে প্রাণ-ত্যাগ করত স্বর্গে গমন করেন। ১৮।১৯। শশ পুরুষগণ ঈষদ্দন্তুরক, কিন্তু সূক্ষ্মদন্ত, সূক্ষ্ম নখসম্পন্ন, কোশসম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শীঘ্রগামী, ধাতুবিদ্যা ও

বাণিজ্যে নিরত, বিশালগণ্ড, শঠ, সেনানায়ক, মৈথুনপ্রিয়, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, চঞ্চলচিত্ত, শূর, মাতৃহিতে রত এবং বন পর্ব্বত নদী ও দুর্গ প্রভৃতিতেই আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। ইহাঁর দৈর্ঘ্য বা উচ্ছ্রায় অষ্টহীন শতাঙ্গুল পরিমিত—অর্থাৎ দ্বিনবতি অঙ্গুলমিত ও চেষ্টা আশঙ্কান্বিত; ইনি পরচ্ছিদ্রবেত্তা, ইহাঁর মজ্জাই সার;—এই নিভৃত-প্রচাররত শশ পুরুষ সাতিশয় গুরুভার-বিশিষ্ট নহেন। শশপুরুষের হস্তে বা পদে খেটক, খড়্গ, বীণা, পর্য্যঙ্ক, মালা, মুরজ ও শূল চিহ্ন সকল এবং উর্দ্ধরেখা থাকে আর তাঁহার মধ্যদেশ কৃশ হইয়া থাকে। এই শশ পুরুষ প্রাত্যন্তিক বা মাণ্ডলিক (শাসনকর্ত্তা) হন, পরে স্ফিক্‌স্রাব (রক্ত আমাশয়), শূল এবং অভিভব (অবমাননা) প্রভৃতির জন্য, বিষণ্নমূর্ত্তি হইয়া ৭০ সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমে যমালয়ে গমন করেন। ২০—২৩। হংস পুরুষের কপোলদেশ রক্তবর্ণ ও স্থূল, নাসিকা উন্নত, মুখবর্ণ সুবর্ণোপম, মস্তক বৃত্তাকার, চক্ষুদ্বয় মধুর ন্যায় আভা বিশিষ্ট ও নখগুলি রক্তবর্ণ হয়। আর তাঁহার হস্তে স্রগ্দাম (মালা-সমূহ), অঙ্কুশ, শঙ্খ, মৎস্যযুগল, ক্রতুঙ্গ (যূপকাষ্ঠ), কুম্ভ ও পদ্ম সদৃশ চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকে এবং তিনি হংসের কলনাদের ন্যায় শ্রুতিমধুর স্বর সম্পন্ন, সুন্দরচরণ ও প্রসন্ন-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন। এই হংস পুরুষ জল-বিহারাসক্ত, শুক্রসার বিশিষ্ট এবং তাঁহার গুরুতা অষ্টশতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত; ইহাঁর দেহের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এতৎসম্বন্ধে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই হংস পুরুষগণ খস, শূরসেন, গান্ধার ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান ভোগ করিয়া, দশোন শতবর্ষে অর্থাৎ ৯০ নবতি-বর্ষ বয়ঃক্রমে বনান্তেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ২৪—২৬। রুচক পুরুষগণের ভ্রূ সুন্দর, মস্তকের কেশ সুচারু ও বর্ণ রক্ত-শ্যাম মিশ্রিত: ইনি ত্রিবলীভূষিত কম্বুগ্রীব ও দীর্ঘবদন হন। তিনি শূর, ক্রূরপ্রকৃতি, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, চৌরগণের অধিনায়ক ও ব্যায়ম-কুশল হন। সেই রুচক পুরুষের মুখ যেমন দীর্ঘ হইবে, ইহাঁর মধ্যদেশেরও সেইরূপ চতুরস্রতা হইবে; ইহাঁর শরীরের ছবি শোণিত-মাংসসার; ইনি শক্রঘাতক ও

সাহসে কার্য্যসিদ্ধি করেন। ইহাঁর হস্ত পদে খট্বাঙ্গ, বীণা, বৃষ, ধনু, বজ্র, শক্তি, চন্দ্র ও শূল অঙ্কিত হয়; ইনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও দেবতা-গণের ভক্ত হন; ইহাঁর উচ্ছ্রায় ১০০ অঙ্গুলি এবং ভার সহস্র পল হইয়া থাকে। এই রুচক পুরুষ মন্ত্রণা ও অভিচার বিষয়ে কুশল হন; ইহাঁর জানু ও জঙ্ঘা কৃশ হয়; সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্যাদ্রি এবং উজ্জয়িনীরত রাজত্ব ভোগ করিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে সেই রুচক নৃপতি শস্ত্র দ্বারা বা অনল-সাহায্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ২৭—৩০। সঙ্কীর্ণসংজ্ঞক পুরুষগণ বামন, জঘন্ত, কুব্জ, মণ্ডলক এবং সামী এই পঞ্চপ্রকারের হইয়া পূর্ব্বোক্ত নৃপগণের অনুচর হন, এক্ষণে লক্ষণের সহিত তাঁহাদিগের বিষয় শ্রবণ কর। বামনক পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও বক্রপৃষ্ঠ হন; ইহাঁর উরু, মধ্যদেশ ও কক্ষান্তর কিঞ্চিৎ বৃহৎ হয়। ইনি রাজার নিকট লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দাতা, বৈষ্ণব এবং ভদ্র পুরুষগণের নিকট দাসত্ব করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। ৩১।৩২। জঘন্ত পুরুষ মালব্য পুরুষের সেবা করিয়া থাকে; তাহার কর্ণ খণ্ডচন্দ্র সদৃশ অর্দ্ধবৃত্তাকার, সন্ধিস্থল অতীব দৃঢ়; শুক্রসারময় অঙ্গুলিগুলি স্থূল; ইনি ক্রুর, রুক্ষাকার ও কবি হইয়া থাকে। এই জঘন্তনামা পুরুষ ক্রুর, ধনী, স্থূলবুদ্ধি, তাম্রমূর্ত্তি ও পরিহাসশীল বলিয়া প্রতীত হয়; ইহার বক্ষ, হস্ত ও পদে অসি, শক্তি, পাশ ও পরশু সদৃশ চিহ্ন থাকে। ৩৩।৩৪। কুব্জ নামে খ্যাত পুরু-ষের স্বভাব শুদ্ধ, অধোদেশ ক্ষীণ। পূর্ব্বকায় সম্মুখে কিঞ্চিৎ নত অর্থাৎ বক্র হয়; এই কুব্জ পুরুষ নাস্তিক, অর্থসম্পন্ন, বিদ্বান্, বীরপুরুষ, সূচক এবং কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে ও হংস নামক পুরুষের সেবা করিয়া থাকে, এই কুব্জ পুরুষ যাবতীয় কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কলহপ্রিয়, প্রভূতভৃত্যসম্পন্ন ও রমণীগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়; কুব্জ আপনার সম্পূজ্য লোকগণকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে এবং সতত উদ্যত থাকে। ৩৫। মণ্ডলক নামধেয় পুরুষ রুচক পুরুষগণের অনুচর, অভিচারবিৎ, কুশল এবং কৃত্যা ও বৈতালাদি সাধন বিষয়ক বিদ্যায় বা কর্ম্মে অনুরত হন। তিনি বৃদ্ধের ন্যায় আকার বিশিষ্ট; তাঁহার মস্তকে খরের ন্যায় রুক্ষ কেশ থাকে; তিনি শত্রুন্যাশে পটু; দেব, দ্বিজ, যজ্ঞ ও যোগ সম্বন্ধে

প্রসক্তবুদ্ধি, মতিমান্ এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বিজিত হন। ৩৭।৩৮। সামী পুরুষ অতি বিরূপদেহ, দুর্ভাগ্য এবং শশপুরুষগণের অনুগামী হইয়া থাকে; এই সামী দাতা হয়; মহাসমারোহে মহৎ কার্য্যের আরম্ভ ও সমাপ্তি করিয়া থাকে; আর গুণে শশপুরুষগণের অনুরূপ হয়। ৩৯।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

---

# সপ্ততিতম অধ্যায়।

## স্ত্রীলক্ষণ।

হে মানব! যদি পৃথিবীর অধিপতিত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর; তবে এইরূপ কামিনীকে বিবাহ করিবে;—যে কুমারীর চরণদ্বয়ের নখরগুলি স্নিগ্ধ, উন্নতাগ্র, সূক্ষ্ম অথচ রক্তবর্ণ; চরণতালু পদ্মপুষ্পের কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদ্বয় সমানরূপে উপচিত, সুন্দর অথচ নিগূঢ়গুল্ফ-বিশিষ্ট, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ্র, লাঙ্গল ও অসিচিহ্ন-বিশিষ্ট এবং মৃদুতল; যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সুবর্ত্তুল, শিরাহীন ও রোম-রহিত; জানুদ্বয় সমান অথচ সন্ধিস্থলে সুন্দর; উরুদ্বয় নিবিড়, হস্তিশুণ্ডাকার এবং রোমশূন্য; গুহ্যদেশ বিপুল অথচ অশ্বত্থপত্রের তুল্য; শ্রোণী পোছা) ও ললাটদেশ প্রশস্ত অথচ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত; মণি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং যে স্ত্রী অত্যন্ত সৌন্দর্য্য-শালিনী। ১—৩। স্ত্রীলোকের নিতম্বদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসোপচিত এবং গুরু হইলে, কাঞ্চীধারণ করিতে সমর্থ হয়। স্ত্রীলোকের নাভি গভীর, বিপুল এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, প্রশস্ত হয়। ৪। যে রমণীর মধ্যদেশ বলিভ অথচ রোমশূন্য; পয়োধর সুবর্ত্তুল, ঘন, নতোন্নত অথচ কঠিন; বক্ষঃস্থল রোমবর্জ্জিত অথচ কোমল এবং গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়াঙ্কিত; সেই কামিনীই সুখশালিনী হয়। ৫। স্ত্রীলোকের অধর যদ্যপি বন্ধুজীব-কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, মাংসল ও বিম্বফলতুল্য হয়; দন্তাবলী কুন্দকুসুমের কলির

# সূচীপত্র।

বৎসর জীবিত থাকে। অধিক রেখাক্রান্ত ললাটবান্ মানব পঞ্চাশৎ বর্ষ বাঁচিয়া থাকে ও বক্রাকার অধিক রেখা দ্বারা ললাট সমাচ্ছন্ন থাকিলে, চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত মানবের জীবন থাকে। ৭৭। ললাটের রেখা সকল, ভ্রূর সহিত সংলগ্ন থাকিলে, ত্রিশ বর্ষ বাঁচিয়া থাকে, উহা বাম-ভাগে বক্র হইলে, কুড়ি বৎসর আয়ু হয় এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্ত রেখা সকল ললাটভাগে বিদ্যমান থাকিলে, মানব স্বল্পায়ু হয়; কিন্তু রেখার আকার দেখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক আয়ুর নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।৭৮। যাহাদিগের মস্তক সর্ব্বতোভাবে গোলাকার, তাহারা গোধনান্বিত হয়। ছত্রাকার শিরোদেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নরপতি হয়। চিপিটকাকার মস্তকবান্ মানব পিতৃ-মাতৃঘাতী হয়। যাহার শিরোভাগের করোটি (খুলি) বড়, তাহাদিগের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। ৭৯। ঘটাকার মস্তক-বিশিষ্ট মানব চিন্তাশীল হয়। মস্তক দুইভাগে বিভক্ত হইলে, পাপাত্মা ও নির্দ্ধন হয়। মস্তক-নিম্ন ব্যক্তিগণ মহাত্মা হয়, কিন্তু অধিক নিম্ন হইলে, অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ৮০। যে মানবের মস্তকের কেশ সকল এক এক গাছি করিয়া অবস্থিত হয়, অথচ স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত ও ভিন্নাগ্র হয় এবং সেই কেশ সকল যদি কোমল ও অনধিক হয়, তবে সেই ব্যক্তি সুখভাগী বা লোকেন্দ্র হয়। ৮১। যাহার শিরোরুহ বহুমূল, বিষম, কপিলবর্ণ, স্থূল, স্ফুটিতাগ্র, কর্কশ, ক্ষুদ্র, অত্যন্ত বক্র ও অত্যন্ত ঘন হয়, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে। ৮২। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, মানবদেহের যে যে স্থল রূক্ষ, মাংসহীন ও শিরাবিশিষ্ট; সেই সেই অংশ সকলই অনিষ্টপাতের মূল। তদ্বিপরীতে শুভপ্রদ। ৮৩। মানবদেহকে ত্রয়স্ত্রিংশভাগে বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে তিনটী স্থল বিপুল, তিনটী গম্ভীর, ছয়টী উন্নত, চারিটী হ্রস্ব, সাতটী রক্তবর্ণ, পাঁচটী দীর্ঘ এবং পাঁচটী স্থান সূক্ষ্ম হইবে। যাহার কলেবর এই লক্ষণ দ্বারা সংযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮৪। তন্মধ্যে নাভি, স্বর ও স্বভাব, এই তিনটী গম্ভীর হইবে। উরঃ, ললাট ও বদন, এই তিনটী প্রশস্ত (বিপুল) হইবে। ৮৫। বক্ষঃ, কক্ষ, নখ, নাসিকা, বদন ও কৃকাটিকা (ঘাড়) এই ছয়টী অংশ

উন্নত প্রশস্ত। লিঙ্গ, পৃষ্ঠ, গ্রীবা এবং জঙ্ঘা এই চারিটী স্থান হ্রস্ব হইলে, শুভ হয়। ৮৬। নেত্রপ্রান্ত, পদ, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা; এই সপ্তস্থান রক্তবর্ণ হইলে, বিশেষ সুখপ্রদ। দশন, অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, ত্বচ্ এবং হস্তনখর; এই পাঁচটী অংশ সূক্ষ্ম হইলে, দুঃখভাগী হইতে হয় না। ৮৭। হনু, চক্ষু, বাহু, নাসিকা এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল; এই পাঁচটী স্থল দীর্ঘ হইলে, নরপতি হয়। ৮৮। [ইতি ক্ষেত্র]। শুভাশুভলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যেমন স্ফটিকময় ঘটের (বেলয়ারি চিম্‌নী) আভ্যন্তরীণ দীপশিখা স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া তেজোদ্বারা বহির্দ্দেশস্থিত পদার্থসমূহের গুণগ্রাম প্রকটিত করে, তদ্রূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবপুঞ্জের দেহাভ্যন্তরীণ কোন তেজোময় পদার্থের কান্তিই এক মাত্র শুভাশুভ ফলের প্রকটন করিয়া থাকে; সুতরাং অগ্রে তাহাকেই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ৮৯। দন্ত, ত্বক্, নখ, রোম ও কেশের স্নিগ্ধ ছায়া যদি সদ্গন্ধশালিনী হয়, তবে তাহাকে ভৌমী ছায়া বলে, এই ছায়াতে তুষ্টি, অর্থলাভ, অভ্যুদয় এবং প্রতিদিন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৯০। যে ছায়া অর্থাৎ লাবণ্য কৃষ্ণ অথচ নির্ম্মল, হরিদ্বর্ণ ও নয়ন-সুখকর, যাহাতে সৌভাগ্য, মৃদুতা ও সুখ বৃদ্ধি হয়; প্রাণিগণের এইরূপ ছায়াকে জলীয় ছায়া বলে; ইহা জননীর ন্যায় সর্ব্বার্থসাধনকরী ও নিরন্তর শুভ ফল বিধান করিয়া থাকে। ৯১। শরীরের যে ছায়া অতি প্রচণ্ড ও অধৃষ্য, যাহার বর্ণ পদ্ম, সুবর্ণ কিংবা অগ্নির ন্যায়, তাহাকে আগ্নেয়ী ছায়া বলে; এই ছায়া তেজ, বিক্রম ও প্রতাপবিশিষ্ট; ইহাতে শীঘ্রই দেহিগণের জয়ের নিমিত্ত বাঞ্ছিত বিষয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৯২। দেহস্থিত যে ছায়া মলিন, পরুষ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট, সেই ছায়া বায়বী নামে অভিহিত হয়; ইহাতে প্রাণিগণের বধ, বন্ধন, ব্যাধি, অনর্থ ও অর্থনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আর যে কান্তি স্ফটিকের ন্যায় রূপবতী ও নির্ম্মল বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই আকাশী ছায়া; উৎকৃষ্ট নিধির ন্যায় এই মহতী ছায়ায় জীবগণের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৯৩। কোন কোন পণ্ডিতগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু

ন্যায় শুভ্র ও সমান হয়, তবে তাহার পতিসুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়। ৬। যাহার বাক্য সরলতা-পরিপূর্ণ, যে স্ত্রী সমভাবা, হংস বা কোকিলের ন্যায় সুমিষ্টভাষিণী ও কাতরতাহীন; সেই রমণীই অত্যন্ত সুখভোগ করে। যাহার নাসিকা সমান, সমচ্ছিদ্রযুক্ত ও মনোহর এবং যাহার চক্ষু নীলপদ্মের ন্যায় শোভাযুক্ত; সেই রমণীই প্রশস্ত। ৭। যাহার ভ্রূ-যুগল পরস্পর সংলগ্ন, নাতিস্থূল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশু-শশাঙ্কের ন্যায় বঙ্কিম; সেই রমণীই প্রশস্ত। কামিনীর ললাটদেশ যদ্যপি অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য, অথচ নাতিনত নাতি-উন্নত হয় এবং তাহাতে যদ্যপি লোমসংস্থান না থাকে; তবে রমনীর সেই ললাটই প্রশস্ত। ৮। যাহার কর্ণযুগল মাংসল, পরস্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে সমস্থিত; সেই রমণীই প্রশংসনীয়া। যাহার কেশপাশ স্নিগ্ধ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব, আকুঞ্চিত ও প্রত্যেক কূপমধ্যে এক একটী করিয়া সঞ্জাত এবং যাহার মস্তক সমভাবে অবস্থিত; সেই নারী সুখশালিনী হইবে। ৯। ভৃঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ ( বেলগাছ ), যূপ ( পশুবন্ধন কাষ্ঠবিশেষ হাড়কাঠ ), বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধ্বজ, তোরণ ( পুরদ্বার ), মৎস্য, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম; এই চিহ্ন সকল যে যুবতীর করতল বা পদতলে পরিদৃশ্যমান হয়, সেই রমণীই রাজরাণী হইবে। ১০। যে মহিলার হস্তের মণিবন্ধ ঈষৎ নিগূঢ়, যাহার পাণিতল তরুণ-পদ্মগর্ভচ্ছবি এবং যাঁহার করাঙ্গুলী ও তৎপর্ব্ব সকল সূক্ষ্ম অথচ বিকৃষ্ট; সেই নারীই রাজমহিষী হয়। যাহার করতল নাতিনিম্ন নাতি-উন্নত, অথচ উৎকৃষ্ট রেখা দ্বারা অঙ্কিত, সেই কামিনীই বিধবা হয় না এবং চিরকাল পুত্রসুখ ও অর্থ-সুখ সম্ভোগশালিনী হয়। ১১। যে অঙ্গনা অথবা পুরুষের পাণিতলে মণিবন্ধনোত্থিত রেখা, ক্রমশঃ মধ্যামাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়, কিংবা চরণতলে ঊর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী রাজ্যসুখ ভোগ করে। ১২। করতলের কনিষ্ঠিকাঙ্গুলি হইতে উত্থিত হইয়া, যে রেখা প্রদেশিনী অর্থাৎ তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখা যত কম হইবে, আয়ুর পরিমাণও সেই

পরিমাণে কম হইবে। ১৩। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে যতগুলি রেখা স্থূল, ততগুলি পুত্র হয় এবং যতগুলি সূক্ষ্ম, ততগুলি কন্যা হয়। আর ঐ রেখার মধ্যে যতগুলি রেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ, ততগুলি সন্তান দীর্ঘায়ুষ্ক হয় এবং যত সংখ্যক রেখা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র, ততগুলি স্বল্পায়ুষ্ক সন্তান হয়। ১৪। স্ত্রীলোকের পক্ষে যে সকল চিহ্ন শুভসূচক, তৎসমস্তই কথিত হইল। এতদ্ব্যতিরিক্ত চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকিলে, স্ত্রীলোকের অনিষ্টপাত হয়। তন্মধ্যে যে চিহ্ন সকল বিশেষ অনিষ্টসূচক, সংক্ষেপে তাহাদিগেরই অনুকীর্ত্তন হইতেছে। ১৫। যে রমণীর গমনকালে চরণের কনিষ্ঠিকা বা অনামিকা অঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, অথবা প্রদেশিনী অঙ্গুলি পদাঙ্গুষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া লম্বমান হয়; সেই নারী অত্যন্ত পাপীয়সী এবং কুলটা হয়। ১৬। যাহার পিণ্ডিকা অর্থাৎ জানুর নিম্নভাগ উদ্বদ্ধ, জঙ্ঘা-দ্বয় শিরাল রোমশ ও অত্যন্ত মাংসবিশিষ্ট, গুহ্যস্থান বামাবর্ত্ত নিম্ন ও অল্প এবং যাহার উদর কুম্ভের ন্যায়; সেই নারী দুঃখিনী হয়। ১৭। রমণীর গ্রীবাদেশের হ্রস্বতায় দরিদ্রতা, দৈর্ঘ্যে কুলক্ষয় এবং স্থূলরূপে উত্থানে প্রচণ্ডতা জন্মে। যে মহিলার নেত্রদ্বয় কেকর (টেরা), পিঙ্গলবর্ণ (কপিশবর্ণ), অথচ চঞ্চল এবং যাহার সামান্য হাস্যকালেও গণ্ডদ্বয়ে কূপ হয়, সেই রমণী নিশ্চয় বন্ধকী (বেশ্যা)। ১৯। যোষিতের ললাটভাগ প্রকৃষ্টরূপ লম্বমান হইলে, দেবরনাশ হয়, উদর লম্বমানে শ্বশুরবিনাশ এবং স্ফিক্ লম্বমান হইলে স্বামীর বিনাশ হয়। যে রমণী অত্যন্ত লম্বা, তাহারই অধরদেশ যদ্যপি লোমচয় দ্বারা অন্বিত হয়, তবে সেই রমণী স্বামীর অশুভ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২০। যাহার স্তনদ্বয় রোমযুক্ত, মলিন ও তীক্ষ্ণ এবং কর্ণদ্বয় বিষম, সেই নারী দুঃখপ্রদা হয়। আর যে নারীর দন্তাবলী স্থূল, ভয়ঙ্কর ও কৃষ্ণবর্ণ মাংস বিশিষ্ট, সেই নারী অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে এবং তস্কর হয়। ২১। রমণীর কর-যুগল যদ্যপি রাক্ষসের ন্যায় হয়, অথবা শুষ্ক, শিরাল ও বিষম হয়; কিংবা বৃক, কাক, কঙ্ক, সর্প ও উলূকের চিহ্নযুক্ত হয়; তবে সেইরূপ হস্তশালিনী কামিনী সুখ ও বিত্তবর্জ্জিত হয়। ২২। যে রমণীর অধরদেশ

সমুন্নত এবং কেশাগ্র রূক্ষ, সেই নারীই কলহপ্রিয়া হয়। অধিক বলিবার আবশ্যক কি? বিরূপ রমণীরা প্রায়ই দোষযুক্ত হয়; কারণ সুন্দর-আকৃতিই গুণের আধার। ২৩। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত সামুদ্রিকের ফল-বিচার বা আঙ্গিক গ্রহদশাদি ফল সকলের বিচার করিতে হইলে, যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থান সকল বিচার করিতে হয়; যথা;—প্রথমে চরণযুগল ও গুল্ফদ্বয়; দ্বিতীয়,—জঙ্ঘাদ্বয় ও জানু; তৃতীয়,—মেঢ্র ও মুষ্ক; চতুর্থ,—নাভি ও কটিদেশ; পঞ্চম,—উদর; ষষ্ঠ,—হৃদয় ও স্তন; সপ্তম,—স্কন্ধ ও জত্রু; অষ্টম,—ওষ্ঠ ও গ্রীবা; নবম নয়নযুগল ও ভ্রূদ্বয় এবং দশম—শিরদেশ,—এই স্থান সকল শুভ লক্ষণাক্রান্ত হইলে, শুভ ফল হয় এবং অশুভলক্ষণান্বিত হইলে, অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ২৪—২৬।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

---

# একসপ্ততিতম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

## বস্ত্রচ্ছেদ-লক্ষণ।

নবধাবিভক্ত বস্ত্রের কোণ সকলে দেবতাগণ দশান্ত ও পাশান্ত মধ্যে নরগণ বাস করেন, অবশিষ্ট তিন অংশে নিশাচরগণ বাস করে। সেইরূপ শয্যা, আসন ও পাদুকাতেও দেব, নর ও নিশাচরগণ বাস করেন। ১। নববস্ত্র বা পুরাতন বস্ত্র মসী, গোময় ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত, ছিন্ন, প্রদগ্ধ বা স্ফুটিত হইলে, পুষ্ট শুভ বা অশুভ অল্পাল্পতর বা অধিক জানিতে হয় এবং উত্তরীয় ঐরূপ হইলেও, ঐরূপ শুভাশুভ হইয়া থাকে। ২। রাক্ষসভাগ ঐরূপ হইলে রোগ অথবা মৃত্যু; মনুষ্যভাগ হইলে পুত্রজন্ম ও তেজ এবং অমরগণের ভাগে ঐরূপ ঘটিলে ভোগবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু প্রান্তভাগ ঐরূপ হইলে অনিষ্ট হইবে; ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩। কঙ্ক, প্লব, উলূক, কপোত, কাক,

ক্রব্যাদ্, গোমায়ু, খর, উষ্ট্র বা সর্পসদৃশ ছেদাকৃতি দেবভাগে হইলেও, পুরুষগণের মৃত্যুসম ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ৪। ছত্র, ধ্বজ, স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, শ্রীবৃক্ষ, কুম্ভ, অম্বুজ, তোরণ প্রভৃতি সদৃশ ছেদাকৃতি রাক্ষস-ভাগগত হইলে অচিরে পুরুষগণের লক্ষ্মীবিধান করিয়া থাকে। ৫। লোকের নববস্ত্র-পরিধানকালে চন্দ্র, অশ্বিনীনক্ষত্রগত হইলে প্রভূতবস্ত্রপ্রাপ্তি, ভরণীগত হইলে অপহরণ, কৃত্তিকাগত হইলে প্রকৃষ্টরূপ অগ্নি হইতে ভয় এবং রোহিণীগত হইলে অর্থসিদ্ধি হয়। ৬। মৃগশিরায় মূষিকভয়, আর্দ্রানক্ষত্রে প্রাণহানি, পুনর্ব্বসুতে শুভাগমন এবং পুষ্যানক্ষত্রে ধনপ্রাপ্তি হয়। ৭। অশ্লেষানক্ষত্রে বিলোপ, মঘার্ত্তে মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে নৃপভয় এবং উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে ধনাগম হইয়া থাকে। ৮। হস্তায় কর্ম্মসিদ্ধি, চিত্রায় শুভাগম, স্বাতীনক্ষত্রে শুভভোজ্যপ্রাপ্তি এবং বিশাখানক্ষত্রে জনপ্রিয়ত্ব লাভ হয়। ৯। অনু-রাধা নক্ষত্রে সুহৃৎসমাগম, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অম্বরক্ষয়, মূলায় জল-প্লাবন এবং পূর্ব্বষাঢ়ানক্ষত্রে রোগ সকল হইয়া থাকে। ১০। অনন্তর উত্তরা-ষাঢ়া নক্ষত্রে মিষ্ট অন্ন, শ্রবণানক্ষত্রে নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে ধান্যলাভ ও শতভিষানক্ষত্রে বিষকৃত মহৎ ভয় হইয়া থাকে। ১১। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে সলিলজাত ভয়, উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে সুতলাভ এবং রেবতী নক্ষত্রে রত্নলাভ হইয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রে নববস্ত্র-ভোগ ইচ্ছা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ফল উক্ত হইল। ১২। কিন্তু নক্ষত্র সকল গুণবর্জ্জিত হইলেও, ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় বা ভূপতিদত্ত অথবা বিবাহ-বিধিতে অভিলব্ধ-বস্ত্র ভোগ করিলে ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে। ১৩। বিবাহে, রাজসম্মানে এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মতিতে গুণবর্জ্জিত অপ্রশস্ত-নক্ষত্রে নববস্ত্র ভোগ করিতে পারা যায়। ১৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

---

# দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

## চামর-লক্ষণ।

দেবগণ বালধি-চিকুরের জন্যই হিমালয়-পর্ব্বত-কন্দরে চমরীগণকে সৃজন করিয়াছিলেন। তাহাদের লাঙ্গূল-সম্ভূত কুন্তল সকল ঈষৎ পীত-বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ হয়। ১। স্নেহ, মৃদুত্ব, বহুকেশত্ব, নির্ম্মলত্ব, অল্পাস্থি নিবন্ধনত্ব ও শুক্লবর্ণত্ব এই তাহাদিগের চামরের গুণসম্পত্তি উক্ত হইল; উহা বিদ্ধ এবং অল্পলুপ্ত হইলে, শুভফলপ্রদ হয় না। ২। ইহার দণ্ড অর্দ্ধহস্তাকৃতি বা হস্তপ্রমাণ অথবা অরত্নি-পরিমিত কিংবা অন্য প্রকার অর্থাৎ ইচ্ছানুসারী হইবে। শুভ কাষ্ঠদণ্ড যদি কাঞ্চন, রৌপ্য অথবা বিচিত্র রত্ন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তবে রাজাদিগের শুভ হয়। ৩। যষ্টি, আতপত্র, অঙ্কুশ, বেত্র, চাপ, বিতান, কুন্ত, ধ্বজ ও চামরদণ্ড সকল ঈষৎ পীতবর্ণ, তন্ত্রীসদৃশবর্ণ, মধুর ন্যায় বর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, বর্ণক্রমে হিতকর হয়। ৪। দণ্ড সকলে দুই, চারি, ছয়, আট এবং বারটী পর্ব্ব থাকিলে, তাহার ফল—যথাক্রমে মাতৃহানি, ভূমিনাশ, ধনক্ষয়, কুলক্ষয় রোগ ও মৃত্যুফলোৎপাদক হয়। ৫। ত্রি-আদি অযুগ্ম-পর্ব্ব দণ্ড হইলে তাহার অধিকারীদিগের যথাক্রমে যাত্রাসিদ্ধি, শত্রুবিনাশ, প্রভূতলাভ, ভূমিপ্রাপ্তি, পশুগণের বৃদ্ধি ও অভিবাঞ্ছিত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৬।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

---

# ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

## ছত্র-লক্ষণ।

হংসপক্ষ-ব্যাপ্ত বা কুকবাকু, ময়ূর ও সারসগণের পক্ষ-সংবৃত, নূতনদুকূল-বস্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত, শুক্লবর্ণ, মুক্তাফলোপচিত, প্রলম্ব মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও স্ফটিকনির্ম্মিত মূলসম্পন্ন, রাজার ছত্র

নির্ম্মাণ করিবে। ইহাতে ষড়্‌হস্ত প্রমাণ, শুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত, নবপর্ব্বসম্পন্ন একটী দণ্ড থাকিবে। ইহা অর্দ্ধ-দণ্ডবিস্তৃত হইবে আর রত্ন-বিভূষিত ও উন্নত হইবে। এইরূপ ছত্র সমাবৃত হইয়া, নৃপতির কল্যাণ ও বিজয় হয়। ১—৩। যুবরাজ, নৃপতির পত্নী, সেনাপতি ও দণ্ডনায়কগণের ছত্রদণ্ড দীর্ঘে সার্দ্ধপঞ্চহস্ত এবং বিস্তারে সার্দ্ধদ্বিহস্ত প্রমাণ হয়। ৪। অন্য সকলের ছত্র প্রসাদপট্ট দ্বারা বিভূষিত, রত্নমালা-বিলম্বিত ও তাপ-নিবারক মাত্র ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ৫। অন্য মনুষ্যগণের স্ত্রীগণের ছত্র শীতাতপ-বারণ জন্য চতুষ্কোণ করা কর্ত্তব্য। সমবৃত্ত-দণ্ডযুক্ত ছত্র স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য। ৬।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

---

# চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

## অন্তঃপুরচিন্তা—স্ত্রীপ্রশংসা।

ধরিত্রী-জয়ে পুরই সার, পুরের মধ্যে গৃহ সার, গৃহের মধ্যে একদেশ শ্রেষ্ঠ, তদেকদেশে শয্যা উত্তম এবং শয়নে রত্নোজ্জ্বলা বরাঙ্গী স্ত্রীই রাজ্যসুখের সার পদার্থরূপ বিরাজিতা। ১। যোষিদ্‌গণ রত্ন সকলকে বিভূষিত করেন, কিন্তু রত্নকান্তি দ্বারা বনিতাগণ বিভূষিতা হন না। কারণ বনিতা রত্নবর্জ্জিতা হইলেও আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু রত্ন সকল অঙ্গনার অঙ্গসঙ্গ ব্যতিরেকে মনোহরণ করিতে পারে কি? ২। রাজগণ সর্ব্বদাই আকার-বিনিগূহকারী রিপুগণকে জয় করিতে সম্যক্‌রূপ উদ্যমশীল, শত শত কৃত ও অকৃত ব্যাপার রূপ শাখাকুল রাজ্য-তন্ত্র-চিন্তাকারী, মন্ত্রিবাক্যনিষেবী এবং আশঙ্কিত, সুতরাং রাজগণ দুঃখসাগরে * নিমগ্ন। এইরূপ দুঃখসাগরমধ্যে রমণীর

---

* "ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥"
ইতি কালিদাস।

অঙ্গসংস্পর্শই তাঁহাদিগের একমাত্র সুখলেশ। ৩। যাহা শ্রুত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও স্মৃত হইবা মাত্রই কেবল আহ্লাদ উৎপাদন করে, স্ত্রীরত্ন ব্যতীত এরূপ অন্য কোন রত্নই লোকপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। তাহার কারণেই গৃহমধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, সুতসুখ ও বিষয়সুখ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং মানধন ব্যক্তিগণ অবলাগণকে সতত মর্য্যাদা করিবেন, যেহেতু তাঁহারা লক্ষ্মীরূপে গৃহমধ্যে অবস্থান করেন। ৪। যে সকল ব্যক্তি বৈরাগ্যমার্গ দ্বারা অঙ্গনাগণের গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া, দোষ সকলই প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সকল লোক দুর্জ্জন বলিয়াই আমার মনের বিতর্ক ও তাহাদিগের সেই বাক্য সকলও আমার নিকট সদ্ভাব-বাক্য নহে। ৫। যথার্থ বল দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ; এই দুয়ের মধ্যে অঙ্গনাগণের এমন কি দোষ আছে, যাহা পুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত হয় নাই? প্রমদাগণ পুরুগণের ধৃষ্টতা দ্বারাই সকল কার্য্যে নিরস্তা হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহারা গুণাধিকা। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—"সোম ( চন্দ্র ) তাঁহাদিগকে ( স্ত্রীদিগকে ) পবিত্রতা দান করিয়া থাকেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বাক্য প্রদান করেন এবং অগ্নি তাঁহাদিগকে সর্ব্বভক্ষক শক্তি প্রদান করেন; তজ্জন্যই স্ত্রীগণ নিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ণ নির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ সদৃশ। ব্রাহ্মণের পদদ্বয়ই পবিত্র, অন্য অঙ্গ নহে; গোগণের পৃষ্ঠই পবিত্র, অজা ও অশ্বগণের মুখই পবিত্র, কিন্তু রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র। অতুলনীয়-পবিত্রস্বভাবা এই স্ত্রী সকল কোনকালে দূষণীয় হন না; যেহেতু প্রতি মাসে ইহাঁদিগের যে রজঃ হয়, তাহাতেই দুষ্কৃতি সকল ক্ষয় হইয়া থাকে। কুলস্ত্রীগণ অপ্রতিপূজিতা হইয়া,যে সকল গৃহের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন, সেই সকল গৃহ যেন কৃত্যাহত হইয়াই চতুর্দ্দিক্ হইতে বিনষ্ট হইতে থাকে। স্ত্রীগণই মনুষ্যগণের জায়া বা জননী হইয়া থাকেন। হে কৃতঘ্নগণ! তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে তোমাদিগের সুখ কোথায় হইবে? দম্পতির বিশেষরূপ উৎক্রমে দোষ হয়, সমতাই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনুষ্যগণ তাহা দর্শন করেন না; তজ্জন্য অঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ। রমণীর অতিক্রম অর্থাৎ অবমাননা করিলে;

বহিলোমযুক্ত খরচর্ম্মে বেষ্টিত হইয়া, "ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও" এই কথা বলিয়া ছয়মাস বেড়াইলে পুরুষ বিশুদ্ধ হইবে। দেখ, শতবর্ষেও কামাভিলাষ নিবৃত্ত হয় না; সুতরাং কামনিবারণে শক্তি নাই বলিয়াই পুরুষগণ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু রমণীগণ ধৈর্য্য দ্বারা অনায়াসে তাহা নিবৃত্ত করে। অহো! পাপবর্জ্জিতা স্ত্রীগণের নিন্দাকারী অসাধুগণের কি ধৃষ্টতা! তাহাদের বাক্য যেন লুণ্ঠনকারী চৌরগণের মুখে "চৌর! অবস্থান কর" এইরূপ জল্পনার ন্যায় শ্রুত হয়।" ৬—১৫। পুরুষ গোপনে কামিনীগণকে যে সকল চাটুবাক্য প্রয়োগ করে, পরে তাহার কিছুই করে না; কিন্তু অঙ্গনাগণ সুকৃতজ্ঞতা হেতু গতাসু পতিকে সঙ্গে গোপিত করিয়া সপ্তজিহ্ব অনলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ১৬। যে মনুষ্য স্ত্রীরত্ন ভোগ করেন, তিনি নিঃস্ব হইলেও, অবনীপতি সদৃশ। অভিলষিত অশন ও অঙ্গনাগণই রাজ্যের সার পদার্থ; অবশিষ্ট পদার্থ সকল তৃষ্ণারূপ অনলের উদ্দীপক দারুস্বরূপ। ১৭। প্রথম-যৌবনান্বিতা, সুন্দররূপে মৃদুমন্দ-ভাষিণী, উন্নত-স্তনী কামিনীকে নির্জ্জনে অবলম্বন করিয়া, যে রতি লাভ হয়, আমার বোধ হয়, স্বর্গেও তাহা লাভ হয় না। সেই ধাতৃভবন অর্থাৎ স্বর্গে দেব, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, মান্যমান পিতৃগণ ও সেব্যগণের সেবনে যে সুখ আছে;—বলুন দেখি, নির্জ্জনে রমণীকে অবলম্বন করিয়া যে সুখ হয়, তাহা অপেক্ষা কি ঐ সুখ বেশী? ১৯। স্ত্রী-পুরুষ-প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মা হইতে কীটান্ত পর্য্যন্ত এই সমস্ত জগৎ নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই যুবতীর লোভেই ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে আবার লজ্জা কি? ২০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

# পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

—০::০—

## অন্তঃপুরচিন্তা—সৌভাগ্যকরণ।

রমণী বিষয়ক যাবতীয় সুখের মধ্যে, সুভগ পুরুষের কন্দর্পসুখই একমাত্র সুখ; কারণ তাহাতেই চিত্ত অত্যন্ত অনুরক্ত হয়। * ইতর ব্যক্তির অর্থাৎ দুর্ভগ পুরুষের তদ্বিষয়ে মন অনুরক্ত হয় না বলিয়া তাহাদের সুখ সকল আভাস মাত্র। স্ত্রীলোক দূরস্থিতা হইয়াও মনে মনে যে পুরুষকে চিন্তা করে, সেই পুরুষের সদৃশই গর্ভ ধারণ করে। যে বৃক্ষের কাণ্ড ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবীতে যতবার রোপণ করিবে; অথবা যে বৃক্ষের বীজ যতবার বপন করিবে, তাহাতে যে প্রকার সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, অন্য প্রকার হইবে না; সেই মত বীজরূপ আত্মাই স্ত্রী সকলে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে,—অন্য প্রকার হয় না; তবে তাহাতে ক্ষেত্রযোগ হেতু কখন কখন কিছু কিছু বিশেষ হয় মাত্র। ১।২। আত্মা মনের সহিত গমন করে, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয় সকলও স্বীয় স্বীয় অর্থের বশে গমন করে; এই ক্রম অতি শীঘ্র শীঘ্রই ঘটে, ইহাই যোগ। মনের অগম্য কিছুই নাই, সুতরাং যে স্থানে মন গমন করে, এই আত্মাও সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে। ৩। এই আত্মা, অপর আত্মায় গমন করিলে, অচল (দৃঢ়) মন সতত সংসর্গবশে সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করে; সুতরাং যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই যুবতীগণ সুন্দরের বশীভূত হয়। ৪। এক দাক্ষিণ্যই (সরলতাই) সুভগত্বের কারণ। তাহার বিপরীত চেষ্টাই বিদ্বেষণ। কুহক প্রয়োগ ও মন্ত্রৌষধি প্রভৃতির প্রয়োগে সুভগ হইলেও তাহাতে বহু প্রকার দোষ হয়, কল্যাণ হয় না। ৫। মনুষ্য মান পরিত্যাগ করিয়া, বাল্লভ্য (কান্তত্ব) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অভি-

* উত্তম প্রকৃতিঃ প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে। অলঙ্কার।

মান দুর্ভাগ্যই প্রসব করিয়া থাকে। অভিমানী মনুষ্য অতিকষ্টে যে কার্য্য সাধন করে, প্রিয়বাদী তাহাই অযত্ন সহকারে সম্যক্‌রূপে সাধন করিয়া থাকেন। ৬। যাহা প্রিয়সাহসত্ব, তাহা তেজ নহে, অসৎ-প্রণীতও অনিষ্ট বাক্য নহে। যাঁহারা কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনুদ্ধত হন এবং বিকথনাকারী (আত্মশ্লাঘাকারী) নহেন, তাঁহারাই তেজস্বী। ৭। যিনি সার্ব্বজন্য শুভগত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি পরোক্ষে সকলের গুণ কীর্ত্তন করিবেন। যে অসৎ পরেরও দোষকথা প্রকাশ করে, সে অনেক দোষ পাইয়া থাকে। ৮। যে ব্যক্তিসর্ব্বপ্রকার উপকারে অনুগত হন, সেই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার উপকারে লোক মাত্রেই অনুগত হইয়া থাকে। দ্বেষপরায়ণ শত্রুরও বিপদে উপকার করিয়া যে কীর্ত্তি লাভ করা যায়, অল্প শুভ (পুণ্য) দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। ৯। তৃণ দ্বারা আচ্ছাদ্যমান হইয়াও অগ্নি যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; গুণও সেইরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরের গুণবিনাশে ইচ্ছা করে, সে কেবল দুর্জ্জনভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

---

# ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

—:—

## অন্তঃপুরচিন্তা—কান্দর্পিক।

গর্ভধারণ কালে রক্ত অধিক হইলে স্ত্রী, শুক্র অধিক হইলে পুরুষ এবং শোণিত ও শুক্র সমান হইলে, নপুংসক উৎপন্ন হয়; ইহার জন্য শুক্রবিবৃদ্ধিপ্রদ রসায়ন সকল নিষেবণ করা কর্ত্তব্য। ১। হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, চন্দ্ররশ্মি, উৎপল-সমন্বিত মধু, মদালসা-প্রিয়া, বীণাবাদন, স্মরকথা, গোপনস্থান এবং মাল্য; এই সমস্ত বর্গ মদনের বাগুরা (জাল) স্বরূপ। ২। যে ব্যক্তি মাক্ষীকধাতু, মধু, পারদ, লৌহচূর্ণ, পথ্যা,

শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও ঘৃত * একবিংশতি দিবস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি জরান্বিত হইলে কিংবা অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইলেও, যুবার ন্যায় অবলাকে রমণ করিতে পারে। ৩। যে ব্যক্তি কপিকচ্ছুমূল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া, পান করে, সে স্ত্রীতে কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অথবা দুগ্ধ কিংবা ঘৃতে মাষকলাই বিশেষরূপে পক্ক করিয়া, দুগ্ধ অনুপানের সহিত ছয়গ্রাস পরিমাণে পান করিলেও স্ত্রী বিষয়ে ক্ষয় হয় না। ৪। যাহার প্রভূত পরিমাণে প্রমদা আছে, সেই ব্যক্তির, বিদারিকার চূর্ণকে বিদারিকা-রসে মুহুর্ম্মুহুঃ ভাবিত ও শোষিত করিয়া, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পাক করণান্তর পান করা উচিত। ৫। ধাত্রীফলের চূর্ণ স্বরসের সহিত উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া, মধু, চিনি ও আজ্য মিশ্রিত করিয়া, লেহনা-নন্তর অগ্নিশক্তি (হজমশক্তি) অনুসারে দুগ্ধ পান করিলে, পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাতিশয় কাম নিষেবণ করিয়া থাকে। ৬। ক্ষীরের সহিত বস্তাণ্ড (ছাগাণ্ড) পক্ক হইলে, বহু তিল তাহাতে সংপ্লাবিত করিয়া, উত্তমরূপে শোষিত হইলে, কামী ব্যক্তি তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিবেন; তাহাতে তাহার নিকট চটক কি করিতে পারে? অর্থাৎ চটকাপেক্ষা তাহার কামশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৭। মাষকলাইয়ের সূপের (দাল) সহিত ঘৃত সংযোগে ষষ্টিক অন্ন যে সকল ব্যক্তি ভক্ষণ করে, পরে ক্ষীর পান করে; তাহারা সেই রাত্রে মদনক্রিয়ায় ক্লান্ত হয় না। ৮। তিল, অশ্বগন্ধা ও কপিকচ্ছুমূলের সহিত বিদারিকা ও ষষ্টিকজাত পিষ্টকযোগ করিয়া, ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক পূর্ব্বক শষ্কুলিকা (পিষ্টক) করিয়া ভক্ষণ করিলে অতিবীর্য্যকর হয়। ৯। অথবা ক্ষীরের সহিত গোক্ষুরযোগ কিংবা বিদারিকাকন্দ ভক্ষণ করিলে, যদি জীর্ণ করে, তাহা হইলে, রতিক্রিয়ায় অবসন্ন হয় না; কিন্তু যদি ইহাতে

---

* "অঙ্গেঽনপাকৃতে বিহিতস্তু মূলং ভাগেঽনপাকৃতে সমতা বিধেয়া।
দ্রব্যেঽনপ্যাকৃতে বিহিতন্তু তোয়ং কালেঽনপ্যাকৃতে দিবসস্ত পূর্ব্বম্॥"

অর্থাৎ কোন্ বৃক্ষের কোন্ স্থান লইতে হইবে, তাহা প্রকাশিত না থাকিলে বৃক্ষের মূল গ্রাহ্য। ঐরূপ ভাগের অনুক্তিতে সমতা গ্রাহ্য। কোন্ দ্রব্যের সহিত খাইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে জলের সহিত এবং খাইবার সময় উক্ত না হইলে প্রাতঃকাল জানিবে। আয়ুর্ব্বেদ-পরিভাষা।

মন্দাগ্নিতা হয়, তাহা হইলে, ইহার চূর্ণ ভক্ষণ করিবে। ১০। আজমোদ এবং লবণের সহিত হরীতকী আর শৃঙ্গবেরের সহিত পিপ্পলী, মদ্য, তরল তক্র ও উষ্ণবারির সহিত উক্ত চূর্ণ পান করিলে, উদরাগ্নির উদ্দীপন হয়। ১১। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অম্ল, তিক্ত, লবণ, কটু অথবা বহু পরিমাণে ক্ষার ও শাক ভোজন করে, সে যুবা হইলেও, দৃষ্টিশক্তি ও বীর্য্যরহিত হয় এবং রমণী পাইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় নানাপ্রকার ছল করিতে থাকে। ১২।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

---

## সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

### অন্তঃপুরচিন্তা—গন্ধযুক্তি।

যাহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, মালা, গন্ধ, ধূপ, অম্বর ও ভূষণ প্রভৃতি তাহার নিকট শোভা পায় না। সুতরাং যেমন অঞ্জন ভূষণাদির সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মস্তকজাত বর্ণের সেবা করিবে। ১। নির্ম্মল লৌহ-পাত্রে কোদ্রব-তণ্ডুল সকলকে পাক করিয়া, লৌহ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত সেই পিষ্ট সকল সূক্ষ্মরূপে মস্তকের শুক্লাম্ল কেশের উপর প্রদান করিয়া আর্দ্র পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। পরে দুই প্রহর অতীত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ ত্যাগ করিয়া, মস্তকে আমলক প্রলেপ দিবে। পরে পত্র দ্বারা প্রহরদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া, প্রক্ষালন করিলে, মস্তক কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।২।৩ তৎপরে শিরঃস্নান, সুগন্ধ তৈলাদি বিবিধ মনোহর গন্ধ ও ধূপ দ্বারা মস্তকের লোহাম্লগন্ধ অপনয়ন করিলে, অন্তঃপুরে রাজ্যসুখ নিষেবণ করিতে পারে। ৪। ত্বক্, কুষ্ঠ, বেণু, নলিকা, স্পৃক্কারস, তগর ও বালকের সমভাগকে কেশর-পত্রের সহিত বিমিশ্রিত করিলে, নরপতির যোগ্য শিরঃস্নান প্রস্তুত হয়। ৫। মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, শুক্তি, ত্বক্, কুষ্ঠ ও রসের সহিত চূর্ণকে তৈলযোগ করত রৌদ্রে তপ্ত

করিলে, চম্পকগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়।৬। তুরুষ্ক, বাল ও তগর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে কামোদ্দীপক গন্ধ হয়। উহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধূপ দিলে কটুক নামক কামোদ্দীপক গন্ধ হয়। কটুকের সহিত কুষ্ঠ যোগ দিলে পদ্মগন্ধ হয়, আর পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন সমন্বিত হইলে, চম্পক গন্ধ হয়। চম্পকগন্ধের সহিত কুস্তম্বুরু, জাতী ও ত্বক্ সমন্বিত হইলে অতিমুক্তক নামক গন্ধ বলিয়া খ্যাত হয়।৭। শতপুষ্পা ও কুন্দুরুক পাদ পরিমাণে, নখ ও তুরুষ্ক অর্দ্ধ পরিমাণে আর চন্দন ও প্রিয়ঙ্গুর সিক্ত ভাগকে গুড় ও নখ যোগে ধূপ দিতে হয়। গুগ্‌গুলু, বালক, লাক্ষা, মুস্তা, নখ ও শর্করা সমভাগে মিশ্রিত হইলে ধূপনির্ম্মাণ হয়। মাংসী, বালক, তুরুষ্ক, নখ ও চন্দন দ্বারা পিণ্ড করিলেও ধূপ প্রস্তুত হয়।৯। হরীতকী, শঙ্খ, ঘনদ্রব, অম্বু ও বালক সমভাগে মিশ্রিত হইলে একপ্রকার ধূপ হয়; আর উহার সহিত গুড় ও উৎপল মিশ্রিত হইলে অন্য প্রকার ধূপ হয় এবং দ্বিতীয়ের সহিত শৈলক ও মুস্তক যোগ করিলে তৃতীয় প্রকার ধূপ হয়। এই নবসংখ্যক দ্রব্য-মধ্যে ক্রমে অন্তদ্রব্যের পাদ পাদ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া, ধূপ প্রণয়ন করিলে, বহুপরিমাণে মনোহর ধূপ হইবে।১০। শর্করা, শৈলেয় ও মুস্তার চারিভাগ, শ্রীবাসক ও সর্জ্জ দুইভাগ এবং নখ ও গুগ্‌গুলুর দুইভাগ কর্পূর দ্বারা বোধিত (চূর্ণযুক্ত) করিয়া, মধু দ্বারা পিণ্ডিত করিলে, কোপচ্ছদ নামক নরেন্দ্রধূপ প্রস্তুত হয়।১১। ত্বক্ ও উশীর পত্র ভাগের সহিত অর্দ্ধ পরিমাণে সূক্ষ্মা এলা সংযুক্ত করিয়া চূর্ণ করত মৃগকর্পূরে প্রবোধিত করিলে উৎকৃষ্ট পটবাস নামক গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হয়।১২। ঘন, বালক, শৈলেয় ও কর্পূর (১); উশীর, নাগ-পুষ্প, ব্যাঘ্রনখ ও স্পৃক্কা (২); অগুরু, দমনক, নখ ও তগর (৩); এবং ধানক, কর্পূর, চোর ও চন্দন (৪); (এই চারিটী চারিটী পদার্থে এক একটী গণ হইবে।) ইহাদের সমভাগে এক এক প্রকার গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হইবে; ইহার প্রত্যেক গণেরই নাম গন্ধার্ণব। ইহাদের প্রত্যেক গণের প্রত্যেক ভাগকেই এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে স্বেচ্ছানুসারে

পরিবর্ত্তিত করিলে নানাবিধ গন্ধ প্রস্তুত হইবে। প্রথমগণের দৃষ্টান্ত যথা,—প্রত্যেকের সমভাগ যোগে এক প্রকার (১)। ঘন ১ ভাগ, বালক, ২ ভাগ, শৈলেয় ৩ ভাগ ও কর্পূর ৪ ভাগ,—দ্বিতীয় (২)। ঘন ১ভাগ বালক ২, শৈলজা ৪ ও কর্পূর ৩ ভাগ—তৃতীয় (৩)। ঘন ১, বালক ৩, শৈলজ ২ ও কর্পূর ৪—চতুর্থ (৪)। ঘন ১, বালক ৩, শৈলজা ২ ও কর্পূর ৩ —পঞ্চম (৫)। ঘন ১, বালক ৪, শৈলেয় ৩ ও কর্পূর ২—ষষ্ঠ (৬) ভেদ। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যেই ৬টী করিয়া ভেদ উইবে। তবেই প্রত্যেকগণে ২৪টী করিয়া ভেদ হইবে; সুতরাং গন্ধার্ণবের ভেদ সর্ব্বসমেত ৯৬ ষণ্ণবতি প্রকার। অতিতীক্ষ্ণগন্ধত্ব হেতু ধান্যের একাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং কর্পূরের প্রয়োজন তদপেক্ষা অল্প; এই দুই পদার্থের দুই ও তিন ভাগ কদাপি দিতে হইবে না। পরে সমস্ত গন্ধকে পিণ্ড করিয়া শ্রীবাসক, সর্জ্জ, গুড় ও নখ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধূপিত হইলে, কর্পূর সংযুক্ত কস্তুরিকা দ্বারা বোধিত করিবে। ১৩—১৬। এইরূপে ইহাতে ১৭৪৭২০ বিংশত্যধিক সপ্তশতযুক্ত চতুঃসপ্ততি সহস্রাধিক একলক্ষ প্রকার গন্ধ আছে। ১৭। এক এক ভাগ অপরের দ্বিত্রিচতুর্ভাগ যুক্ত দ্রব্যযুক্ত হইলে, প্রত্যেকেই ছয় প্রকার গন্ধকর হয়; সেইরূপ দ্বিত্রিচতুভার্গযুক্ত হয়। ১৮। যেরূপ চারি দ্রব্য যোগে একের-চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গন্ধ হয়, ইহাতেও ঐরূপ শেষ সকলের সর্ব্বপিণ্ড ষণ্ণবতি ৯৬ প্রকার হয়। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ প্রকার দ্রব্যে চতুর্বিকল্পে (চারিটী করিয়া) ভিদ্যমান (ভেদশীল) দ্রব্য সকলের (১৮২০) বিংশতি-অধিক অষ্টাদশ শত প্রকার গন্ধ হইয়া থাকে। ২০। কিন্তু ষণ্ণবতি (৯৬) প্রকার গণভেদে চতুর্বিকল্প থাকাতে সেই সংখ্যাকে (১৮২০কে) ষণ্ণবতিগুণ করিলে গন্ধের সংখ্যা (১৭৪৭২০) হইয়া থাকে। ২১। গন্ধ-প্রস্তার গণনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণের সহিত যুক্ত স্থান অন্ত্যবিহীন সংখ্যা প্রকাশ করে। ইচ্ছা-বিকল্প দ্বারা ইহা ক্রমশ নীত হইয়া নিবৃত্তি হয় এবং পুনর্ব্বার অন্ত্যটী উপস্থিত হয়। ২২। দ্বি, ত্রি, পঞ্চ এবং অষ্টভাগ যুক্ত অগুরু, পত্র, তুরুষ্ক ও শৈলেয়; প্রিয়ঙ্গু, মুস্তারস ও কেশ—পঞ্চ, অষ্ট, দ্বি, ত্রি

ভাগ যুক্ত করিলে; স্পৃক্কা, ত্বক্, তগর ও মাংসীর চারি, এক, সপ্ত, ষড়্-ভাগ করিয়া, আর মলয়, নখ, শ্রীবাসক ও কুন্দুরুক, সপ্ত, ছয়, চারি ও এক ভাগ রাখিবে। এই ষোড়শ কচ্ছপুটে (কক্ষায়) যে কোন প্রকার মিশ্রিত উক্ত চতুর্দ্রব্য দ্বারা ভাগ করিলে ইহাতে যে অষ্টাদশ লব্ধ হইবে, তাহাতে সেই গন্ধাদির যোগ হইবে। ২৩—২৫। যাবতীয় গন্ধই নখ, তগর ও তুরুস্ক যুক্ত হইবে; জাতি, কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা বোধিত হইবে এবং গুড় ও নখ দ্বারা ধূপিত হইবে; ইহাই সর্ব্বতোভদ্র গন্ধদ্রব্য। ২৬। সেই মিশ্রে জাতীফল, মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা বোধিত করিয়া আম্রমধু দ্বারা সিক্ত ও ইহাতে ইচ্ছা-পরিগৃহীত চারিভাগ নীত হইলে বহুপ্রকার পারিজাত তুল্য সদ্গন্ধ উৎপন্ন হইবে। সর্জ্জরস ও শ্রীবাসক সমন্বিত করিয়া, যত দ্রব্য হইবে, তহাতে শ্রী ও সর্জ্জর সবিযুক্ত করিয়া বালক ও ত্বক্ সমন্বিত বস্তু দ্বারা ধূপ করিয়া, স্নান জল প্রস্তুত হয়। ২৮। লোধ্র, উশীর, নত, অগুরু, মুস্তা, প্রিয়ঙ্গু, বন ও পথ্যা, এই সকল দ্রব্যকে নবকোষ্ঠ কচ্ছপুট হইতে তিনটী তিনটী দ্রব্য সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া, চন্দন এবং তুরুস্ক ভাগদ্বয়, অর্দ্ধ পরিমাণে শুক্তি, পাদপ্রমাণে শতপুষ্পা, কটু, হিঙ্গুল ও গুড় দ্বারা ধূপিত হইলে, চতুরশীতি প্রকার কেশরগন্ধ প্রস্তুত হয়। ২৯।৩০। হরীতকীচূর্ণ-সংযুক্ত গোমুত্রে দন্তকাষ্ঠ সকল সপ্তাহকাল ক্ষেপণ করিয়া, গন্ধোদকে নিক্ষেপ করিবে। ৩১। এলা, ত্বক্, পত্র, মধু, মরিচ, নাগপুষ্প ও কুষ্ঠ সমন্বিত করিয়া, কিঞ্চিৎকাল ইহাতে রাখিয়া গন্ধ জল করা কর্ত্তব্য। ৩১। জাতীফল, পত্র, এলা ও কর্পূর যথাক্রমে চারি দুই এক এবং তিনভাগ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া, সূর্য্যকিরণ দ্বারা শোষণ করিবে। ৩৩। এই গন্ধযুক্তি ও দন্তকাষ্ঠ সকল সংসেবন-কারীর বর্ণ-প্রসন্নতা, বদনের কান্তি, মুখের বিশদতা ও সুগন্ধিতা এবং শ্রুতিসুখকর-বাক্য এই সকল উৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৩৪। ইহা মানবগণের কাম প্রদীপ্ত করে, রূপ ব্যক্ত করে, সৌভাগ্য প্রদান করে এবং বদনের সুগন্ধিতা সম্পাদন করে, বলবৃদ্ধি করে এবং কফোৎপন্ন রোগ নিহনন করে; ঐরূপ তাম্বূলও অপরাপর অনেক গুণ

করিয়া থাকে। ৩৫। তাম্বূল চূর্ণযুক্ত হইলে, রাগ (রক্তবর্ণ) করিয়া থাকে; পূগফল (সুপারি) অতিরিক্ত হইলে, উক্ত বর্ণ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে চূর্ণ থাকিলে বক্ত্র-বিগন্ধকারী এবং পত্রের আধিক্য দ্বারা সাধু (সুন্দর) মনোজ্ঞ গন্ধ উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩৬। রাত্রি-কালে পত্রের এবং দিবাভাগে ফলের আধিক্য হিতকর হয়, ইহা কথিত আছে। ইহার ব্যতিক্রমে বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। কক্কোল, পূগ, লবলীফল ও পারিজাত গন্ধ দ্বারা আমোদিত, তাম্বূল মদজনিত আমোদ দ্বারা প্রফুল্লিত করে। ৩৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

---

# অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

## অন্তঃপুরচিন্তা—স্ত্রীপুরুষ-সমাযোগ।

বিদূরথ রাজার স্বীয় মহিষী বেণীমধ্যে বিনিগূহিত (লুক্কায়িত) শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নিধন করিয়াছিলেন এবং কাশিরাজের দেবী বিরক্তা হইয়া বিষপ্রদিগ্ধ নূপুর দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১। বিরক্তা স্ত্রীগণ এইরূপে প্রাণনাশক দোষ উৎপাদন করে; অন্য দোষের অনুকীর্ত্তনে আবশ্যক কি? এইজন্য প্রমদাগণ অনুরক্তা বা বিরক্তা, তাহা প্রযত্নের সহিত পরীক্ষা করা পুরুষের উচিত। ২। অনুরক্তার ভাব সকল কামজ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহারা নাভী, ভুজ, স্তন ও অলঙ্কার প্রদর্শন; বস্ত্রপরিধান, অভিসংযম (কেশবন্ধন), কেশ-বিমোক্ষণ, ভ্রূক্ষেপ ও কম্পিতকটাক্ষে নিরীক্ষণ এই চিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩। উচ্চৈঃস্বরে ষ্ঠীবনত্যাগ, উৎকট প্রহসন, শয্যা ও আসন উৎসর্পণ (উল্লঙ্ঘন), গাত্রাস্ফোটন, জৃম্ভণ, সুলভদ্রব্য ও অল্প সম্প্রার্থন, অভিমুখস্থ বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বন, সখী নিকটে প্রিয়-প্রতি সমালোকন ও সখী পরাঙ্মুখ হইলে তৎপ্রতি দৃক্‌পাত, তদ্‌গুণকথন

ও কর্ণকণ্ডূয়ন; এই সমস্ত চিহ্ন অনুরক্ত-চেষ্টা বলিয়া মীমাংসিত হয়। অনুরক্তা-নায়িকা প্রিয়বাক্য সকল বলে, স্বীয় ধন দান করে, অবলোকন করিলে সংহৃষ্টা হয় ও বীতরোষা হইয়া দোষ সকল গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে মার্জ্জনা করিয়া থাকে। ৪। ৫। স্বামি-মিত্রের পূজা, তাঁহার শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ, তাঁহাকে স্মরণ ও প্রিয়প্রবাসগত হইলে মনে মনে দুঃখানুভব করে। স্তন এবং ওষ্ঠদানপূর্ব্বক উপগূহন (আলিঙ্গন), চুম্বন-প্রথমাভিযোগে স্বেদ ক্ষরণ করিয়া থাকে। ৬। ভ্রুকুটীমুখত্ব, পরাঙ্মুখত্ব, তাঁহাকে বিস্মরণ, অসম্ভ্রম, পরিতোষ-শূন্যতা, স্বামীর শত্রুসঙ্গে মিত্রতা পরুষবাক্য প্রকাশ এবং স্পর্শ অথবা অবলোকনে গাত্রকম্পন, গর্ব্ব-প্রকাশ, গমনশীল স্বামীকে অনবরোধ, চুম্বন-বিরামে বদন-প্রমার্জ্জন এবং স্বামিনিদ্রার পূর্ব্বে নিদ্রা ও পশ্চাৎ সমুত্থান; এই সমস্ত বিরক্তা স্ত্রীর চেষ্টা *। ৮। ভিক্ষুণিকা, প্রব্রাজিতা, দাসী, ধাত্রী, রজকা, মালা-কারী, দুষ্টাঙ্গনা, সখী ও নাপিতী; ইহারাই দূতী হয়। ৯। দূতী সকল কুলজন-বিনাশের হেতুস্বরূপ, অতএব প্রযত্নের সহিত বংশ, যশ ও মান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে স্ত্রীগণ অভিরক্ষণীয়া †। ১০। রাত্রিকালে বিহার বা জাগরণ জন্য রোগ ব্যপদেশ, পরগৃহ-দর্শন, ব্যসন ও উৎসব, এই সকল সঙ্কেতহেতু বলিয়া তদ্বিষয়ে ইহারাও রক্ষণীয়। ১১। অগ্রে যে স্ত্রী লজ্জা-বিমিশ্রিতালসা হইয়া স্মরকথা ইচ্ছা করে না অথচ ত্যাগও করে না, মধ্যে লজ্জা-পরিবর্জ্জিতা ও অভ্যুপরমে লজ্জা-বিনম্রাননা হয়; যে রমণী আদর সমন্বিতা হইয়া নানাবিধ সুরতক্রিয়ার অভিনয় করে এবং পুরুষের প্রকৃতি জানিয়া গ্লানিযুক্ত চেষ্টার সহিত আচরণ করে অর্থাৎ স্বামী দুঃখিত হইলে

---

* তিনশত চৌরাশী প্রকার নায়িকাভেদান্তর্গত বালিকা, মধ্যা, প্রগল্ভা ও বারাঙ্গনাদিভেদে অনুরক্তা বিরক্তার লক্ষণ সকল সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৫৪। ৫৫ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

† "লেখপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥" সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।
পত্রপ্রেরণ, সস্নেহদর্শন, মৃদুবাক্য অথবা দূতীপ্রেরণ দ্বারাই কামিনীগণ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

দুঃখিতা, সুখী হইলে সুখিনী হয়, সেই স্ত্রীর সহিতই সুরতক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যৌবন, রূপ, বেষ, দাক্ষিণ্য, বিজ্ঞান ও বিলাস প্রভৃতি গুণ সকল থাকিলে রমণীগণ রত্নসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং চতুর পুরুষের পক্ষে ইহার বৈপরীত্যে স্ত্রীগণ ব্যাধি স্বরূপ হয়। ১২। ১৩। গ্রাম্যবর্ণ-যুক্তা (প্রকৃতিভাষিণী) বা মল-দিগ্ধকায়া রমণীর সহিত নিন্দনীয় অঙ্গসম্বন্ধনী কথা ব্যক্ত করা উচিত নহে এবং নিভৃত-স্থানস্থিতা হইয়া যে রমণী অন্য কার্য্য স্মরণ করে, তাহার সহিতও স্মরকথা কর্ত্তব্য নহে; কারণ মনই কামপ্রবৃত্তির মূল। ১৪। যে স্ত্রী পুরুষের সহিত সমপরিমাণে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাহুতে মস্তক রাখিয়া স্তন দ্বারা বক্ষঃপীড়া উৎপাদন করে, যাহার কেশ সুগন্ধ, যে নিকটে সুন্দর রাগযুক্ত, যে স্বামী সুপ্ত হইলে পরে নিদ্রিতা ও স্বামীর অগ্রে জাগরিতা হয়, সেই-ই অনুরক্তা। আর বিমর্দ্দনকালে যে রমণী অক্ষমা হয়, সেই দুষ্টস্বভাবা স্ত্রীকে পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাহা-দিগের অস্বক্ কৃষ্ণ, নীল, পীতবর্ণ বা ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তাহারাও প্রশস্ত নহে। ১৫। ১৬। যে স্ত্রী নিদ্রাশীলা, বহু রক্তপিত্তা, বাতকফাতি-রিক্তা, প্রবাহিনী (ঋতুকালে যাহার অনেক রক্ত ক্ষরণ হয়), মহাশনা (বহু ভোজন কারিণী), স্বেদযুক্তা, হ্রস্বকেশী, পলিতান্বিতা; যে স্ত্রীর মাংস সকল চঞ্চল (নড়ে), যে খিকৃখিমিনী ও মহোদরা হয়; আর স্ত্রীলক্ষণে যাহাদিগকে পাপ বলিয়া কথিতা হয়, তাহাদিগের সহিত কামধর্ম্ম করিবে না। ১৭। ১৮। যে রক্ত শশশোণিত সদৃশ বা লাক্ষারস সন্নিভ বর্ণ ধারণ করে, যাহা প্রক্ষালিত হইলে উঠিয়া যায়, তাহা শুভকর হয়। ১৯। যে রক্ত শব্দ ও বেদনাবর্জ্জিত হইয়া তিন দিবস পরে সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হয়, সেই রক্তই পুরুষ-সংপ্রয়োগ হেতু নিশ্চয় গর্ভতা প্রাপ্ত হয়। ২০। স্ত্রী ঋতুকালে দিনত্রয় পর্য্যন্ত স্নান, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিবে না, পরে চতুর্থ দিবসে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ অনুসারে স্নান করিবে। ২১। পুষ্যস্নানে যে ওষধী সকলের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই সকল মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবে এবং তথায় যে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও

সেই মন্ত্র আবশ্যকীয়। ২২। যুগ্মা-নিশায় পুরুষ, বিষমা-নিশায় নারী জন্মিয়া থাকে এবং বিকৃষ্টযুগ্মা-নিশায় দীর্ঘায়ু সুরূপ সুখিগণের জন্ম হইয়া থাকে। ২৩। গর্ভ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হইলে পুরুষ, বাম পার্শ্বস্থ হইলে নারী, উভয় পার্শ্বস্থ হইলে যমজ এবং যে গর্ভ উদর-মধ্যগত হয়, তাহা নপুংসক বলিয়া জ্ঞাতব্য। ২৪। কেন্দ্র বা ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিলে, চন্দ্র ও লগ্ন শুভগ্রহযুক্ত হইলে, পাপগ্রহগণ তৃতীয়, একাদশ বা ষষ্ঠগত হইলে, সেই সময়ে রমণীসঙ্গম করিতে হয়। ২৫। পুরুষ ঋতুসময়ে স্ত্রীলোকের অঙ্গ সকল কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নখ বা দন্ত দ্বারা বিক্ষত করিবে না। ঋতু ষোড়শ দিবস-ব্যাপী; তন্মধ্যে প্রথম নিশাত্রিতয় সেই ঋতুমতী-স্ত্রীতে গমন করিবে না। ২৬।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

---

# একোনাশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## শয্যাসনলক্ষণ।

যাহা দ্বারা সর্ব্বকালে সকলের উপযোগ প্রাপ্ত হয়, এই শাস্ত্র তদুদ্দেশ্য-জ্ঞাপক। এই জন্য ইহাতে রাজগণের শয়নাসনলক্ষণ বলিব। ১। অসন, স্পন্দন, চন্দন, হরিদ্র, দেবদারু, তিন্দুকী, শাল, কাশ্মরী, অঞ্জন, পদ্মক, শাক বা শিংশপা বৃক্ষ ইহাতে শুভপ্রদ হয়। ২। যে বৃক্ষ অশনি, জল, বায়ু বা হস্তিকর্ত্তৃক নিপাতিত; যাহাতে মধুমক্ষিকা বা বিহঙ্গের নিলয় আছে; যাহা চৈত্য, শ্মশান ও পথে উৎপন্ন; যাহা ঊর্দ্ধশুষ্কবল্লীবেষ্টিত; যে সকল বৃক্ষ কণ্টকী; যাহারা মহানদীর সঙ্গমস্থানে বা দেবমন্দিরে জাত এবং যাহারা কর্ত্তিত হইলে পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে পতিত হয়, সেই বৃক্ষ সকল শয্যাসনবিষয়ে শুভপ্রদ নহে। ৩।৪। প্রতিষিদ্ধ বৃক্ষনির্ম্মিত শয়ন ও আসন ব্যবহার করিলে, কুলবিনাশ হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যাধিভয়, ব্যয় এবং কলহ প্রভৃতি অনেকবিধ অনর্থ

হয়। ৫। বৃক্ষ যদি পূর্ব্বচ্ছিন্ন হয়, তবে আরম্ভে (গঠনকালে) তাহা পরীক্ষণীয়। যদি তাহাতে কোন কুমার আরোহণ করে, তবে তাহা পুত্র ও পশুপ্রদ হইবে। ৬। আরম্ভকালে শ্বেতপুষ্প, মত্তহস্তী, দধি, অক্ষত, পূর্ণকুম্ভ ও রত্ন সকল এবং অন্য মঙ্গল্য-দ্রব্য সকল দর্শন করিলে, শুভকর হইবে। ৭। তুষবিহীন যবের অষ্টোদর পরিমাণে এক অঙ্গুলি হইবে, ইহার নাম কর্ম্মাঙ্গুল। সেইরূপ শতাঙ্গুলি প্রমাণ মহতী শয্যা নৃপগণের জয়ের কারণ হয়। ৮। রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি ও পুরোহিতদিগের শয্যা যথাক্রমে ৯০ নবতি, ৮৪ চতুরশীতি, ৭৮ অষ্টসপ্ততি ও ৭২ দ্বিসপ্ততি সংখ্যক অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। ৯। বিষ্কম্ভ (কীলক) ইহার অর্দ্ধেক হইতে অষ্টাংশ প্রমাণে কম হইবে। দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ তুল্য কুক্ষি ও শীর্ষের সহিত পাদোচ্ছ্রায় অর্থাৎ উন্নতি হইবে, ইহা বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১০। যে সকল পর্য্যঙ্ক শ্রীপর্ণী বা তিন্দুকসার দ্বারা নির্ম্মিত, সেই পর্য্যঙ্ক ধনদান করে এবং অসন বৃক্ষজাত শয্যা রোগহর হয়। ১১। যে পর্য্যঙ্ক কেবল শিংশপা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা বহুবিধ বৃদ্ধিকর হয়। চন্দনময় পর্য্যঙ্ক রিপুনাশক এবং ধর্ম্ম, যশঃ ও দীর্ঘ-জীবন প্রদান করে। ১২। যে পর্য্যঙ্ক পদ্মকনির্ম্মিত, তাহা দীর্ঘায়ুঃ, শ্রী, শ্রুত ও বিত্ত প্রদান করে। শাল বা শাক নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক কল্যাণকর হয়। ১৩। নৃপতি কেবল চন্দন-রচিত, স্বর্ণাচ্ছাদিত ও বিচিত্র রত্নযুক্ত পর্য্যঙ্কে অধ্যাসীন হইলে দেবতাগণও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ১৪। তিন্দুকী, শিংশপা, শ্রীপর্ণী, দেবদারু ও অসন বৃক্ষ অন্যের সহিত সমাযুক্ত না হইলে শুভফলপ্রদ হয়। ১৫। শাক এবং শালকাষ্ঠ, পরস্পর সংযুত বা পৃথক্ হইলেও শুভফলপ্রদ হয়; সেইরূপ হরিদ্রক ও কদম্বকাষ্ঠ, সংযুক্ত অথবা পৃথক্ হইলেও প্রশস্ত ফলপ্রদ হয়। ১৬। স্পন্দনরচিত সর্ব্ব-প্রকার পর্য্যঙ্কই শুভপ্রদ নহে। অশ্বনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক প্রাণের হিংসা করিয়া থাকে। অসন, অন্য কাষ্ঠ-সহিত সংযুক্ত হইলে, শীঘ্র বহুদোষ উৎ-পাদন করে। ১৭। অশ্ব, স্পন্দন ও চন্দন বৃক্ষ সকলের সংযোগে স্পন্দন দ্বারা শুভপাদ-চতুষ্টয় এবং অবশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলতরু

দ্বারা শয়ন ও আসন প্রস্তুত হইলে, ইষ্ট ফললাভ হয়। ১৮। উক্ত সর্ব্বপ্রকার তরুগণের সহিত গজদন্ত-সংযোগ প্রশস্ত হয়। প্রশস্ত গজদন্ত দ্বারা তাহার অলঙ্কার-বিধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ১৯। গজদন্তের মূলে পরিধিপরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মূল হইতে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগে সমস্ত রচনা করিবে। কিন্তু অনূপচর (জলপ্রায়দেশচর) হস্তীর পক্ষে উহার কিঞ্চিদধিক এবং গিরিচারি-হস্তিগণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিত্যাজ্য। ২০। হস্তিদন্তচ্ছেদে শ্রীবৎস, বর্দ্ধমান, ছত্র, ধ্বজ ও চামরের অনুরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে আরোগ্য, বিজয়, ধনবৃদ্ধি ও সৌখ্য হইয়া থাকে। ২১। প্রহরণসদৃশ চিহ্ন হইলে জয়, নন্দ্যাবর্ত্ত হইলে প্রনষ্টদেশপ্রাপ্তি এবং লোষ্ট্রসদৃশ হইলে লব্ধপূর্ব্ব দেশের সংপ্রাপ্তি হয়। ২২। চিহ্ন স্ত্রীরূপ হইলে স্বীয় বিনাশ, ভৃঙ্গারসদৃশ চিহ্ন অভ্যুত্থিত হইলে পুত্রোৎপত্তি, কুম্ভচিহ্নে রত্নপ্রাপ্তি এবং দণ্ডচিহ্নে যাত্রাবিঘ্ন হইয়া থাকে। ২৩। কৃকলাস, কপি বা ভুজঙ্গসদৃশ চিহ্ন হইলে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং রিপুবশত্ব হয়। গৃধ্র, উলূক, ধাঙ্ক্ষ বা শ্যেনসদৃশ চিহ্ন হইলে জনমরক হইয়া থাকে। ২৪। গজদন্তচ্ছেদে পাশ অথবা কবন্ধাকৃতি চিহ্ন হইলে নৃপতির মৃত্যু, রক্তস্রাব হইলে জনগণের বিপৎ এবং কৃষ্ণ, শ্যাব (কৃষ্ণ-পীতমিশ্র), রুক্ষ ও দুর্গন্ধ, হইলে অশুভকর হয়। ২৫। ছেদ শুক্ল, সম, সুগন্ধি বা স্নিগ্ধ হইলে শুভাবহ হয়। ইহা আসনের পক্ষে জানিবে। আসনের পক্ষে যে শুভকর ও অশুভকর ছেদ সকল কথিত হইল, তাহা শয্যা-বিষয়েও ফলপ্রদ হয়। ২৬। ঈষাযোগে * প্রদক্ষিণাগ্র প্রশস্ত, ইহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং এতদ্বিপরীত বা একদিগগ্র হইলে, ভূতসঞ্জনিত ভয় হয়। ২৭। শয্যা বা আসনের একটী পাদ (পায়া) কাষ্ঠ নিম্নমস্তক হইলে পাদবৈকল্য, দুইটীতে অন্নাজীর্ণতা, ত্রি ও চারি পাদ অধোমুখ হইলে ক্লেশ, বধ ও বন্ধন হইয়া থাকে। ২৮। পাদের গ্রন্থি শুষির (সগর্ত্ত) বা বিবর্ণ হইয়া শীর্ষগত হইলে ব্যাধি হয়।

---

* একখানির মূল ও অপর খানির প্রান্তভাগ; এই দুইয়ের যোগকে ঈর্ষা-যোগ কহে।

পাদগ্রন্থিতে কোষ্ঠের কুম্ভ থাকিলে তাহাতে উদররোগ হয়। ২৯। কুম্ভের অধঃস্থিত কাষ্ঠভাগই জঙ্ঘা। তাহাতে পাদ রচিত হইলে জঙ্ঘাদ্বয়ের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে এবং জঙ্ঘার ; নিম্নদেশকে আধার কহে ; তাহাতে পাদরচিত হইলে দ্রব্যের ক্ষয়কারী হয়। ৩০। কাষ্ঠের খুরদেশে যে গ্রন্থি থাকে, তাহা খুরিগণের পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঈষা ও শীর্ষদেশ ত্রিভাগ-সংস্থিত হইলে শুভকর হয় না। নিষ্কুট, কোলাক্ষ, শূকরনয়ন, বৎসনাভ, কালক এবং ধুন্ধুক ; এই ছিদ্রনাম সংক্ষেপে কথিত হইল। ৩২। ছিদ্রের মধ্যে ঘটবৎ শুষির (গর্ত্ত) ও আস্যে সঙ্কট অর্থাৎ কম থাকিলে নিষ্কুট নামক ছিদ্র এবং নিষ্পাব বা মাষ মাত্র অথচ নীলবর্ণ ছিদ্রই কোলাক্ষ ছিদ্র বলিয়া উক্ত হয়। ৩৩। বিষম, বিবর্ণ, অধ্যর্দ্ধও পর্ব্বদীর্ঘ-পরিমাণে ব্যাপ্ত ছিদ্র শূকরনয়ন এবং পর্ব্বপরিমিত, বামাবর্ত্ত ছিদ্র বৎসনাভ নামে খ্যাত। ৩৪। কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র কালক নামে এবং যাহা বিশেষরূপে নির্ভিন্ন, তাহা ধুন্ধুক নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দারুর সহিত সমান বর্ণবিশিষ্ট ছিদ্রে সম্যক্‌রূপে অশুভ উদ্দিষ্ট হয় না। ৩৫। নিষ্কুটসংজ্ঞক ছিদ্র থাকিলে দ্রব্যক্ষয়, কোলেক্ষণে কুলধ্বংস, শূকরক ছিদ্রে শস্ত্রভয় ও বৎসনাভ নামক ছিদ্রে রোগভয় হয় এবং কীটবিদ্ধ হইয়া কালক ও ধুন্ধুকসংজ্ঞক ছিদ্র হইলে শুভপ্রদ হয় না, আর গ্রন্থিপ্রচুর সর্ব্বপ্রকার দারু সর্ব্বত্রই শুভপ্রদ হয় না। ৩৬। ৩৭। একদ্রুম-নির্ম্মিত শয়নাসন ধন্য, বৃক্ষদ্বয়-নির্ম্মিত শয্যাসন ধন্যতর, বৃক্ষত্রয়-নির্ম্মিত হইলে পুত্র-বৃদ্ধিকর, বৃক্ষচতুষ্টয়-নির্ম্মিত হইলে উত্তম অর্থ ও যশ, পঞ্চ বনস্পতি-রচিত পর্য্যঙ্কে যে শয়ন করে, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং "ষট্, সপ্ত বা অষ্ট সংখ্যক তরুগণের কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিলে কুলবিনাশ হয়। ৩৮। ৩৯।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

---

# অশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## বজ্রপরীক্ষা।

শুভ রত্ন ধারণ করিলে রাজাদিগের শুভ হয়, অশুভ রত্ন ধারণ করিলে অশুভ হয়; এই জন্যই রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রত্নাশ্রিত দৈব সকল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ১। হস্তী, অশ্ব ও বনিতা প্রভৃতি সকল পদার্থেই স্বীয় স্বীয় গুণবিশেষে রত্ন শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, (যথা গজরত্ন, অশ্বরত্ন, রমণীরত্ন ইত্যাদি) কিন্তু এই স্থলে রত্ন শব্দে হীরকাদি প্রস্তর-খণ্ডেরই অধিকার। কাহার মতে বল নামক দৈত্য হইতেই রত্নের উৎপত্তি, কেহ বলেন, দধীচি মুনির অস্থি হইতে রত্ন সকল জন্মিয়াছে এবং কেহ বলেন, মৃত্তিকার স্বভাবেই রত্ন সকলের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়াছে। বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধির, বৈদূর্য্য, পুলক, বিমলক, রাজমণি, স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, গোমেদক, শঙ্খ, মহানীল, পুষ্পরাগ, ব্রহ্মমণি, জ্যোতীরস, শস্যক, মুক্তা ও প্রবাল; এই সমস্তকে রত্ন কহে। ৪।৫। বেণানদীর তটেই বিশুদ্ধ হীরক উৎপন্ন হয়। যে বজ্র শিরীষপুষ্পোপম, তাহা কোশল দেশজাত; আর যে হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তাহা সৌরাষ্ট্রদেশজাত; কৃষ্ণবর্ণ হীরকই শৌর্পারক নামে বিখ্যাত। ৬। হিমালয় পর্ব্বতে যে হীরক জন্মে, তাহা ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়, বল্লপুষ্প সদৃশ হীরকই মতঙ্গজ নামে বিখ্যাত, ঈষৎ পীতবর্ণ হীরক কলিঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, আর পৌণ্ড্র দেশে যে রত্ন জন্মায়, তাহা শ্যামবর্ণ। যে হীরক ষট্‌কোণ বিশিষ্ট, তাহা ইন্দ্রদৈবত; শুক্লবর্ণ হীরক যমদৈবত; সর্পমুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ বা কদলীকাণ্ডের ন্যায় বজ্র বিষ্ণুদৈবত। এই সকলের দেবতা ও আকারের বিষয় কথিত হইল। ৮। স্ত্রীলোকের গুহ্য সদৃশ বজ্র বারুণ; ইহা কর্ণিকার পুষ্পের তুল্যও হয়। শৃঙ্গাটক সদৃশ বা ব্যাঘ্রলোচন তুল্য হীরকের দেবতা অগ্নি। ৯। অশোকপুষ্পের ন্যায় বর্ণযুক্ত বা যবতুল্য বজ্র সকল

বায়ব্য নামে অভিহিত হয়।১০। স্রোত, খনি ও প্রকীর্ণকভেদে আকরের ভেদ তিন প্রকার। রক্ত ও পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়গণের শুভপ্রদ। শুক্লবর্ণ বজ্র ব্রাহ্মণদিগের শুভাবহ। শিরীষবর্ণাভ বজ্র বৈশ্যদিগের শুভপ্রদ এবং অসি তুল্য বজ্রই শূদ্রদিগের পক্ষে শুভফল প্রসব করে।১১। আটটী শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল হয়। যে হীরক কুড়িটী তণ্ডুল দ্বারা তুলিত হয়, তাহার অর্থাৎ কুড়ি তণ্ডুল পরিমিত হীরকের মূল্য দুই লক্ষ টাকা এই তণ্ডুলের দুই দুই করিয়া হীন হইলে অর্থাৎ ১৮।১৬ ১৪ ইত্যাদি হইলে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত মূল্যের পাদ, ত্র্যংশ, অর্দ্ধ, ত্রিভাগযুক্ত পঞ্চাংশ, ষোড়শাংশ, পঞ্চবিংশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ মূল্য হইবে।১২।১৩। যে হীরক কোন দ্রব্যেই ভিন্ন হয় না, সামান্য জলেও কিরণের ন্যায় নিমগ্ন হয়, স্নিগ্ধ এবং বিদ্যুৎ, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাই হিতকর।১৪। যে হীরকে কাকপদ, মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্ত চিহ্ন থাকে, অথবা শর্করাবিদ্ধ হয়, যাহার কোণ সকলে দুই গাছি সূত্র থাকে ; যাহা দিগ্ধ, মলিন, ত্রস্ত বা বিশীর্ণ ; সেই হীরক শুভপ্রদ নহে। কিংবা যে হীবক বুদবুদের ন্যায়, দলিতাগ্র চিপিটক তুল্য বা বাসীফলের ন্যায় দীর্ঘ, সেই হীরকও শুভপ্রদ নহে। এই সকল চিহ্নযুক্ত হীরকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অষ্টম ভাগ করিয়া হীন হইবে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত চিহ্ন কাকপদযুক্ত হীরকের যে মূল্য হইবে, মক্ষিকা চিহ্নযুক্ত হীরকের মূল্য তদপেক্ষা অষ্টমভাগ হীন হইবে।১৫ ১৬। হীরক-তত্ত্বজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পুত্রার্থিনী রমণীগণের পক্ষে সামান্য মাত্রও হীরক ধারণ করা উচিত নহে। শৃঙ্গাটক, ত্রিপুট, ধান্য বা শ্রোণী সদৃশ হীরক ধারণ, পুত্রার্থিনী রমণীগণের পক্ষে শুভাবহ।১৭। অনিষ্টলক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করিলে, রাজগণের আত্মীয়, ধন এবং প্রাণের হানি হয় ; আর শুভলক্ষণ হীরক ধারণ করিলে বজ্রভয়, বিষ ও শত্রু নাশ হয় এবং অভ্যন্ত ভোগ বৃদ্ধি হয়।১৮।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

---

# একাশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## মুক্তাফলপরীক্ষা।

হস্তী, ভুজঙ্গ, শুক্তি, শঙ্খ, অভ্র, বেণু, তিমি ও শূকর হইতে মুক্তা-ফল সকল প্রসূত (উৎপন্ন) হয়; তাহাদিগের মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অত্যন্ত সাধু (প্রশস্ত) হয়। ১। সিংহলক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রক, তাম্রপর্ণি, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য-বাটক ও হৈম; এই অষ্টস্থান মুক্তার আকর। ২। বহুসংস্থান (বিবিধাকৃতি), স্নিগ্ধ, হংসের ন্যায় অভাযুক্ত ও স্থূল মুক্তা সকল সিংহলদেশজাত। ঈষৎ তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণাভাহীন শ্বেতবর্ণ, মুক্তাফল তাম্র নামে প্রসিদ্ধ।৩। কৃষ্ণ-বর্ণ, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, শর্করা সমন্বিত ও বিষম মুক্তা পার-লৌকিক নামে প্রসিদ্ধ এবং স্থূলও নহে অতি অল্পাকারও নহে অথচ নবনীসদৃশ প্রভাযুক্ত মুক্তা সৌরাষ্ট্র নামে খ্যাত। ৪। জ্যোতিষ্মান্, শুভ্রবর্ণ, গুরু, অত্যন্ত মহাগুণসম্পন্ন মুক্তাফল পারশব এবং লঘু, জর্জ্জর, দধি সদৃশ প্রভাযুক্ত, বৃহৎ এবং বিসদৃশাকৃতি মুক্তা হৈম নামে আখ্যাত হয়। ৫। কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, বিষম, লঘু ও প্রমাণ-তেজস্বী মুক্তাফল কৌবের নামে খ্যাত এবং পাণ্ড্য-বাট জাত মুক্তাফল নিম্বফল, ত্রিপুট ও ধান্যকচূর্ণ সদৃশ হইয়া থাকে। ৬। বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুদৈবত মুক্তা অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ঐন্দ্র মুক্তা শশাঙ্ক সদৃশ, বারুণ মুক্তা হরিতালের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং যমদৈবত মুক্তা অসিতবর্ণ হয়। ৭। বায়ুদৈবত মুক্তাফল দাড়িমগুলিকা, গুঞ্জা ও তাম্রের ন্যায় পরিণতবর্ণ এবং আগ্নেয় মুক্তাফল নির্দ্ধূম অনল ও কমলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৮। মাষক-চতুষ্টয় তুলিত, তেজঃ এবং গুণযুক্ত একটী মুক্তাফলের মূল্য একশত গুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষ-পণ (৫৩০০)। ৯। অর্দ্ধ মাষকহানি অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে অর্দ্ধমাষা করিয়া কম বা বেশী হইলে, মুক্তার মূল্য যথাক্রমে,

দ্বাত্রিংশৎ, বিংশতি, ত্রয়োদশ, অষ্টশত এবং ত্রিশতত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ কম বা বেশী হইবে। ১০। চারি কৃষ্ণল (গুঞ্জা) তুলিত মুক্তা পঞ্চত্রিংশংশত নবতি কার্ষাপণ মূল্য বিশিষ্ট এবং সার্দ্ধ ত্রিগুঞ্জা তুলিত মুক্তাফলের মূল্য সপ্ততি কার্ষাপণ হইবে। ১১। গুঞ্জাত্রয়তুলিত গুণযুত মুক্তার মূল্য ৫০ পঞ্চাশৎ রূপক এবং গুঞ্জার্দ্ধহীন মুক্তাত্রয়ের মূল্য ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ রূপক হইবে। ১২। এক পলের দশভাগকে ধরণ কহে, তৎতুলিত ত্রয়োদশ মুক্তার মূল্য ৩২৫ ত্রিশতাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রূপক মুদ্রা হইবে। ১৩। উক্ত তোলনে ষোড়শ সংখ্যক মুক্তা হইলে দ্বিশত (২০০), বিংশতি সংখ্যক হইলে একশতাধিক সপ্ততি (১৭০) এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক হইলে একশতাধিক ত্রিশৎ (১৩০) রূপক মূল্য হইবে। উক্ত তোলনে ত্রিংশৎ সংখ্যক হইলে মূল্য সপ্ততি (৭০) সংখ্যক রূপক, চত্বারিংশৎ সংখ্যক হইলে পঞ্চাশৎ (৫০) রূপক, ষষ্টি সংখ্যক বা পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক মুক্তা হইলে চত্বারিংশৎ (৪০) সংখ্যক রূপক মূল্য হইবে। ১৪। ১৫। উক্ত তোলনে অশীতিসংখ্যক মুক্তার মূল্য ত্রিংশৎ রূপক ও শতসংখ্যক হইলে পঞ্চবিংশতি রূপক হইবে এবং দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত বা পঞ্চশত সংখ্যক হইলে যথাক্রমে তাহাদের দ্বাদশ, ষট্, পঞ্চ ও ত্রি সংখ্যক রূপক মূল্য হইবে। ১৬। পিক্কা, পিচ্চা অর্ঘার্দ্ধ, রবক ও সিক্থ, এই সকল সংজ্ঞা ত্রয়োদশ অবধি অশীতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হইবে। তৎপরে নিগর ও চূর্ণ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ১৭। ধরণতুলিত গুণযুক্ত মুক্তার মূল্য এই কথিত হইল। ইহার মধ্যে হইলে, ত্রৈরাশিক দ্বারা হানি বৃদ্ধি অনুসারে, মূল্য নিরূপণ করিবে। ১৮। ঈষৎকৃষ্ণ, শ্বেতক, পীতক, তাম্রবর্ণ ও বিষম মুক্তাগণের ত্র্যংশ (একতৃতীয়াংশ) কম মূল্য হইবে এবং বিষম ও পীতবর্ণ হইলে মূল্য ষড়্ভাগার্দ্ধহীন হইবে। ১৯। রবি ও সোমবারে পুষ্যা ও শ্রবণানক্ষত্রে ঐরাবতকুল-জাত হস্তিগণের জন্ম হইলে এবং যে সকল ভদ্র হস্তী উত্তরায়ণকালে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের দন্তকোষে ও কুম্ভে বৃহৎপ্রমাণ বহু সংস্থানসম্পন্ন প্রভাযুক্ত বহু মুক্তা জন্মিয়া থাকে। ২০। ২১।

ইহাদিগের অর্ঘ অথবা বেধ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা অতীব প্রভা-যুক্ত, মহাপবিত্র এবং ধৃত হইলে রাজগণের সুত, বিজয় ও আরোগ্য-কর হয়। ২২। বরাহের দন্তমূলে চন্দ্রের কান্তি সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও বহু গুণযুক্ত বারাহ মুক্তাফল এবং তিমি হইতে উৎপন্ন মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় দ্যুতিমান্ বহুগুণযুক্ত পবিত্র ও বৃহৎ মুক্তা তিমিজ নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ২৩। সপ্তম বায়ুস্কন্ধ হইতে ভ্রষ্ট ও তড়িৎ সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বর্ষোপলবৎ মেঘসম্ভূত মুক্তাফল স্বর্গীয়-গণকর্ত্তৃক হৃত হইয়া থাকে। ২৪। তক্ষক এবং বাসুকি-বংশ-সম্ভূত কামগামী যে সকল পন্নগ আছে, তাহাদিগের ফণার অগ্রভাগে নীলদ্যুতিসম্পন্ন স্নিগ্ধ মুক্তা সকল উৎপন্ন হয়। ২৫। যে মুক্তা প্রশস্ত অবনিপ্রদেশে রজতময় পাত্রস্থিত হইলে অকস্মাৎ বৃষ্টি হয়, তাহা নাগসম্ভূত মুক্তা বলিয়া খ্যাত। ২৬। ভুজঙ্গজাত মুক্তা ধৃত ও অনিরূপিত-মূল্য হইলে নৃপতিগণের বিষ ও অলক্ষ্মী অপহরণ করে, শত্রুগণকে ক্ষয় করে, যশ বিকাশ করিয়া থাকে এবং বিজয়প্রদ হয়। ২৭। বেণুজাত মুক্তা কর্পূর স্ফটিকসদৃশ দীপ্তিময় চিপিটকাকার ও বিষম হয় এবং শঙ্খজাত মুক্তা চন্দ্র সদৃশ দীপ্তিমান্, বৃত্তাকার, দীপ্তিশালী ও মনোহর হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। ২৮। শঙ্খ, তিমি, বেণু, বারণ, বরাহ, ভুজঙ্গ ও অভ্র হইতে জাত মুক্তা সকল বেধনীয় (ছিদ্র করিবার উপযুক্ত); কিন্তু অপরিমিত গুণশালী বলিয়া অর্ঘ (মূল্য) শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ২৯। এই সমস্ত মহাগুণান্বিত মুক্তাফল, রাজগণের সুত, অর্থ, সৌভাগ্য ও যশঃসম্পাদক; রোগ-শোকাপহারক এবং ঈপ্সিত কামপ্রদ হয়। ৩০। অষ্টাধিক সহস্র সংখ্যক লতাযুক্ত চতুর্হস্ত পরিমাণে মুক্তামালা হইলে তাহা ইন্দ্রচ্ছন্দ নামে আখ্যাত হয়, ইহা দেবগণের ভূষণ। তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলে বিজয়চ্ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩১। অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত বা একাশীতিসংখ্যক লতাযুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ হার হয়। চতুঃষষ্টিসংখ্যক লতাযুক্ত হইলে অর্দ্ধহার এবং চতুঃ-পঞ্চাশৎসংখ্যক হইলে, হার, রশ্মিকলাপ নামে আখ্যাত হয়। ৩২।

দ্বাত্রিংশৎ লতাযুক্ত হার গুচ্ছ নামক, বিংশতি লতাযুক্ত অর্দ্ধগুচ্ছ-সংজ্ঞক, ষোড়শ লতাবিশিষ্ট হার মাণবক নামক ও দ্বাদশলতাযুক্ত অর্দ্ধ-মাণবক নামক হার হয়। ৩৩। অষ্টসংখ্যক লতাযুক্ত হার মন্দির সংজ্ঞক, পঞ্চলতা হারফলক-সংজ্ঞক হইয়া থাকে এবং সপ্তবিংশতি মুক্তা দ্বারা হস্তপ্রমাণ মালা হইলে, তাহাকে নক্ষত্রমালা * বলিয়া থাকে। ৩৪। মুক্তামালা অন্তরমণি-সংযুক্ত হইলে মণিসোপান নামক এবং সুবর্ণগুলিকাযুক্ত চঞ্চলমধ্যমণি হইলে, তাহা চাটুকার নামে অভিহিত। ৩৫। যথেষ্টসংখ্যক মুক্তাযুক্তা, হস্তপ্রমাণা এবং বিশেষরূপ মধ্যমণিবিহীনা হইলে সেই মালা একাবলী এবং উহা মধ্যে মণি-সংযুক্ত হইলে যষ্টি নামে আখ্যাত হয়, ইহা ভূষণ-বিজ্ঞগণ বলিয়াছেন। ৩৬।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

---

## দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

### পদ্মরাগপরীক্ষা।

সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ ও স্ফটিক হইতে পদ্মরাগের জন্ম হয়। সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগ সকল ভ্রমর, অঞ্জন, পদ্ম ও জম্বুর সদৃশ দ্যুতি সম্পন্ন হয়। ১। কুরুবিন্দ-সম্ভূত পদ্মরাগ বহুলবর্ণযুক্ত, মন্দদ্যুতিসম্পন্ন ও ধাতু দ্বারা বিদ্ধ হয় এবং স্ফটিকজাত পদ্মরাগ বিবিধ বর্ণযুক্ত, দ্যুতি-মান ও বিশুদ্ধ হয়। ২। স্নিগ্ধ, প্রভানুলেপী, স্বচ্ছ, দ্যুতিমান, গুরু, শুভাকৃতি, অন্তঃপ্রভ ও অতিরাগরঞ্জিত পদ্মরাগ সমস্তমণিশ্রেষ্ঠগুণযুক্ত হয়। ৩। কলুষ ( মলিন ), মন্দদ্যুতিযুক্ত, রেখাকীর্ণ, ধাতুযুক্ত, খণ্ডিত, দুর্ব্বিদ্ধ ও শর্করাযুক্ত হইলে পদ্মরাগ মনোহারী হয় না; ইহাই মণি-দোষ। ৪। ভ্রমর ও শিখিকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দীপশিখাসম প্রভা-

---

* ইহার নামান্তর বনমালা।

যুক্ত মণি ভুজঙ্গগণের মস্তকে জন্মায়; তাহা অনর্ঘেয় (অকর্ত্তব্যমূল্য) নমে খ্যাত। ৫। যে নরপতি উক্ত অনর্ঘেয় মণি ধারণ করেন, তাঁহার কখনও বিষ বা রোগকৃত দোষ হইতে পারে না। সেই মণির প্রভাবে দেবতাগণ তাঁহার রাজ্যে নিত্য বর্ষণ করেন এবং তাহার শত্রুনাশ হয়। ৬। প্রত্যেক পলপ্রমাণ মণির মূল্য ষড়্‌বিংশতি সহস্র এবং কর্ষত্রয় পদ্মরাগের বিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭। অর্দ্ধপল দ্বাদশ, কর্ষ পরিমিত পদ্মরাগমণির মূল্য ষট্‌সহস্র এবং অষ্টমাষক-তুলিত পদ্মরাগের সহস্রত্রয় মুদ্রা মূল্য হইবে। ৮। মাষক-চতুষ্টয়-তুলিত পদ্ম-রাগের মূল্য দশশত এবং দ্বিমাষক-তুলিতের পঞ্চশত মুদ্রা মূল্য হইবে। গুণের আধিক্য ও হীনতা অনুসারে তন্মধ্যবর্ত্তী মণির মূল্য পরিকল্পনা করিবে। ৯। ন্যূনবর্ণবিশিষ্ট হইলে পদ্মরাগের মূল্যের অর্দ্ধেক, তেজো-হীনের মূল্য অষ্টাংশ এবং অল্পগুণ ও বাহুদোষযুক্ত হইলে মূল্যের বিংশাংশ মূল্য হইবে। ১০। ঈষৎ ধূম্রবর্ণ, ব্রণবহুল, স্বল্প গুণযুক্ত পদ্মরাগ বিংশতিভাগের এক ভাগ মূল্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ১১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

---

# ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## মরকতপরীক্ষা।

শুক, বংশপত্র, কদলী ও শিরীষ-কুসুম সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, গুণান্বিত মরকত সুর-পিতৃকার্য্যে বিধৃত হইলে মনুষ্যগণের অতীব শুভপ্রদ হয়। ১।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

---

# চতুরশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## দীপলক্ষণ।

বামাবর্ত্ত, মলিনকিরণ, স্ফুলিঙ্গ সমন্বিত ও অল্পমূর্ত্তি দীপ, বিমল স্নেহ (তৈল) ও বর্ত্তিকান্বিত হইলেও শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হইবে। যে দীপ কম্পমান ও শব্দবান্ হয়, তাহা বিশেষরূপে আকীর্ণশিখ হইলেও শলভ বা মরুৎ বিহীন হইয়া শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হয়; ইহা পাপফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ১। দীপ যদি সংহতমূর্ত্তি, আয়ততনু, কম্পনহীন, দীপ্তিমান্, নিঃশব্দ, সুন্দর, প্রদক্ষিণগতি (দক্ষিণপার্শ্বাভিমুখগতি), বৈদূর্য্য ও স্বর্ণ সদৃশ দ্যুতিময় এবং যে রুচির ও উদ্যত হইয়া দীপ্তি পায়, সেই দীপ শীঘ্র লক্ষ্মীর অভিগমন প্রকাশ করিয়া থাকে; অবশিষ্ট লক্ষণ সকল অগ্নিলক্ষণ হইতে যথাযুক্তি যোগ করিয়া ফল প্রকাশ করিবে। ২।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

---

# পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## দন্তকাষ্ঠ-লক্ষণ।

বল্লী, লতা, গুল্ম ও তরুগণের প্রভেদ হেতু সহস্র প্রকার দন্তকাষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা যে সকল ফল কথনীয় হইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধী প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত না করিয়া কেবল কামিক (পর্য্যাপ্ত ইষ্ট ফল সকল) বলিব। ১। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাষ্ঠের বা পত্রসমন্বিত, যুগ্মপর্ব্ব, পাটিত, ঊর্দ্ধশুষ্ক, ত্বক্-বিহীন দন্তকাষ্ঠ সকল দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ২। বৈকঙ্কত, শ্রীফল ও কাশ্মরী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে ব্রহ্ম-

সম্বন্ধিনী দ্যুতি হয়; ক্ষেমতর বৃক্ষে উত্তমা ভার্য্যাপ্রাপ্তি; বটবৃক্ষজাত-দন্তকাষ্ঠে বৃদ্ধি; অর্কবৃক্ষে প্রচুর তেজোবৃদ্ধি, মধুকে পুত্রলাভ এবং ককুভবৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠিকাতে প্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৩। শিরীষ ও করঞ্জে দন্তকাষ্ঠ হইলে লক্ষ্মী; প্লক্ষে সম্যক্‌রূপে অভীপ্সিত অর্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং জাতিবৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে মনুষ্যের মান্যত্ব প্রাপ্তি হয় আর অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রাধান্য লাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪। বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে আরোগ্য ও আয়ুঃ, বিল্ব ও খদির বৃক্ষে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং অতিমুক্তকে চেষ্টিতদ্রব্য সকল লাভ হইয়া থাকে; আর কদম্ব বৃক্ষেও সেই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫। নিম্বে দন্তকাষ্ঠ হইলে অর্থপ্রাপ্তি, করবীরে অন্নলাভ এবং ভাণ্ডীর বৃক্ষে এই সমস্ত প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। শমীতে হইলে শত্রুগণের অপহনন এবং শমী ও অর্জ্জুনে দ্বেষকারিগণের বিনাশ হইয়া থাকে। ৬। শাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষে এবং ভদ্রদারু ও আটরূষক বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে গৌরব প্রকাশ করে আর প্রিয়ঙ্গু, অপামার্গ, জম্বূ ও দাড়িম্ব বৃক্ষ দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রণীত হইলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়তাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭। উত্তরমুখ অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া যথেষ্ট জলপ্রধান কামনা-হৃদয়ে নিবেশপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া অনিন্দ্য দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। পরে তাহা প্রক্ষালন করিয়া শুচি প্রদেশে পরিত্যাগ করিবে। ৮। উক্ত দন্তকাষ্ঠ প্রশান্ত-দিক্‌স্থিত, অভিমুখ-পতিত হইলে শুভকর ও ঊর্দ্ধে সংস্থিত হইলে অতিশুভকর হয়। ইহার অন্যথা হইলে অশুভকর বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐরূপ স্থিত বা পতিত হইলে মৃষ্ট অন্ন প্রদান করে। ৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

---

# ষড়শীতিতম অধ্যায়।

## শাকুন—মিশ্রফলাধ্যায়।

শুক্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠল ও গরুড়ের মতে ঋষভ যাহা ভাগুরি ও দেবলের নিকট বলিয়াছেন; ভরদ্বাজের মত দর্শন করিয়া মহারাজাধিরাজ আবন্তিক নৃপ শ্রীদ্রব্যবর্দ্ধন যাহা বলিয়াছেন এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত বিরচিত সপ্তর্ষিগণের মত গর্গ প্রভৃতি বহু যাত্রাকারগণ কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দর্শন করিয়া বরাহমিহির শিষ্যগণের প্রীতি-সম্পাদনার্থ উত্তম জ্ঞানযুক্ত সর্ব্বশাকুন-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১—৪। পুরুষগণের জন্মান্তরকৃত যে শুভাশুভ কর্ম্ম, গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি সেই কর্ম্মের পাক প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহাই শাকুন। ৫। গ্রাম্য, অরণ্যচর, জলচর, ভূচর, ব্যোমচর, দিবাচর, নিশাচর ও উভচর শাকুনগণের রব, গতি, দৃষ্টি ও উক্তিতে স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব সকল গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ৬। পৃথক্‌জাতি এবং অনবস্থান হেতু শাকুনের মধ্যে কে পুরুষ, কে স্ত্রী বা কে নপুংসক, ইহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহাতে সামান্য লক্ষণ উদ্দেশ করিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই শ্লোকদ্বয় রচিত হইয়াছে;—"যে শকুন পীন (স্থূল), উন্নত এবং উন্ধৃত-স্কন্ধদেশসম্পন্ন, বিশালগ্রীব, সুবক্ষাঃ, ঈষদ্‌গম্ভীর-স্বরসম্পন্ন ও স্থির-বিক্রম; তাহারা পুরুষ। বক্ষঃ, মস্তক এবং গ্রীবা কৃশ; মুখ, পদ ও বিক্রম সূক্ষ্ম; বাক্য সকল প্রসক্ত ও মৃদু হইলে শকুনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং ইহার অন্যথা হইলে উহা নপুংসক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে"। ৭—৯। কোন্ শকুন গ্রাম্য, কোন্ শকুন আরণ্য, তাহা লোকব্যবহারে জ্ঞাপিত হইবে। আমি সংক্ষেপকর্ত্তা, কাজেই যাত্রা-মাত্র-প্রয়োজনের বিষয় বলিব। ১০। পথে আত্মাকে, সৈন্যে নৃপকে, পুরে দেবতাকে এবং বাণিজ্যে প্রধান সাম্য উদ্দেশ করিয়া জাতি, বিদ্যা ও বয়ঃসম্বন্ধে আধিক্য লাভ হয়। ১১। সূর্য্যকর্ত্তৃক মুক্ত, প্রাপ্ত ও এষ্য দিকক্ সল

যথাক্রমে অঙ্গারিণী, দীপ্তা ও ধূমিতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন দিক্ সকল শান্তা নামে অভিহিত, ইহার ফলও ঐরূপ *। ১২। তাহার পঞ্চম দিক্ সকলের শুভাশুভ ফল সকল সর্ব্বকালেই তুল্যত্ব প্রদান করে। আর অবশিষ্ট দিগ্ দ্বয়ের আসন্ন শুভাশুভ ফল কথনীয়। ১৩। আর আসন্ন নিয়স্থ দ্বারা শীঘ্র এবং উন্নত দূরগত দ্বারা বিলম্ব সকল স্থান বৃদ্ধি ও উপঘাত হেতু সেইরূপ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৪। ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, বায়ু এবং সূর্য্য দ্বারা যথোত্তরে দৈবদীপ্ত নামে উক্ত হয়। গতি, স্থান, ভাব, স্বর ও বিচেষ্টিত দ্বারা যথাক্রমে ক্রিয়াদীপ্ত হয়। উক্ত দশ প্রকারে তৃণফলাশন শকুন সৌম্য ও প্রশান্ত। মাংসামেধ্যাশন শকুন রৌদ্র এবং অন্নাশন শকুন বিমিশ্র নামে খ্যাত হয়। ১৫।১৬। হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, মঙ্গল্যদ্রব্য বা মনোজ্ঞস্থান-সংস্থিত হইলে বা মধু, রস, ক্ষীর, ফল, পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষে অবস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠ হয়। ১৭। দিবা ও নিশাচরগণ স্বকালে গিরি-তোয় স্থিত হইলে, বলবান্ হয়। ইহাদিগের মধ্যে ক্লীব, স্ত্রী ও পুরুষ যথাক্রমে বলীয়ান্ হইয়া থাকে। ১৮। জব (গতি), জাতি, বল, স্থান, হর্ষ, সত্ত্ব ও স্বরান্বিত হইলে বা স্বস্থানে অনুলোমগত হইলে বল-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। ১৯। কুক্কুট, হস্তী, পিরিলী, শিখী, বঞ্জুল, ছিক্কর, সিংহনাদ ও কটপুরী শকুন সকল পূর্ব্বদিকে বলবান্। ২০। ক্রোষ্টু (শৃগাল) উলূক, হারীত (শুক), কাক, কোক, ঋক্ষ, পিঙ্গল, কপোত, রুদিত, ঈষৎক্রন্দিত ও ক্রূরশব্দ দক্ষিণদিকে বলবান্ হয়। ২১। পশ্চিমে গো, শশ, ক্রৌঞ্চ, লোমশ, হংস, কুরর, কপিঞ্জল, বিড়াল, উৎসব, বাদিত্র, গীত ও হাস্য; ইহারা বলবান্ এবং উত্তরদিকে শতপত্র, কুরঙ্গ, আখু, মৃগ, একশফ, কোকিল, চাষ, শল্লক, পুণ্যাহ, শঙ্খ ও ঘণ্টা রব হইলে বলবান্ হইয়া থাকে। ২২।২৩। গ্রাম্য-শকুন অরণ্য-গত ও আরণ্য-শকুন গ্রামসংস্থিত হইলে তাহা অগ্রাহ্য এবং রাত্রিতে দিবাচর ও দিবাভাগে রাত্রিঞ্চর শকুন গ্রাহ্য হয় না। ২৪। দ্বন্দ্ব,

* ৫৩ অধ্যায় ১০৬ শ্লোক বা ১৬১ পত্রে নোট দেখ।

রোগপীড়িত, ত্রস্ত, কলহ ও আমিষাভিলাষী, নদী হইতে অন্তরিত ও মত্ত শকুনসমূহ কখন গ্রাহ্য নহে। ২৫। রোহিত, অজ, বালেয়, কুরঙ্গ, উষ্ট্র, মৃগ ও শশক শিশিরকালে অগ্রাহ্য এবং বসন্তে কাক ও কোকিল নিষ্ফল বলিয়া খ্যাত। ২৬। ভাদ্রপদমাসে শূকর, কুক্কুর, বৃক প্রভৃতি, শরৎকালে অজাদ, গো ও ক্রৌঞ্চ এবং শ্রাবণ মাসে হস্তী ও চাতক গ্রাহ্য নহে। ২৭। হেমন্তে ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, বানর, দ্বীপি, মহিষ, সর্প, বালক ও সমস্ত বিকৃত মনুষ্যগণ নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞেয়। ২৮। পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণের ত্রিভাগ মধ্যে প্রদক্ষিণক্রমে কোশাধ্যক্ষ, অনলাজীবী ও তপোযুক্ত ব্যবস্থিত আছেন। ২৯। দক্ষিণ ও অগ্নিকোণের মধ্যে, ত্রিভাগে শিল্পী, ভিক্ষু ও বিবস্ত্রা স্ত্রী এবং তাহার পর দিকে মাতঙ্গ, গোপ ও ধর্ম্মসমাশ্রয় (ধার্ম্মিকগণ) অবস্থান করেন। ৩০। পশ্চিম ও নৈঋর্তদিকের মধ্যে প্রমদা, সূতি ও তস্করগণ এবং বায়ব্যকোণে ও পশ্চিম মধ্যে শৌণ্ডিক, শাকুনিক ও হিংস্র সকল অবস্থান করে। ৩১। তৎপর দিকে বিষঘাতক, গো-স্বামী, কুহকজ্ঞগণ এবং তৎপরবর্ত্তী দিকে ধনবান্, ঈক্ষণিক (দৈবজ্ঞ) ও মালাকার অবস্থিত। বৈষ্ণব, চরক এবং অশ্বরক্ষকগণ তৎপরদিকে অবস্থান করেন। এইরূপে পূর্ব্বদিক্ প্রভৃতির সহিত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ভেদ উদিত হয়। ৩২।৩৩। রাজপুত্র, নেতা, দূত, শ্রেষ্ঠী, চর, দ্বিজ ও গজাধ্যক্ষ সকল অষ্টদিকে এবং প্রদক্ষিণক্রমে ক্ষত্রিয়াদিগণ পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ৩৪। গমনশীল অথবা অবস্থানকারীর যেদিকে অবস্থিত হইয়া শকুন শব্দ করে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দিক্‌চক্রজাত বস্তুর সহিত সমাগম কথিত হইয়া থাকে। ৩৫। ভিন্ন, ভৈরব, দীন, আর্ত্ত, পরুষ, ক্ষাম ও জর্জ্জর স্বর ইষ্টকর নহে; কিন্তু শান্ত বা হৃষ্ট-প্রকৃতি পূরিত হইলে শুভকর হয়। ৩৬। বামদিক্ হইতে শিবা, শ্যামা, রলা, ছুচ্ছু, পিঙ্গল, গৃহগোধিকা, শূকরী ও কোকিলগণ পুন্নামক (পুরুষ নামক); ইহারা বামদিকে শুভ এবং ভাস, ভষক, কপি, শ্রীকর্ণ, ছিক্কর, শিখী, শ্রীকণ্ঠ, পিপ্পীক, রুরু ও শ্যেনগণ স্ত্রী-সংজ্ঞক; ইহারা দক্ষিণে শুভ। ৩৭।৩৮। ক্ষেড়, আস্ফোটিত, পুণ্যাহ, গীত, শঙ্খ বা জলের

শব্দ, তূর্য্যনাদ ও অধ্যয়নশব্দও পুরুষশকুন ; অন্য শব্দ সকল স্ত্রীবৎ ; ইহারা স্বীয়দিকে হইলে শুভকর হয়। ৩৯। মধ্যম, ষড়্জ ও গান্ধার-রূপ গ্রামত্রয় অতীব শুভকর এবং ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধার এবং ঋষভ স্বর হিতকর হয়। ৪০। ভারদ্বাজ, অজ এবং ময়ূরগণ-শব্দ, কীর্ত্তন বা দৃষ্টি অগ্রভাগে ধন্য এবং নকুল, চাষপক্ষী ও সরট সম্মুখে পাপপ্রদ হয়। ৪১। জাহক, অহি, শশ, ক্রোড় ও গোধাগণের কীর্ত্তন সম্মুখে শুভকর ; কিন্তু রোদন ও সন্দর্শন ইষ্টকর নহে ; বানর ও ঋক্ষের ফল ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। ৪২। ভৃগু বলেন, অপরাহ্নে মৃগ, নকুল এবং অণ্ডজ শকুনগণ—অযুগ্ম হইয়া প্রদক্ষিণভাবে অবস্থিত হইলে, কল্যাণকর এবং নকুল সহিত চাষপক্ষী বামদিকে শুভফলপ্রদ হয়। ৪৩। দিবসে দক্ষিণভাগে ছিক্কর, কূটপূরী ও পিরিলী এবং সর্ব্বকালে দক্ষিণভাগে সর্প ও দংষ্ট্রিগণ মঙ্গলকর হয়। ৪৪। পূর্ব্বে অশ্ব ও চিনি, দক্ষিণে শব ও মাংস, পশ্চিমে কন্যা ও দধি এবং উত্তর-দিকে গো, বিপ্র ও সাধুগণ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। ৪৫। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে জাল, কুক্কুর-চরণ, শস্ত্র ও ঘাতক ; পশ্চিমে আসব ও ষণ্ড এবং উত্তরদিকে খল, আসন ও হল ইষ্টফলপ্রদ নহে। ৪৬। কর্ম্ম, সঙ্গম ও যুদ্ধে প্রবেশকালে এবং নষ্ট-দ্রব্যের অন্বেষণে যাত্রোক্ত বিধি বিপর্য্যস্ত হইলে শুভপ্রদ অর্থাৎ যাত্রাতে যে সকল বিষয় শুভ বা অশুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহা এই স্থলে যথাক্রমে অশুভ ও শুভ হইবে। তন্মধ্যে যাহা বিশেষ, তাহা কথিত হইতেছে। ৪৭। কুরঙ্গ, রুরু ও বানরগণ যাত্রাবিধানবৎ হইলে, এ স্থলে দিবাভাগে শুভ। আর পূর্ব্বাহ্নে চাষপক্ষী, বঞ্জুল ও কুক্কুট সকল প্রস্থানবৎ (যাত্রাতুল্য) গ্রাহ্য হইবে। ৪৮। শর্ব্বরীর শেষভাগে নপ্তৃক, উলূক ও পিঙ্গল সকল শুভ বলিয়া গ্রাহ্য ; কিন্তু যোষিদ্গণের পক্ষে সকলই বিপর্য্যস্তভাবে গ্রাহ্য হয়। ৪৯। নৃপসন্দর্শনে বা গৃহ-প্রবেশেও শাকুন সকল প্রয়াণবৎ গ্রাহ্য হয়। আর গিরি বা অরণ্য প্রবেশে এবং নদীর অবগাহনেও উহা প্রয়াণবৎ গ্রাহ্য হইবে। ৫০। ক্রিয়াদীপ্ত শাকুন, দুইটী বাম ও দক্ষিণগত হইলে কল্যাণকর হয়, সেই দুইটীই অগ্র ও

পৃষ্ঠগত হইলে পরিঘসংজ্ঞিত হইয়া থাকে, তাহা যাত্রাকারীর বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ৫১। কিন্তু সেই দুইটী শকুন যদি যথাভাগে অবস্থিত হইয়া প্রশান্তভাবে রব ও চেষ্টা করে, তবে শকুনদ্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা অর্থসিদ্ধিকর হয়। ৫২। কেহ কেহ বলেন, একজাতীয়, শান্তচেষ্ট ও শব্দরহিত শকুনদ্বার উভয় পার্শ্বস্থ হইলে শুভ। ৫৩। যদি একটী বিসর্জ্জন করে ও অপরটী তাহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে সেই শকুন বিরোধনামক, তাহা গমনকারীর বলবত্তর অশুভকর বলিয়া গ্রাহ্য হয়। ৫৪। শকুন পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া পরে প্রস্থান করিলে, সুখে সিদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু প্রবেশে (গৃহপ্রবেশাদি) তাহার বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। ৫৫। যে শকুন পূর্ব্বে পরিত্যাগ করে, সেই-ই যদি পশ্চাৎ রোধ করে, তাহা হইলে গমনকারীর শত্রুর মৃত্যু অথবা (ডমর) বিপ্লব ও রোগের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫৬। দীপ্তদিকে বামদিক্‌স্থিত শকুন সকল ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আরম্ভেই শকুন দীপ্ত হইলে বর্ষান্ত পর্য্যন্ত তাহা ভয়ঙ্কর হয়। ৫৭। তিথি, বায়ু, সূর্য্য, নক্ষত্র, স্থান ও চেষ্টা দ্বারা দীপ্ত-শকুন যথাক্রমে ধন, সৈন্য, বল, অঙ্গ, ইষ্ট ও কর্ম্ম সকলের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর হয়। ৫৮। শাকুন যদি জীমূতের ধ্বনি দ্বারা দীপ্ত হয়, তবে বায়ু হইতে ভয় হইয়া থাকে এবং উভয় সন্ধ্যায় উহারা দীপ্ত হইলে শস্ত্রজাত ভয় হয়। ৫৯। উহারা চিতা বা কেশকলাপে স্থিত হইলে মৃত্যু, বন্ধন ও বধ প্রদান করে এবং কণ্টকী, কাষ্ঠ বা ভস্মস্থিত হইলে কলহ, আয়াস ও দুঃখ প্রদান করে। ৬০। পূর্ব্বোক্ত দীপ্ত-শকুন সকল সারহীন বা পাষাণস্থিত হইলে অপ্রসিদ্ধ-ভয় হয়; কিন্তু শান্ত শকুন উক্ত ফল সকলকে যাপ্য করে। ৬১। শব্দকারী ও আহারকারী শকুন যথাক্রমে অসিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জ্ঞেয়। যদি শব্দ করিতে করিতে স্বস্থান হইতে গমন করে, তবে যাত্রা প্রকাশ করে এবং ইহার অন্যথা হইলে আগমন বলিয়া স্থির করা যায়। ৬২। স্বরদীপ্ত শকুন কলহসূচক, স্থান-দীপ্ত বিগ্রহসূচক এবং প্রথমে উচ্চ স্বর করিয়া পরে নীচ স্বর করিলে মোষণকারী

হয়। ৬৩। শকুন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক স্থানে দীপ্ত হইয়া শব্দায়মান হইলে গ্রামঘাতকারী এবং দীপ্ত হইয়া এক স্থানে দুই বৎসর, ছয় মাস বা এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত রব করিলে, যথাক্রমে পুর, দেশ ও নরেন্দ্রগণের বিঘাতকারী হয়। ৬৪। সর্প, মূষক, মার্জ্জার ও মৎস্য ভিন্ন যাবতীয় শকুনই স্বজাতি-মাংস ভক্ষণকারী হইলে দুর্ভিক্ষকর হয়। ৬৫। ভিন্নযোনিতে মনুষ্যের রতিক্রিয়া বা বেসরের (খচ্চর) উৎপত্তিসূচক মৈথুন ব্যতীত অন্য শকুনগণ অন্য জাতিকে মৈথুন করিলে দেশনাশ হয়। ৬৬। পাদ, উরু ও মস্তককে অতিক্রমণপূর্ব্বক গত হইলে, বন্ধন, ঘাত ও ভয় দান করে এবং জল, শষ্প, পিশিত ও অন্নভক্ষক শকুনগণ ঐরূপ করিলে, বর্ষ, মোষণ, ক্ষত ও গ্রহ হইয়া থাকে। ৬৭। উক্ত কার্য্য দীপ্তাদিকে হইলে যথাক্রমে ক্রূর, উগ্র এবং দোষদুষ্ট; ধূমিতাতে প্রধান, নৃপ ও বৃত্তক: শান্তাদিকে হইলে চিরকালকর্ত্তৃক এবং অঙ্গারিণীতে হইলে সকলের সহিত তত্রস্থ মনুষ্যগণের আগমনসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৮। শকুন দ্রব্য-সমন্বিত এবং বলবান্ হইলে দ্রব্য-সমন্বিত-আগম হইয়া থাকে; দ্যুতিমান্ বিনতপ্রেক্ষী (বিনত হইয়া দর্শনকারী) বা সৌম্য হইলে দারুণব্যাপারে ভয় হয়। ৬৯। বিদিক্‌স্থিত দীপ্ত-শকুন বামপার্শ্বস্থ হইয়া অনুবাশিত (শব্দিত) হইলে সেই দিক্‌স্থ খ্যাত যোনি হইতে স্ত্রীর সংগ্রহণ প্রকাশ করে। ৭০। কোন শান্ত-শকুন যে দিকে থাকিবে, সে যদি সেই দিকের পঞ্চমস্থ শান্তাদিকে দীপ্ত-শকুন কর্ত্তৃক শব্দিত হয়, তবে বিজয়াবহ হয়; তাহার ব্যতিক্রমে দিগ্ নরাগমকারী কিংবা দোষকারী হয়। ৭১। বাম এবং সব্যভাগে রুতের মধ্যে স্বীয় ও পরকীয় ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহারা সকলে সমস্বরকারী হইলে, মরণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৭২। বৃক্ষের অগ্র, মধ্য এবং মূলে শকুন থাকিলে, গজ, অশ্ব ও রথিকগণের আগম এবং দীর্ঘাব্জ ও মুষিত দ্রব্যের অগ্রে স্থিত শকুনে মনুষ্য, নৌকা ও শিবিকার আগম হইয়া থাকে। ৭৩। পূর্ব্বাদি দিকে বা বিদিকে শকট দ্বারা উন্নত স্থানস্থ বা ছায়াস্থ হইলে এক, তিন, পাঁচ ও সপ্তাহ মধ্যে ছত্র-সংযুত ব্যক্তির আগমন হয়। ৭৪।

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন, চন্দ্র এবং শঙ্কর পূর্ব্বাদি দিক্ সকলের অধিপতি। তন্মধ্যে দিক্ সকল পুরুষ ও বিদিক্ সকল স্ত্রী। অষ্টদিক্‌কে দ্বাত্রিংশদ্‌ভেদে বিভিন্ন করত তরু, তালী, বিদল, অম্বর, সলিলজ, শর, চর্ম্ম ও পট্টলেখা; ব্যায়াম, শিখী, নিকূজিত, কলহ, অন্তঃ, নিগড়, মন্ত্র ও গো শব্দ; রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেতবর্ণ ও কোণে মিশ্র বর্ণ রচনা এবং ধ্বজ, দগ্ধ, শ্মশান, দরী, জল, পর্ব্বত, যজ্ঞ ও রোষ এই চিহ্ন সকল যথাক্রমে রাখিবে। পরে তদ্দ্বারা ইহাতে সংযোগভয় বা অন্য স্থান বিকল্পিত ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৭৫—৭৮। আর যথাক্রমে দীর্ঘাঙ্গী, কুমারী, বিকৃতাঙ্গা, বিগন্ধা, নীলবস্ত্রা, বিধবা, কুস্ত্রী এবং দীর্ঘা বিন্যাস করিবে। ইহারা সংযোগ-চিন্তা-পরিবেদিকা হয়। ৭৯। তৎপরে ঐ দিক্‌চক্রে যথাক্রমে রূপবান্, কনক, আতুর বা ভামিনীগণের অথবা মেষ, আবি, মান, যজ্ঞ গোসমূহ অথবা ন্যগ্রোধ, রক্ততরু, লোধ্রক, কীচক, চূতবৃক্ষ খদির, বিল্ব, নাগ এবং অর্জ্জুন বৃক্ষগণ বিন্যাস পূর্ব্বক ফলাফল নিরূপণ করিবে। ৮০।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

---

# সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

—:০০:—

## শাকুন।—অন্তরচক্র।

শান্তা পূর্ব্বদিকে শকুনি কূজন করিলে নৃপসংশ্রিতাগম (নৃপসংশ্রয়প্রাপ্তি), পূজালাভ ও মণি-রত্ন-দ্রব্য-সংপ্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ১। তৎপরবর্ত্তী দিকে (দক্ষিণ দিকে) শকুনি কূজন করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার তৃতীয় ভাগে আয়ুধ, ধন ও পূগফল প্রাপ্তি হয়। ২। চতুর্থ ভাগে শকুনি কূজন করিলে স্নিগ্ধদ্বিজ (স্নিগ্ধমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ) এবং আহিতাগ্নির (সাগ্নিক) সন্দর্শন হইয়া থাকে। কোণে কূজন হইলে অম্বুজীবী ও ভিক্ষুর দর্শন এবং

কনক ও লৌহ লাভ হইয়া থাকে। ৩। প্রথমে দক্ষিণ দিকে নৃপ-পুত্র-দর্শন, অভিমত-প্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী দিকে স্ত্রী ও ধর্ম্মপ্রাপ্তি এবং সর্ষপ ও যবলাভ হয় উক্ত হইয়াছে। ৪। কোণের চতুর্থ খণ্ডে শকুনিশব্দে পূর্ব্বনষ্ট দ্রব্যের লাভ এবং যাত্রাকালে গন্তা যে-সে ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫। শকুনি-বিরাব সম-দক্ষিণে হইলে যাত্রাসিদ্ধি এবং শিখী, মহিষ ও কক্কুট লাভ হয়। দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় ভাগে ঐরূপ হইলে চারণসঙ্গ, শুভলাভ ও প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। ৬। ঊর্দ্ধে হইলে সিদ্ধি, কৈবর্ত্ত-সঙ্গম ও মীন তিত্তির প্রভৃতির লাভ হয়। তৎপরে হইলে প্রব্রাজিত-দর্শন ও পক্কান্ন বা ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭। শকুনিশব্দ নৈঋর্ত কোণে হইলে স্ত্রীলাভ এবং অশ্ব-অলঙ্কার, দূত ও লেখা প্রাপ্তি হয়। ইহার পরে চর্ম্ম, চর্ম্ম-শিল্পীর দর্শন ও চর্ম্মময় দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে। নৈঋর্তের তৃতীয়াংশে শকুনি-ধ্বনি শ্রুত হইলে বানর, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিদর্শন এবং উক্ত কোণের চতুর্থাংশে হইলে ফল, কুসুম ও দন্তঘটিতের আগম হয়। ৯। পশ্চিম দিকে ঘটিলে সমুদ্রজাত রত্ন, বৈদূর্য্য ও মণিময় দ্রব্য প্রাপ্তি হয়। ইহার পরবর্ত্তী দিকে শবর, ব্যাধ ও চৌরের সঙ্গ এবং মাংস লাভ হইয়া থাকে। ১০। তৎপরবর্ত্তী দিকে হইলে বাতরোগিগণের দর্শন ও চন্দন অগুরু প্রাপ্তি হয়। অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে হইলে আয়ুধ, পুস্তক বা তদ্ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। ১১। বায়ব্য কোণে শকুনি-বিরাবে ফেনক, চামর ও ঔর্ণিক লাভ এবং কায়স্থ-সমাগম হয় আর ইহার অন্যদিকে হইলে বৈতালিক, ডিণ্ডি, ভাণ্ড ও মৃন্ময় দ্রব্য সকলের লাভ হইয়া থাকে। ১২। বায়ব্যের তৃতীয় ভাগে শকুনিধ্বনি হইলে মিত্রসমাগম ও ধনপ্রাপ্তি আর তদনন্তরবর্ত্তী দিকে বস্ত্র ও অশ্ব প্রাপ্তি এবং শ্রেষ্ঠ-ইষ্ট সুহৃদ্গণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। ১৩। শকুনি-ধ্বনি উত্তর দিকে হইলে দধি, তণ্ডুল ও লাজ লাভ এবং বিপ্রসন্দর্শন হয়। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে হইলে অর্থলাভ ও বণিকের সহিত সমাগম হয়। ১৪। তৎপরবর্ত্তী দিকে হইলে বেশ্যা, ব্রাহ্মণ ও দাসের সহিত সমাগম এবং শুষ্ক পুষ্প ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার পরবর্ত্তী দিকে

চিত্রকরের দর্শন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে। ১৫। ঈশান কোণে হইলে দেবলদিগের সহিত মিলন, ধান্য, রত্ন, পশু ও লাভ হয় এবং পূর্ব্বের প্রথম ভাগে হইলে বস্ত্রলাভ ও বন্ধকী (বেশ্যা) সমাগম হইয়া থাকে। ১৬। ইহার পরবর্ত্তী ভাগে শকুনিশব্দ শ্রুত হইলে রজকের সহিত সমাযোগ ও জলজ দ্রব্য সমাগম এবং তৎপরস্থিত ভাগে হস্তী-উপজীবী, সমাজ, ধন ও হস্তী লাভ হয়। ১৭। দিক্‌চক্র এই দ্বাত্রিংশৎ ভাগে বিভক্ত; ইহা বাস্তবন্ধনেও উক্ত হইয়াছে। এই দিক্‌চক্রের অর ও নাভিস্থ অন্তঃফল সকল ৯ নব প্রকার বিকল্পনা করা যায় । ১৮। নাভিস্থিত হইলে বন্ধু ও সুহৃদ্-সমাগম এবং ও উত্তম তুষ্টি লাভ হয়। পূর্ব্বদিক্‌স্থ যে অর, তাহাতে হইলে রক্ত পট্টবস্ত্র সমাগম ও নৃপতিসংযোগ হয়। ১৯। আগ্নেয় কোণে কৌলিক, সূত্রধর, পরিচারক, অশ্ব ও সূতদিগের সংযোগ বা তৎকৃতদ্রব্য সকলের লাভ অথবা অশ্বলাভ হয়। ২০। তাহার নেমীভাগ ও নাভীভাগ বোধ করিলে যে অর (পাখী) দক্ষিণে স্থিত হয়, তাহাতে ধার্ম্মিকজন-সংযোগ ও ধর্ম্ম লাভ হয় । ২১। নৈঋর্তদিকে ধেনুক্রীড়ক ও কাপালিক-সমাগম এবং ইহাতে বৃষভলাভ ও কুলত্থ প্রভৃতি অশনদ্রব্যের প্রাপ্তি সমুদিষ্ট হইয়াছে। ২২। পশ্চিমদিকে যে অর, তাহাতে কুসীদলগণের সহিত আসক্তি হয় এবং সমুদ্রোৎপন্ন দ্রব্য, সুসার কাচ, ফল ও মদ্যলাভ হয়। ২৩। বায়ুদিক্-সংস্থিত হইলে ভারবহ, ভক্ষ্য ও ভিক্ষুকদিগের সন্দর্শন এবং নাগ ও পুন্নাগ কুসুম সমন্বিত তিলক-কুসুম লাভ হয়। ২৪। শান্তা-উত্তরদিকে অবস্থিত শকুন বিত্তলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং পীতবস্ত্র ও ভাগবত (ভগবদ্ভক্ত) সমাগম প্রকাশ করিয়া থাকে। ২৫। ঈশান-কোণে হইলে ব্রতযুক্তা বনিতা দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় এবং কৃষ্ণ-লৌহ, বস্ত্র ও ঘণ্টা লাভ পরিজ্ঞেয় হয়। ২৬। দক্ষিণের অষ্টাংশে ও পশ্চিমের দ্বি,ষট্, ত্রি,সপ্ত বা অষ্টমে হইলে যাত্রা মধ্যফলদাত্রী। উত্তরে দ্বিতীয়ভাগে ও শেষ সকলে যাত্রা অতি শুভফলপ্রদা হয়। ২৭। নাভির অভ্যন্তরে ষট্ সংখ্যক অরভাগে যাত্রা শুভফলপ্রদা হয়।

বায়ব্য ও নৈর্ঋত এই উভয় দিকেই যাত্রা ক্লেশাবহা হইয়া থাকে। ২৮। শান্তাদিকের এই ফল সকল কথিত হইল; এক্ষণে দীপ্তাদিকের বিষয়ে বলিব। পূর্ব্বদিক্ দীপ্তা হইলে রাজা হইতে ভয় এবং শত্রুগণের সমাগম হয়। ২৯। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে স্বর্ণনাশ ও স্বর্ণকারগণের ভয় হয়। তৃতীয় ভাগে হইলে অর্থক্ষয়, কলহ ও শস্ত্রকোপ হইয়া থাকে। তাহার চতুর্থ ভাগে হইলে অগ্নিভয় আর আগ্নেয়কোণে চৌর হইতে ভয় এবং উক্তকোণের দ্বিতীয় ভাগে ধনক্ষয় ও নৃপসুতবিনাশ হইয়া থাকে। ৩১। তৃতীয়ভাগে প্রমদাগণের গর্ভবিনাশ এবং চতুর্থভাগে হিরণ্ময় ও কারুকার্য্যের প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস আর শস্ত্রকোপ হইয়া থাকে। ৩২। অনন্তর পঞ্চমভাগে হইলে নৃপ হইতে ভয় ও মারীমৃত দর্শন হইবে বলিতে পারা যায় এবং ষষ্ঠভাগে ডোম্ব ও গন্ধর্ব্বগণের ভয় জানা যায়। ৩৩। পূর্ব্বদিকের সপ্তমভাগ দীপ্ত হইলে ধীবর ও শাকুনিকগণের ভয় হয় এবং তৎপরবর্ত্তী দিকে ভোজনবিঘাত ও মূর্খভয় উক্ত হইয়া থাকে। ৩৪। নৈর্ঋতভাগে কলহ, রক্তস্রাব ও শস্ত্রকোপ এবং পশ্চিমাদিতে চর্ম্মকারের চর্ম্মকৃত ভয় বিনষ্ট হয়। ৩৫। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে পরিব্রাট্ ও শ্রমণভয়; তৎপরবর্ত্তী দিকে অনশন ভয়; পশ্চিমদিকে বৃষ্টিভয় এবং তাহার পরদিকে কুক্কুর ও তস্করগণের ভয় হইয়া থাকে। ৩৬। তৎপরবর্ত্তী দিকে বায়ুগ্রস্তগণের বিনাশ ও তাহার পরস্থিত দিকে শস্ত্র, পুস্তক ও দৃত সকলের বিনাশ হয় এবং বায়ুকোণে পুস্তকনাশ ও তদনন্তরস্থিত দিকে বিষ, চৌর এবং বায়ুজনিত ভয় উৎপন্ন হয়। ৩৭। তৎপরবর্ত্তী দিকে বিত্তবিনাশ ও মিত্রগণ সহ বিগ্রহ হয় জানিতে হইবে এবং তাহার পর আসন্নস্থিত দিকে অশ্ববধ ও পুরোহিতের ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩৮। উত্তরদিকে গোহরণ ও শস্ত্রপ্রহার হয়, তৎপরবর্ত্তী দিকে বাণিজ্যঘাত ও ধননাশ এবং তৎপরে আসন্ন দিকে ব্রাত্য ( সংস্কারহীন ) ব্রাহ্মণ, দাস ও গণিকাগণের কুক্কুর হইতে ভয় হইয়া থাকে। ৩৯। ঈশানকোণের আসন্ন দিকে চিত্র, অম্বর ও চিত্রকৃত ভয় হয় এবং ঐশানকোণে অগ্নিভয় ও উত্তমাস্ত্রীগণের দূষণ হয়, কথিত আছে।

৪০। উক্ত দিকের পর আসন্ন দিকে দুঃখোৎপত্তি ও স্ত্রীর বিনাশ হয়। তৎপরবর্ত্তী দিকে রজক ও কাঞ্চিকগণের ভয় হয় জানিতে হইবে। ৪১। মণ্ডল-সমাপ্তিতে হস্তী-আরোহণ-ভয় ও হস্তীদের বিনাশ হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ব-অভ্যন্তর দীপ্ত হইলে নিশ্চিত পত্নীমরণ হইয়া থাকে। ৪২। আগ্নেয়দিকে অভ্যন্তর দীপ্ত হইলে শস্ত্র ও অনলের কোপ, অশ্বের মরণ ও শিল্পিগণের ভয় হইয়া থাকে এবং দক্ষিণে ধর্ম্মবিনাশ ও পরবর্ত্তী দিকে অগ্নি-অবস্কন্দ ও উষ্ট্রবধ হইয়া থাকে। ৪৩। পশ্চিম-দিকে কর্ম্মিগণের ভয় ও পরবর্ত্তী বায়ুকোণে খর ও উষ্ট্র বধ এবং ইহাতে বিসূচিকা ও বিষ হইতে ভয় হয়। ৪৪। উত্তরদিক্ দীপ্ত হইলে অর্থ ও বিপ্রগণের পীড়া আর ঐশানকোণে চিত্তসন্তাপ হয়। সেই নাভিদেশে গ্রামস্থ গোপগণের পীড়া ও আত্মবধ হইয়া থাকে। ৪৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

---

# অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

## শাকুন—শকুনরুত।

শ্যামা, শ্যেন, শশঘ্ন, বঞ্জুল, শিখী, শ্রীকর্ণ, চক্রবাক, চাষ, ভণ্ডীরক, খঞ্জরীট, শুক, ধ্বাঙ্ক্ষ ত্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, কুলাল, কুক্কুট, খর, হারীত, গৃধ্র, কপি, ফেণ্ট, কুক্কুট, পূর্ণকূট ও চটক; এই শকুন সকল দিবাচর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ১। লোমাশিকা, পিঙ্গল, ছিপ্পিকা, বল্গুলি, উলূক এবং শশক; ইহারা সকলে রাত্রিকালে বিচরণ করে। শকুনগণ যদি স্বকাল অতিক্রম করিয়া বিচরণ করে, তবে দেশের বিনাশের কারণ হয় কিংবা তখন নৃপগণকে বিনাশ করে। ২। অশ্ব, নর, ভুজগ, উষ্ট্র, দ্বীপি, সিংহ, ঋক্ষ, গোধা, বৃক, নকুল, কুরঙ্গ, কুক্কুর, অজ, গো, ব্যাঘ্র, হংস, পৃষত মৃগ, শৃগাল,

শ্বাবিৎ, কোকিল, বিড়াল, সারস ও শূকর; ইহারা দিবারাত্র বিচরণ করে; অর্থাৎ ইহারা উভচর। ৩। ভষ, কূটপূরি, করবক ও করায়িকা; ইহারা পূর্ণকূট সংজ্ঞায় অভিহিত হয় এবং উলূক ও চেটী পিঙ্গলিকা, পেচিকা ও হক্কা নামে কথিত হয়। ৪। কপোতকী শ্যামা নামে ও বঞ্জুলক খদিরচঞ্চু নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং ছুচ্ছুন্দরী নৃপসুতা নামে ও গর্দ্দভ বালেয় বলিয়া কথিত হয়। ৫। তড়াগভেদী স্রোতকে একপুত্রক এবং কলহকারিকাকে রলা কহে; ইহা দ্বি-অঙ্গুল-পরিমিত-শরীরা এবং রাত্রে ভূমিতলে ভৃঙ্গারবৎ শব্দ করিয়া থাকে। ৬। প্রাচ্যগণের মতে দুর্ব্বলিক ভাণ্ডীক নামে অভিহিত হয়। ইহা দক্ষিণস্থ হইলে প্রশস্ত। ছিক্কার শব্দে মৃগজাতি এবং কৃকবাকু কুক্কুট জাতি বলিয়া কথিত হয়। ৭। গর্ত্তাকুক্কুটকের নাম কুলাল-কুক্কুট বলিয়া প্রথিত। গৃহগোধিকা-সংজ্ঞা দ্বারা কুড্যমৎস্যের উপলব্ধি হইবে। ৮। ক্রোড়, দিব্য ও ধন্বন, শূকরের নাম এবং উস্রা বলিলে, গোরু বুঝাইবে। কুক্কুর সারমেয় বলিয়া ও চটিকাজাতি শূকরিকা বলিয়া উক্ত হয়। ৯। এইরূপ দেশে দেশে প্রথিত নাম সকল শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হইতে উপলব্ধি করিয়া শকুনরুত-জ্ঞানার্থ সম্যক্‌রূপে চিন্তা করত শাস্ত্রে যোগ করা কর্ত্তব্য। ১০। বঞ্জুলকের দীপ্তরব 'তিত্তিড়'; কিন্তু 'কিল্কিলি' এই শব্দটী তাহাদিকের পূর্ণস্বর। শ্যেন, শুক, গৃধ্র ও কঙ্ক ইহাদের স্বর প্রকৃতির অন্যথা হইলে দীপ্ত হয়। ১১। কপোতের যান, আসন, শয্যা ও আবাস কিংবা পদ্মবিশন মনুষ্যগণের অশুভপ্রদ হয়;—জাতিবিভেদ হেতু কালের অন্যপ্রকারত্বও নির্দ্দেশ করা যায়। ১২। ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণ কপোতের বর্ষান্তরে, বিবিধবর্ণ চিত্র-কপোতের ষন্মাসান্তরে ও কুঙ্কুম-ধূম্রবর্ণ কপোতের ফলপাক সদ্যঃ হইয়া থাকে। ১৩। শ্যামার 'চিচিৎ' শব্দ পূর্ণ; 'শূলিশূল্‌' শব্দ ধন্য; 'চচ্চ' শব্দ দীপ্ত ও 'চিক্‌চিক্‌' শব্দ স্বকীয় প্রিয়যোগের কারণ হয়। ১৪। হারীতের 'গুগ্‌গু' শব্দ পূর্ণ ও অপর স্বর সকল প্রদীপ্ত হয় এবং ভারদ্বাজী পক্ষীর সর্ব্বপ্রকার স্বর-বৈচিত্র্যই শুভকর বলিয়া কথিত হয়। ১৫। করায়িকার 'কিষ্‌কিষি' শব্দ পূর্ণ ও

'কহকহ' শব্দ শুভকর এবং 'করকর' শব্দ কেবল কল্যাণের কারণ; কিন্তু অর্থসিদ্ধিকর নহে। ১৬। তাহার 'কোট্‌ক্লী' শব্দ ক্ষেমকর, 'কটুক্লি' শব্দ বৃষ্টির কারণ, 'কোটিকিলি' শব্দ অফল এবং 'গুংকৃত' শব্দ দীপ্ত হয়। ১৭। দিব্যকের দর্শন বামে প্রশস্ত হয়; কিন্তু উহা হস্তমত্রোন্নত হইলে কার্য্যসিদ্ধি জানিতে পারা যায় এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপে শরীর হইতে উন্নতস্থ হইলে সাগরান্ত পৃথিবী বশীভূত হয়। ১৮। ফণীর অভিমুখাগম যাত্রাকারীর শত্রুসঙ্গ, বন্ধন, বধ ও বিনাশ প্রকাশ করে, অথবা সেই ফণী বামভাগে সমুপস্থিত হইলে যাতায়াতে কুশল ও সিদ্ধিকর নহে। ১৯। অশ্ব, হস্তী ও উরগগণের মস্তকে পদ্ম থাকিলে শুভ ও শুচিশাদ্বলে (পবিত্র শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে) অবস্থিত খঞ্জনক পক্ষী রাজ্যপ্রদ ও কুশলকারী হয় এবং ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, তুষ, কেশ ও তৃণে অবস্থিত হইলে দুষ্ট হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। ২০। তিত্তিরি পক্ষীর 'কিশিকিঙ্কিসি' শান্ত স্বর, শস্তফল (কল্যাণপ্রদ) হয় এবং শশক রাত্রিকালে বামপার্শ্বগত হইয়া শব্দ করিলে কল্যাণকর বলিয়া কথিত হয়। ২১। কপির 'কিলিকিলি' শব্দ প্রদীপ্ত, ইহা গন্তার শুভফল জ্ঞাপন করে না; কিন্তু কুলাল-কুক্কুটের কপিসদৃশ অর্থাৎ দীপ্ত 'চুগ্ন' শব্দ শুভফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ২২। কৃমি, পতঙ্গ বা পিপীলিকাদি দ্বারা পূর্ণানন চাষপক্ষী যে মনুষ্যকে প্রদক্ষিণ করে, অথবা যদি আকাশে স্বস্তিক করে, তাহা হইলে সেই গমনেচ্ছু ব্যক্তির অচিরাৎ সুমহৎ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ২৩। যদি কাকের সহিত বিরোধ করিতে করিতে দক্ষিণভাগে গত চাষের পরাজয় হয়, তাহা হইলে তখন প্রয়াণকারী মনুষ্যের বধ প্রকাশ করে; তাহার বিপর্য্যয় হইলে জয় হইবে প্রদিষ্ট হইয়া থাকে। ২৪। যদি চাষপক্ষী বামপার্শ্বে পূর্ণকূটবৎ 'কেকা' শব্দ করে, তখন জয়প্রদ হয়; কিন্তু তাহার 'ক্রক্র' ধ্বনি দীপ্ত, উহা মঙ্গলপ্রদ হয় না; তবে তাহার দর্শন সর্ব্বদাই গন্তার শুভপ্রদ হয়। ২৫। অণ্ডীরক 'টি' এই শব্দ দ্বারা পূর্ণ এবং 'টিট্রিট্রি' শব্দ দ্বারা দীপ্ত বলিয়া উক্ত হয়। ফেণ্ট (শৃগাল) দক্ষিণভাগে

সংস্থিত হইলে শুভপ্রদ হয়; তাহার শব্দে কোন বিশেষ ফল লক্ষিত হয় না। ২৬। দক্ষিণে শ্রীকর্ণের 'ক্ক-ক-ক্ক' এই শব্দ শুভকর বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়, 'চিক্‌চিকি' শব্দ মধ্যফলী এবং উহা শেষে হইলে সমস্ত নিষ্ফল করিয়া থাকে। ২৭। বামদিক্ হইতে দুর্ব্বলির 'চিরিলু-ইরিলু' শব্দ ইষ্ট ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হয়; যদি বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহা হইলে অচিরে কার্য্যসিদ্ধি প্রদান করে। ২৮। দুর্ব্বলি 'চিক্‌চিকি' শব্দ করিয়া বামভাগ হইতে দক্ষিণভাগে গমন করিলে ক্ষেমকর হয়; কিন্তু অর্থসাধন করে না, ইহার বিপরীত গত হইলে বধ, বন্ধ ও ভয়ের কারণ হয়। ২৯। যে সারিকা দ্রুত 'ক্রুক্র' শব্দ বা 'ত্রেত্রে' শব্দ করিয়া থাকে, সে সারিকা অভয়া নামে খ্যাত। সেই অভয়া সারিকা গমনেচ্ছুগণের গাত্র হইতে অচিরাৎ রক্ত ক্ষরণ হইবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩০। বাম দিক্ হইতে 'চিরিলু-ইরিলু' এই কেটকের শব্দ শুভকর বলিয়া উক্ত হয় এবং অপর শব্দ প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩১। বামদিকে স্থিতিশীল স্বর গন্তার শ্রেষ্ঠ কামনা করিয়া থাকে; ওঙ্কার শব্দ দ্বারা গন্তার হিত হয়। ইহা ব্যতীত গর্দ্দভের যে কোন সর্ব্বাশ্রয় নিনাদ, তাহাকে দীপ্ত বলিয়া থাকে। ৩২। সেই কুরঙ্গ মৃগ আ-কার রব করিলে এবং পৃষত মৃগ ও-কার রব করিলে পূর্ণ ও এতদ্ব্যতীত তাহাদের যে সকল স্বর, তাহা প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হয়। পূর্ণ সকল শুফলপ্রদ ও প্রদীপ্ত সকল পাপফলপ্রদ হয়। ৩৩। তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া 'কুকু-কুকু' শব্দ করিয়া থাকে; রাত্রিকালে উক্ত শব্দ ত্যাগ করিয়া অপর শব্দ সকল করিলে ভয়প্রদ হয়; কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চন্দ্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাষ্ট্র, পুর ও পার্থিবের বৃদ্ধিপ্রদ হয়। ৩৪। ছিপ্পিকার রব নানা প্রকার। তন্মধ্যে তাহার 'কুলু কুলু' শব্দই শুভকর; কিন্তু অবশিষ্ট শব্দ শুভকর নহে। বিড়ালরব সকল কালেই গন্তার পক্ষে শুভকর নহে। গো জাতির ক্ষুত যাত্রাকারীর মরণ সূচনা করিয়া থাকে। ৩৫। উলূক প্রিয়াকে অভিলাষ করিয়া আনন্দ সহকারে 'হুং হুং গুগ্ লুক্' শব্দ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ণস্বর। 'গুরুলু' শব্দ ও 'কিস্কিসি' শব্দ সর্ব্বদা প্রদীপ্ত বলিয়া

জানিতে হইবে। যখন একবার তাহার 'বলবল' শব্দ হয়, তখন কলহ হইবে জানিতে পারা যায়। 'টটটটা' শব্দ দোষকর এবং অবশিষ্ট স্বর দীপ্তা বলিয়া গ্রাহ্য ও শুভপ্রদ নহে। ৩৬। সারস-মিথুন যুগপৎ যে শব্দ করে, সেই কূজন ইষ্টফলপ্রদ হয়, একের শব্দ অশুভ। যদি এক শব্দিত হইলে বিলম্বে প্রতিধ্বনি হয়, তাহা হইলেও শুভকর নহে। ৩৭। পিঙ্গলা 'চিরিলু-ইরিলু'-শব্দ দ্বারা শুভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপর যে স্বর, তাহা প্রদীপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ৩৮। যদি 'ইশি' শব্দ হয়, তাহা গমন-প্রতিষেধক; 'কুশু কুশু' শব্দ কলহ করিয়া থাকে। সেই পিঙ্গলিকা যেরূপে অভিমত কার্য্যপ্রাপ্তি প্রকাশ করে, সেই বিধি কহিতেছি। দিনান্ত-সন্ধ্যা সময়ে প্রযত হইয়া তাহার নিবাসবৃক্ষের সমীপে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে এবং সেই তরুকে নববস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সম্যক্‌রূপ অভ্যর্চ্চনা করিবে। অনন্তর নিশীথে অগ্নি-কোণস্থিত এক ব্যক্তি পিঙ্গলাকে দিব্যেতর শপথ দ্বারা নিযুক্ত করিয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা চিন্তিতানুরূপ অর্থ, এরূপ ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যেন সে শ্রবণ করে। ৪০। ৪১। "হে ভদ্রে! আমা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইল, তাহার যেরূপ অর্থ, তাহা বলুন। যেহেতু হে কল্যাণি! তুমি সর্ব্ব বাক্যের অর্থজ্ঞাপিকা বলিয়া কীর্ত্তিতা হও। কিন্তু অদ্য আমি জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিব, প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকোণাশ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিব। প্রশ্নে তোমাকে যাহা বলিলাম, আমার নিকট স্বীয় চেষ্টা দ্বারা এরূপ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিবেন, আমি যেন নিরাকুলভাবে জানিতে পারি"। ৪২—৪৪। তরু-মস্তকগতা পিঙ্গলার নিকট এইরূপ বলিলে, সেই পিঙ্গলা 'চিরিলু-ইরিলু' শব্দ করিলে অর্থসিদ্ধি হয় কিংবা 'কুচাকুচ' 'দিশিকার' শব্দ উচ্চারণ হইলে অতীব আকুলত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৫। বাক্‌প্রদান না করিলে অর্থাৎ শব্দ না করিলে বিহিতার্থ-সিদ্ধি হয়। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দিক্‌চক্র দ্বারা তাহার ফল নিরূপণ করিবে। উত্তম, মধ্যম ও নীচ শাখাস্থিতা পিঙ্গলার অনুরূপ উত্তম, মধ্যম ও নীচ ফল বলিতে পারা যায়। ৪৬। দিক্‌চক্রের দিঙ্মণ্ডলের

অভ্যন্তরে ও বাহ্যভাগে গৃহগোধিকার ফল সকল হইয়া থাকে এবং ছুচ্ছুন্দরীর 'চিচ্চিড়্' শব্দ প্রদীপ্ত ও 'তিত্তিড়্' শব্দ পূর্ণ বলিয়া কথিত হয়। ৪৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

---

# একোনবতিতম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

## শাকুন—শ্বচক্র।

মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী, কুম্ভ, পর্য্যাণ, ক্ষীর বৃক্ষ, ইষ্টকা-সঞ্চয়, ছত্র, শয্যা, আসন, উদূখল, ধ্বজ, চামর, শাদ্বল (শস্যক্ষেত্র) কিংবা পুষ্প-যুক্ত প্রদেশে কুক্কুরগণ যখন মূত্রত্যাগ করিয়া অগ্রে গমন করে, তখন গমনকারীর কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অথবা ঐ সময়ে আর্দ্র গোময়ে মূত্রত্যাগ করিলে মিষ্ট-ভোজ্যাগম, শুষ্কবস্তূপরি সম্মূত্রণে শুষ্ক অন্ন, গুড় ও মোদকপ্রাপ্তি হয়। যদি কুক্কুর বিষতরু, কণ্টকী, কাষ্ঠ, পাষাণ, শুষ্কদ্রুম, অস্থি ও শ্মশান, এই সকলে মূত্র ত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গমনকারীর অগ্রে গমন করে, তাহা হইলে, গমনশীল ব্যক্তির অনিষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যদি অভুক্ত ও অভিন্ন শয্যা বা কুম্ভকারের ভাণ্ডে মূত্রত্যাগ করে, তবে কন্যার দোষোৎপাদন করে। যদি ঐ শয্যাদি ভুজ্যমান হয়, তবে গমনকারীর গৃহিণীর দোষ হয়; আর পাদুকার ফলও ঐ ভাণ্ডফলের ন্যায়, কুক্কুর গোজাতির উপর মূত্রণ করিয়া বর্ণজসঙ্কর হয়। কুক্কুর যখন পাদুকা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া গমনোন্মুখ-ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সিদ্ধিলাভের কারণ হয়; মাংস-সম্পূর্ণানন হইলে অর্থপ্রাপ্তি এবং আর্দ্র-অস্থিযুক্ত হইলে শুভ হইয়া থাকে। তৎকর্তৃক অগ্নিসমন্বিত জ্বলন্ত অঙ্গার ও শুষ্ক অস্থি গৃহীত হইলে মৃত্যু; কুক্কুর যদি পুরুষের মস্তক, হস্ত, পাদ ও মুখে প্রশান্ত অঙ্গার দ্বারা অভিঘাত করিয়া আগমন করে, তবে ভূমিলাভ

এবং বস্ত্রচোরাদি দ্বারা মৃত্যু প্রকাশ করে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কুক্কুর বস্ত্র-সমন্বিত হইলে শুভ হইয়া থাকে। শুষ্ক অস্থি মুখে করিয়া যে গৃহে কুক্কুর প্রবেশ করে, তথায় প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যখন শৃঙ্খল, ঈষৎশীর্ণ বল্লী, হস্তিবন্ধন রজ্জু বা বন্ধন উপগ্রহণ করিয়া উপস্থিত হয়, তখন বন্ধন হইয়া থাকে এবং গমনকালে পাদলেহন, কর্ণকম্পন ও উপরি আক্রমণ গমনকারীর বিঘ্নের কারণ হয়; গাত্রকণ্ডূয়ন, বিরোধ ও উর্দ্ধপাদ হইয়া নিদ্রিত হইলে সর্ব্বদা দোষকর হয়। ১। সারমেয় যদি একটী বা অনেকগুলি একত্র হইয়া গ্রামের মধ্যে সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করে, তবে শীঘ্র অন্য দেশাধিপতিকে প্রার্থনা করে। ২। কুক্কুর সূর্য্যোন্মুখ হইয়া অনলদিকে স্থিত হইলে, অচিরে চৌর ও অনলজনিত ত্রাসকর হয় ও মধ্যাহ্নকালে হইলে অনল ও মৃত্যুভয় হয় এবং অপরাহ্নকালে শোণিত-সমন্বিত হইলে কলহ হইয়া থাকে। ৩। কুক্কর অস্তকালে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে, কৃষকগণের আশু ভয় প্রকাশ করে এবং প্রদোষকালে বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে বায়ু ও তস্করোৎপন্ন ভয় হইয়া থাকে। ৪। নিশার্দ্ধকালে উত্তরমুখে শব্দ করিলে বিপ্রব্যথা ও গোহরণ প্রার্থনা করে এবং নিশাবসানে ঈশানকোণাভিমুখে ধ্বনি করিলে কন্যাভিদোষ, অনল ও গর্ভপাত প্রকাশ করে। ৫। বর্ষাকালে কুক্কুর যদি তৃণকূট-সংস্থিত বা উত্তম প্রাসাদ ও গৃহসংস্থিত হইয়া উচ্চ স্বর করে, তবে তীব্রবৃষ্টি প্রকাশ করে; কিন্তু অন্যত্র হইলে মৃত্যু, দহন ও রোগ প্রকাশ করে। ৬। প্রাবৃটকালে অনাবৃষ্টি হইলে কুক্কুর যদি জলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করত জলরেচন করে, অথবা ঈষৎ কাঁপিতে থাকে ও জলপান করিতে থাকে, তবে দ্বাদশ দিবস পরে জলবর্ষণ হয়। ৭। দ্বারে মস্তক ও বাহিরে শরীর রক্ষা করিয়া গৃহিণীকে অবলোকন করত কুক্কুর যদি পুনঃপুনঃ শব্দ করে, তবে রোগপ্রদ হয়; মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া বহির্ম্মুখ হইয়া রব করিলে তাহাকে বন্ধকী করিবার প্রার্থনা করে। ৮। যখন গৃহের ভিত্তি-বিলেপন উৎকীর্ণ করে, তখন তাহাতে খননকারীর ভয় হইয়া থাকে

এবং যদি গোগৃহে গোষ্ঠ উৎকীর্ণ করে, তবে গো-হরণ ও ধান্যভূমিতে হইলে ধান্যলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৯। যদি কুক্কুরের এক চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হীনদৃষ্টি হয় এবং সে যদি মন্দাহার হয়, তাহা হইলে সেই গৃহের দুঃখকর হয় আর গোরুর সহিত ক্রীড়মান হইলে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১০। কুক্কুরে বাম জানু আঘ্রাণ করিলে বিত্তলাভ, দক্ষিণ জানু আঘ্রাণ করিলে স্ত্রীলোক-দিগের সহিত বিগ্রহ, বাম ঊরু আঘ্রাণে ইন্দ্রিয়ার্থ উপভোগ এবং দক্ষিণ ঊরু আঘ্রাণে অভীষ্টমিত্রের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে। ১১। কুক্কুর যদি গন্তার পদদ্বয় আঘ্রাণ করে, তবে অযাত্রা হয়। আর নিশ্চল ব্যক্তির পাদাঘ্রাণ করিলে বাঞ্ছিতার্থপ্রাপ্তি প্রকাশ করে এবং আসনোপবিষ্টের পাদুকাদ্বয় আঘ্রাণ করিলে শীঘ্র যাত্রা প্রকাশ করিয়া থাকে। ১২। উভয় বাহুর পুনঃপুনঃ আঘ্রাণে শক্র ও চৌর সম্প্রয়োগ জানিতে পারা যায়। অনন্তর কুক্কুর ভস্মমধ্যে মাংস, অস্থি ও ভক্ষ্য সকল গোপন করিলে শীঘ্র অগ্নিকোপ হইবে, প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৩। কুক্কুর গ্রামে শব্দ করিয়া পরে বাহিরে অথবা শ্মশানে যদি শব্দ করে, তবে তত্রত্য উত্তম পুরুষের বিনাশ হয়। যখন গন্তার অভিমুখে কুক্কুর শব্দ করে, তখন যাত্রার নিরোধ করিয়া থাকে। ১৪। ঊকার-বর্ণাত্মক শব্দে ও বাম পার্শ্বে ওকার-বর্ণাত্মক শব্দে অর্থসিদ্ধি, ঔকার শব্দ দ্বারা বিলম্ব ও পশ্চাৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার শব্দ দ্বারা নিষেধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৫। যে সকল কুক্কুর যেন দণ্ড দ্বারা তাড্যমান হইয়া শঙ্খ শব্দ তুল্য মুহুর্ম্মুহুঃ উচ্চরব করিয়া থাকে, এবং মণ্ডলাকারে অভিধাবন করে, তাহারা শূন্যতা, মৃত্যু ও ভয় প্রকাশ করে। ১৬। কুক্কুর যদি দন্তপ্রকাশ করিয়া সৃক্কিণী লেহন করে, তবে তৎফলজ্ঞগণ মিষ্ট ভক্ষ্যের আশা করিয়া থাকে; কিন্তু যখন সৃক্কিণী ব্যতীত মুখ অবলেহন করে, তখন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও অন্নবিঘ্নকর হইয়া থাকে। ১৭। যদি গ্রাম কিংবা পুরের মধ্যে কুক্কুর সকল মিলিত হইয়া পুনঃপুনঃ শব্দ করে, তবে তাহার প্রভুর ক্লেশ প্রকাশ করিয়া থাকে। অরণ্য-সংস্থিত কুক্কুর মৃগসদৃশ বলিয়া চিন্তনীয় হয়। ১৮।

সারমেয় বৃক্ষোপগত হইয়া শব্দ করিলে তোয়পাত, ইন্দ্রকীল-সংস্থিত হইলে সচিবের পীড়া, গৃহমধ্যে বায়ুর গৃহে (অর্থাৎ বায়ুদিকে) হইলে শস্ত্রভয় এবং গোপুরস্থিত হইলে পুরবাসীর পীড়া হইয়া থাকে। ১৯। কুক্কুরগণ শয্যাস্থিত হইলে তাহার অধিকারিগণের ভয়, যানে সংস্থিত হইয়া শব্দ করিলে ভয় এবং জনসন্নিবেশের দক্ষিণস্থ হইয়া শব্দ করিলে অরিগণের ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ২০।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

---

# নবতিতম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

## শাকুন,—শিবারুত।

ফল বিষয়ে শৃগালগণ কুক্কুর সদৃশ; শিশিরকালে মদপ্রাপ্তিই ইহাদের বিশেষ। 'হুহু' শব্দের পর 'টাটা' শব্দ ইহাদের পূর্ণ শব্দ এবং অন্য স্বর সকল প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হয়। ১। লোমাশিকার (শৃগালী) 'কক্ক' শব্দ পূর্ণ ও তাহা তাহার স্বভাবসম্ভূত। অন্য যে সকল শব্দ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সেই সকল শব্দই দীপ্ত বলিয়া সম্প্রদিষ্ট হয়। ২। পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্‌স্থিত শৃগালী সকল কল্যাণকরী, শান্তা ও সর্ব্বত্র পূজিতা হয় এবং ধূমিতদিগাভিমুখী হইয়া স্বরদীপ্ত হইলে দিগীশ্বর-গণকে হনন করে। ৩। সর্ব্বদিকে দীপ্তস্বর অশুভকর, বিশেষতঃ দিবসে অশুভকর হয় এবং সৈন্যোপরে ও পুরে দক্ষিণস্থা সূর্য্যোন্মুখী শিবা কষ্টপ্রদা হয়। ৪। শিবাগণ 'যাহি' এইরূপ শব্দ করিলে অগ্নি-ভয়, 'টাটা' শব্দ মৃতজ্ঞাপক, 'ধিক্‌ধিক্‌' শব্দে পাপ ও অগ্নিজ্বালা সমন্বিতা শিবা দেশনাশিনী হইয়া থাকে। ৫। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জ্বালা-সমন্বিতা শিবার দারুণতা দৃষ্ট হয় না, কারণ লালা-যোগে তাহার মুখ স্বভাবতঃ সূর্য্যাদি বা অনল সদৃশ দীপ্তিমান্। ৬। শিবা যদি দক্ষিণদিকে অন্য শিবা দ্বারা অনুশব্দিতা হইয়া শব্দ করে,

তবে উদ্বন্ধনে মৃত্যু প্রকাশ পায়; ঐরূপ পশ্চিমদিকে হইলে বধূপ্রভৃতির জলমধ্যে মৃত্যু প্রকাশ হয়। ৭। অক্ষোভ, ইষ্টশ্রবণ, ধনপ্রাপ্তি, প্রিয়াগম, ক্ষোভ ও সম্পদ বাহনগণের প্রধানভেদ, এই ফল সকল রাত্রির সপ্তম যামার্দ্ধ হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু ষষ্ঠ ও পঞ্চম ব্যতীত সকল ফলই দক্ষিণদিকে তাহার বিপরীত। ৮। ৯। যে শিবার রবে মনুষ্যগণের রোমাঞ্চ ও স্বতঃই অশ্বগণের বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ হইয়া ত্রাসোৎপাদন করে, সেই শিবা মঙ্গলপ্রদা নহে। ১০। মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বের প্রতিশব্দে যে শিবা মৌন প্রাপ্ত হয়, সেই শিবা সৈন্য এবং পুরমধ্যে সম্যক্‌রূপে মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে। ১১। শিবা "ভেভা" শব্দ করিলে ভয়ঙ্করী হয় ও 'ভোভো' শব্দ করিলে মৃত্যু প্রকাশ করে এবং 'ফিক্' শব্দ দ্বারা সেই শিবা মৃত্যু ও বন্ধন প্রকাশিনী ও 'হুহু' শব্দে আত্মহিতকরী হয়। ১২। কিন্তু শান্তা শিবা অবর্ণের পর 'উ' শব্দ করিতে করিতে, পরে 'টাটা' শব্দ উচ্চারণ এবং পূর্ব্বে 'টেটে' পরে 'থেথে' উচ্চারণ করিলে, তাহা তাহার স্বীয় সন্তোষোদ্ভূত স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৩। যে শিবা প্রথমে উচ্চ ঘোরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে শৃগালানুরূপ শব্দ করে, সেই শিবা ক্ষেম, ধনপ্রাপ্তি ও প্রবাসগত প্রিয়জন সঙ্গম প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৪।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

---

# একনবতিতম অধ্যায়।

।—ঃ০ঃ—

## শাকুন,—মৃগচেষ্টিত।

যদি বন্য মৃগকুল সীমাগত হইয়া রব করে বা ভ্রমণশীল হইয়া অবস্থান করে অথবা সম্যক্‌রূপে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ের ভয় প্রকাশ করে আর দীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল হইলে মৃগগণ সকল বিষয় শূন্য করিয়া থাকে। ১। তাহারা,

গ্রাম্য জন্তু দ্বারা অনুনাদিত হইলে ভয়ের কারণ হয়, বন্য জন্তুগণের অনুনাদিত হইলে রোধের কারণ হয় এবং গ্রাম্য ও বন্য উভয়বিধ জন্তু কর্ত্তৃক অনুনাদিত হইলে বন্দিগ্রহগণের কারণ হইয়া থাকে। ২। বন্য-জন্তু দ্বারসংস্থিত হইলে পুরের রোধ এবং সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিলে পুরবিনাশ, গৃহে প্রসূত হইলে মৃত্যু, গৃহসংস্থিত হইলে ভয় এবং গৃহাগত হইলে সম্যক্‌রূপ বন্ধন প্রদিষ্ট হয়। ৩।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

---

# দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## শাকুন—গবেঙ্গিত।

যে সকল গোরু দীনভাবে অবস্থিত, তাহারা রাজার অমঙ্গলের কারণ হয়। গোগণ পাদ দ্বারা ভূমি ক্ষত করিলে রোগ, অশ্রুপূর্ণায়তাক্ষা হইলে মৃত্যু এবং রবকারিণী হইলে পতির (প্রতিপালকের) তস্করগণ হইতে ভয় প্রকাশ করে। ১। যদি গোরু রাত্রিতে অকারণ শব্দ করে, তাহা হইলে ভয়ের কারণ হয়; কিন্তু বৃষভ হইলে মঙ্গলকর হয়। গো সকল যদি মক্ষিকা বা কুকুরবৎস কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিরুদ্ধা হয়, তখন শীঘ্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। ২। আগমনকারিণী গবী সকল বম্ভা-রব করিতে করিতে অনেকের সহিত মিলিত হইলে গোষ্ঠবৃদ্ধির কারণ হয়। আর্দ্রাঙ্গী অথবা হৃষ্টলোম বিশিষ্ট গোসমূহ ধন্য ও প্রহৃষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। মহিষী সকলও ঐরূপ ফলপ্রদা। ৩।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

---

# ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

—:•:—

## শাকুন,—অশ্বচেষ্টিত।

অশ্বগণের উৎসর্গ ( বিষ্ঠা ) হইতে জ্বলন ( সজ্যোতিঃ ধূমনির্গমন ) অশ্বের আসনের পশ্চিমভাগে ও বামভাগে হইলে অশুভ, অন্যত্র শুভপ্রদ। সর্ব্বাঙ্গজ্বলন অশ্বগণের বৃদ্ধিপ্রদ হয় না ও দুই বর্ষ ব্যাপিয়া দহনকণা বা ধূপন নাশকর হয়। ১। অশ্বের মেঢ্র প্রদীপ্ত হইলে অন্তঃপুর নাশ, উদরে কোশক্ষয়, পায়ু ও পুচ্ছে পরাজয় এবং বক্ত্র ও মস্তকজ্বলনে জয় হইয়া থাকে। ২। স্কন্ধ, আসন ও অংসের জ্বলন জয়প্রদ ও পাদজ্বলন বন্ধনপ্রদ বলিয়া প্রদিষ্ট হয়। ললাট, বক্ষঃ, চক্ষু ও ভুজদ্বয়ে ধূম হইলে পরাভবপ্রদ ও জ্বলন হইলে জয়প্রদ হয়। ৩। রাত্রিকালে অশ্বের নাসাপুট, প্রোথ, মস্তক, অশ্রুপাত ( নেত্র-কোণ ) ও নেত্রে জ্বলন জয়ের কারণ এবং পলাশবর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণ ও কর্ব্বুরবর্ণ বা শুকাভ এবং শ্বেতবর্ণ অশ্বের চেষ্টিত নিত্য জয়প্রদ হয়। ৪। অশ্বগণের গ্রাস ও জল প্রতি প্রকৃষ্টরূপে দ্বেষ; বিনা কারণে স্বেদ, পতন ও কম্পন; মুখ হইতে রক্তপতন বা ধূমোৎপত্তি; রাত্রে অনিদ্রা ও বিরোধিতা; দিবসে নিদ্রালস্য ও ধ্যান; অবসাদ এবং অধোমুখতা; এই সকল বিচেষ্টিত ইষ্টকর নহে। ৫। পর্য্যাণাদি-যুত অশ্বের উপর অন্য বাজিগণের আরোহণ অথবা শকটবাহী বা সজ্জিত নীরোগ তুরঙ্গের বিপদ, শুভকর নহে। ৬। ক্রৌঞ্চবৎ অচলগ্রীব অথচ উন্নতমুখ অশ্বের হ্রেষিত রিপুবধের কারণ হয় এবং অশ্বগণের বদন গ্রাস দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহাদিগের হৃষ্টের ন্যায় স্নিগ্ধ উচ্চশব্দও রিপুবধের কারণ হয়। ৭। অশ্ব যদি পূর্ণপাত্র, দধি, বিপ্র, দেবতা, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ফল ও কাঞ্চন প্রভৃতির সমীপে শব্দ করে, তাহা হইলে জয় হইয়া থাকে। ৮। ভক্ষ্য, পান ও খলিনে অভিনন্দিত অথবা স্বামীর উপায়নহেতু দ্রব্যে আনন্দিত অশ্ব সকল সব্যপার্শ্বগত-দৃষ্টি হইলে বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদ হয়। ৯। বামপদ দ্বারা পৃথিবীকে

অভিতাড়নকারী অশ্বগণ স্বামীর প্রবাসের কারণ হয়। সন্ধ্যাকালে দীপ্তাদিকে অবলোকন করিয়া অশ্বগণ শব্দ করিলে, বন্ধন ও পরাজয়ের কারণ হয়। ১০। অশ্ব, অতীব হ্রেষণ, লোম সকল বিকিরণ ও নিদ্রারত হইলে যাত্রা জ্ঞাপন করিয়া থাকে এবং লোমত্যাগকারী, গর্দ্দভসদৃশ-দীনস্বরকারী ও পাংশু-ভক্ষণরত অশ্ব ভয়ের কারণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১১। সমুদ্গ (পাত্রবিশেষ) তুল্য দক্ষিণ-পার্শ্ব-শায়ী বা দক্ষিণপদ সম্যক্‌রূপে উত্তোলন করিয়া অবস্থিত অশ্বগণ জয়ের কারণ হয়। অন্যান্য বাহন সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ যথাসম্ভব এই ফল আদেশ করিবেন। ১২। ক্ষিতিপতি আরোহণ করিলে যে অশ্ব বিনয়সম্পন্ন ও যত্রানুগত হইয়া অন্য অশ্বের প্রতি হ্রেষাধ্বনি করে কিংবা মুখ দ্বারা স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করে, সেই অশ্ব অচিরাৎ স্বামীর লক্ষ্মীসঞ্চয় করিয়া থাকে। ১৩। তাড়না না করিলেও যে অশ্ব মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে, অনুলোম গমন করে, অকার্য্য-ভীত ও সাশ্রুলোচন হয়, সেই অশ্ব পালকের শুভ প্রকাশ করে না। ১৪। অশ্বচেষ্টিতের বিষয় উক্ত হইল, অনন্তর দন্তিগণের দন্তকম্পন, ভঙ্গ ও ম্লান প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারা তাহাদিগের ফলাফল বলিতেছি। ১৫।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

---

## চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

### শাকুন,—হস্তীঙ্গিত।

হস্তিদন্তের মূলে যত অঙ্গুলি পরিধি হইবে, মূল হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে দৈর্ঘ্যে, তত অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগে সমস্ত রচনা করিবে কিন্তু অনূপচর হস্তীর পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিক ও পর্ব্বতচারী হস্তীর পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন কল্পনা হইবে। ১। শ্রীবৎস, বর্দ্ধমান, ছত্র, ধ্বজ বা চামরের অনুরূপ চিহ্ন সকল হস্তীর দন্তচ্ছেদে দৃষ্ট হইলে,

আরোগ্য, বিজয়, ধনবৃদ্ধি ও সৌখ্যপ্রদ হয়। ২। দন্তচ্ছেদ প্রহরণসদৃশ হইলে জয়, নন্দ্যাবর্ত্ত চিহ্নযুক্ত হইলে প্রনষ্টদেশপ্রাপ্তি এবং লোষ্ট্রসদৃশ হইলে লব্ধপূর্ব্ব দেশের পুনঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩। স্ত্রীরূপ হইলে স্বায়বিনাশ, ভৃঙ্গারের ন্যায় সমুত্থিত হইলে সুতোৎপত্তি, কুম্ভের ন্যায় হইলে রত্নপ্রাপ্তি ও দণ্ড তুল্য হইলে যাত্রাবিঘ্নকর হয়। ৪। কৃকলাস, কপি ও ভুজঙ্গসদৃশ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে অসুভিক্ষ, ব্যাধি ও রিপুবশত্ব হয় এবং গৃধ্র, উলূক, ধাঙ্ক্ষ বা শ্যেনের ন্যায় আকার হইলে জনমরক হইয়া থাকে। ৫। পাশ কিংবা কবন্ধ চিহ্ন হইলে রাজার মৃত্যু হয়; আর রক্ত স্রুত হইলে জনবিপত্তি, কৃষ্ণ শ্যাব (রক্তপীতবর্ণ) রূক্ষ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অশুভ হয়। ৬। ছেদ শুক্লবর্ণ, সমান, সুগন্ধযুক্ত বা স্নিগ্ধ হইলে শুভপ্রদ হয় এবং গলন ও ম্লানের ফল সকলও ঐরূপ। দেব, দৈত্য ও মনুষ্যগণ ক্রমে হস্তীর দশনের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে সংস্থিত। তাঁহাদের স্ফীত, মধ্য ও পরিপেলব (কোমল) ফল সকল শীঘ্র, মধ্য বা চিরকালসম্ভব ফল সকল ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। ৮। এক্ষণে দন্তভঙ্গ-ফল কথিত হইতেছে। দেবতা, দৈত্য বা মনুষ্য-অংশে দক্ষিণভাগে যদি দন্তভঙ্গ হয়, তবে রাজা, দেশ ও সৈন্যগণের বিদ্রব উৎপাদন করে; বামভাগে দন্ত ভগ্ন হইলে অরণ্যচর ও বিদারকগণের সহিত পুত্র, পুরোহিত ও হস্তিপালকের বধসাধন করে। ৯। উভয় দন্ত ভঙ্গ হইলে রাজার সকল কুলক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং লগ্ন তিথি ও নক্ষত্রাদি শুভ হইলে শুভ ফল বৃদ্ধি করিয়া থাকে; আর অন্যরূপ হইলে অশুভ ফল প্রদান করে। ১০। হস্তিদন্ত ক্ষীর বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও পাদপের উপরি বা নদীর তটে বিঘট্টিত হইলে, বাম দন্তের মধ্যভাগ ভগ্ন অথবা খণ্ডিত হইলে শত্রুনাশকর হয়, অন্যথা বিপরীত হইয়া থাকে। ১১। হস্তী অকস্মাৎ স্খলিতগতি, ত্রস্তকর্ণ ও অতিদীনভাবাপন্ন হইয়া পৃথিবীতে শুণ্ড ন্যস্ত করিয়া মৃদু-সুদীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিলে এবং দ্রুতমুকুলিতদৃষ্টি হইয়া নিদ্রিত, বিলোম-গামী, অহিতভক্ষী ও কেবল রক্ত বা শকৃৎ ত্যাগ করিলে ভয় হয়। ১২। হস্তী স্বীয় ইচ্ছায় বল্মীক, স্থাণু, গুল্ম, ক্ষুপ ও তরু মথন

করিতে করিতে হৃষ্টদৃষ্টি হইয়া মুখ উন্নত-নিম্ন করিয়া ত্বরিতপদগতিতে অনুলোম যাত্রা করিলে এবং কক্ষাসন্ন হইয়া দিবসে মুহুর্ম্মুহুঃ বারিকণা উৎপাদন করিলে কিংবা বৃংহণ করিলে বা তৎকালে মদপ্রাপ্ত হইলে অথবা দক্ষিণ দন্ত বেষ্টন করিলে জয়প্রদ হয়। ১৩। কুম্ভীরকর্ত্তৃক (ধৃত) হস্তীর জল-প্রবেশ, রাজার মৃত্যুর কারণ ও কুম্ভীরকে গ্রহণ করিয়া জল হইতে হস্তীর স্থলভাগে উত্তরণ, নরপালের ভূমিবৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

---

# পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## শাকুন,—কাকচরিত্র।

প্রাচ্যগণের দক্ষিণভাগস্থ কাক শুভপ্রদ, বামভাগস্থ হইলে করায়িকা হয় ও অন্যত্র লোকপ্রসিদ্ধি দ্বারা সীমা সকল নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। ১। কাক যদি বৈশাখ মাসে নিরুপহত বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করে, তবে সুভিক্ষ ও মঙ্গলপ্রদ হয়; কিন্তু নিন্দিত কণ্টকী বৃক্ষে নীড় করিলে তদ্দেশে দুর্ভিক্ষ-ভয় হইয়া থাকে। ২। শরৎকালে কাক-নীড় পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শাখায় অবস্থিত হইলে পশ্চিমদিকে প্রথমে বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের মধ্যে তরুর উপরিদেশে নীড় হইলে প্রধানবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩। অগ্নিকোণে হইলে মণ্ডলবৃষ্টি, নৈঋর্তদিকে শারদশস্যের নিষ্পত্তি, অবশিষ্ট দিগ্‌দ্বয়ে হইলে সুভিক্ষ ও বায়ুকোণে কাকনীড় হইলে মূষকসম্পাত হয়। ৪। শর, দর্ভ, গুল্ম, বল্লী, ধান্য, প্রাসাদ ও গেহনিম্নে নীড় থাকিলে, সেই দেশ চৌর, অনাবৃষ্টি ও রোগ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া শূন্য হয়। ৫। যদি কাকের দ্বি, ত্রি বা চতুঃসংখ্যক শাবক হয়, তাহা হইলে সুভিক্ষপ্রদ হয়; কিন্তু পঞ্চসংখ্যক হইলে অন্য নৃপাধিকার প্রকাশ করে এবং অণ্ডের ধ্বংস

বা এক অণ্ড প্রসব মঙ্গলপ্রদ নহে। ৬। কাকগণের শাবকের বর্ণ যদি চৌরকবর্ণ হয়, তবে চৌর, চিত্রবর্ণ দ্বারা মৃত্যু, শ্বেতবর্ণ দ্বারা অগ্নিভয় এবং বিকলতা দ্বারা দুর্ভিক্ষভয় হইয়া থাকে। ৭। তাহারা নিমিত্ত ব্যতীত সংহত হইয়া গ্রামমধ্যে গমনপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করিলে, ক্ষুদ্ভয় এবং চক্রাকারস্থিত হইলে ক্রোধ ও বর্গ বর্গ স্থিত হইলে অভিঘাত হইয়া থাকে। ৮। কাকগণ ভয়-বিরহিত হইয়া তুণ্ড, পক্ষ ও চরণবিঘাত দ্বারা জনগণকে আক্রমণ করিলে শত্রুবৃদ্ধি এবং রাত্রে বিচরণ করিলে জনবিনাশ করিয়া থাকে। ৯। কাকগণ আকাশে উঠিয়া সব্যভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমদিক্ হইতে বিপরীত-মণ্ডলগত হইলে স্বভয় এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া ভ্রমণ করিলে বাতোদ্‌ভ্রম হয়। ১০। উর্দ্ধমুখ চলৎপক্ষ কাকগণ ধান্য লুণ্ঠন করত পথে অবস্থিত হইলে ক্ষুদ্ভয়হেতু ও ভয়প্রদ হয়, সেনাঙ্গে অবস্থিত হইলে যুদ্ধ ও কোকিল সদৃশ পক্ষযুক্ত হইলে পরিমোষণ হইয়া থাকে। ১১। কাকগণ শয্যোপরি ভস্ম, অস্থি, কেশ ও পত্র নিক্ষেপ করিলে অঙ্গনার পতিবধের কারণ হয় এবং মণি কুসুমাদি অবহনন করিলে পুত্র জন্ম প্রকাশ করে। ১২। সিকতা, ধান্য, আর্দ্রমৃত্তিকা ও কুসুম প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ হইলে কাক অর্থলাভ প্রকাশ করে এবং যদি কাক জনগণের বাসস্থান হইতে ভাণ্ড সকল অপনয়ন করে, তাহা হইলে ভয়প্রদ হয়। ১৩। বাহন, শস্ত্র, পাদুকা, ছত্র, ছায়া ও অঙ্গ কুট্টন করিলে মরণ; তাহার পূজা করিলে পূজা এবং তাহার বিষ্ঠা ত্যাগে অন্নসংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৪। যদি কোন দ্রব্য কাকে আনয়ন করে, তবে তাহার লাভ; যদি অপহরণ করে, তবে তাহার বিনাশ; পীতদ্রব্যে কনক ও বস্ত্র এবং কার্পাস-নির্ম্মিত শ্বেত বস্ত্রে রৌপ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। ১৫। কাকগণ ক্ষীর, অর্জ্জুন, বঞ্জুল, কূলদ্বয় ও পুলিনগত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি ও অন্য ঋতুতে পাংশুজলে স্নান করিলে দুর্দ্দিন হইয়া থাকে। ১৬। কাক তরুকোটরে উপগত হইয়া দারুণ শব্দ করিলে মহাভয়প্রদ হয়, সলিল অবলোকন করিয়া শব্দ করিলে বা

মেঘের শব্দানুকরণে শব্দ করিলে বৃষ্টিকর হইয়া থাকে। ১৭। কম্পিত-পক্ষ কাক বিটপোপরে বসিয়া দীপ্তি ও উদ্বিগ্ন হইয়া অঙ্গ কুট্টন করিলে কিংবা গৃহে রক্তদ্রব্য বা দগ্ধ-তৃণকাষ্ঠ রক্ষণ করিলে অগ্নিকর হয়। ১৮। গৃহিগণের গৃহে পূর্ব্বাদিদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে রাজভয়, চোর, বন্ধন, কলহ ও পশুজনিত ভয় হইয়া থাকে। ১৯। শান্তা পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিতে করিতে শব্দ করিলে রাজপুরুষ প্রাপ্তি, সুবর্ণ লাভ, শালী ধান্য, অন্ন, গুড় ও আসন প্রাপ্তি হয়। ২০। আগ্নেয়কোণে হইলে অনলাজীবিক, যুবতী ও প্রবর ধাতু লাভ এবং দক্ষিণদিকে মাষ, কুলথ, ভোজ্য ও গান্ধর্ব্বিক গায়ক-গণের সংযোগ হয়। ২১। নৈঋতদিকে দূত, উপকরণ, দধি, তৈল, পলল ও ভোজ্যপ্রাপ্তি এবং পশ্চিমদিকে ঐরূপ ভাবে শব্দ করিলে মাংস, সুরা, আসব, ধান্য ও সামুদ্র-রত্নপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২২। বায়ুকোণে হইলে শস্ত্র, আয়ুধ, সরোজ, বল্লী, ফল ও অশন প্রাপ্তি এবং উত্তরদিকে পরমান্ন, অশন, তুরঙ্গ ও বস্ত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৩। ঈশানকোণে হইলে ঘৃতপূর্ণ পাত্র ও বৃষ প্রাপ্তি হয়। কাক গৃহপৃষ্ঠাশ্রিত হইয়া শব্দ করিলে এই সকল ফল গৃহপতির সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ২৪। যদি কাকগণ গমন কালে কর্ণসম হয়, তবে ক্ষেম্য কারণ হয়, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধিকর হয় না। গন্তার অভিমুখে উপস্থিত হইয়া বিশেষরূপ শব্দ করিলে, যাত্রার বিনিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ২৫। প্রথমে গন্তার বাম পার্শ্বে শব্দ করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে শব্দ করিলে, কাক অর্থাপহারী হয় এবং তাহার বিপরীত হইলে অর্থসিদ্ধিকর হয়। ২৬। যদি গমনকারীর বাম পার্শ্বে শব্দ করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ অনুলোম গতিতে গমন করে, তাহা হইলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে; প্রাচ্যগণের দক্ষিণেই এই প্রকার ফল হয়। ২৭। কাক বামদিকুস্থিত হইয়া প্রতিলোম গতিতে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে, গমনের বিঘ্নকর হয় এবং গমনে তত্রস্থিতের যে ফল বাঞ্ছিত, সেই ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ২৮। অগ্রে দক্ষিণে শব্দ করিয়া যদি বাম দিকে শব্দ করে, তবে অভীপ্সিত ফল লাভ এবং

শব্দ করিতে করিতে শীঘ্র গন্তার অগ্রে অগ্রে গমন করিলে অতি মহান্ অর্থ লাভ হইয়া থাকে। ২৯। প্রতিশব্দ করিয়া পৃষ্ঠ হইতে দক্ষিণ-দিকে দ্রুত গমন করিলে, অথবা অগ্রভাগে একচরণাধিষ্ঠিত থাকিয়া সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে শব্দ করিলে রুধিরের কারণ হইবে। ৩০। কাক যখন একপাদাধিরূঢ় থাকিয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করত মুখ দ্বারা স্বীয় পিচ্ছ সকল বিলেখন করে, তখন পরবর্ত্তী মহৎ জনগণের বধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩১। শস্যযুক্ত ক্ষেত্রে শান্তাদিকে বিশিষ্টরূপে শব্দ করিলে শস্যযুক্ত ভূমিলাভ হইয়া থাকে। আকুলচেষ্ট হইয়া সীমান্তে বিশেষরূপে শব্দ করিলে, গমনকারীর ক্লেশকর হইয়া থাকে। ৩২। সুস্নিগ্ধ পত্র, পল্লব, কুসুম ও ফল দ্বারা আনম্র বা সুরভি অথবা মধুর বৃক্ষে কিংবা ক্ষীরযুক্ত ব্রণবর্জ্জিত, সুস্থিত ও মনোজ্ঞ বৃক্ষ সকলে স্থিত কাক অর্থকর হইয়া থাকে। ৩৩। পক্ক শস্য ও নবতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত শ্যামল ক্ষেত্র, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও হরিৎ বর্ণযুক্ত স্থানে এবং ধান্যের উচ্চায় ও মঙ্গল্যদ্রব্যে শব্দ করিলে, ধনাগম হইয়া থাকে। ৩৪। গোপুচ্ছস্থিত বা বল্মীকগত হইলে ভুজঙ্গের দর্শন হয়। মহিষগত হইয়া শব্দ করিলে সদ্যঃ জ্বর হয়, কিন্তু গুল্মে অবস্থিত হইয়া শব্দ করিলে স্বল্প ফল হইয়া থাকে। ৩৫। তৃণকূট সংস্থিত বা অস্থি-সংস্থিত কাক বামগত হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত এবং উর্দ্ধাগ্নিপ্লুষ্ট বা অশনিহত বৃক্ষাদিতে ঐরূপ হইলে বধ হইয়া থাকে। ৩৬। কণ্টকিমিশ্র সৌম্য-স্থানে অবস্থিত হইলে কার্য্যের সিদ্ধি ও কলহ হয় এবং কণ্টকী বৃক্ষে অবস্থিত হইলে কলহ ও বল্লী-পরিবেষ্টিত বৃক্ষাদিতে হইলে বন্ধন হইয়া থাকে। ৩৭। ছিন্নাগ্র স্থানে স্থিত হইলে অঙ্গচ্ছেদ, শুষ্কদ্রুমস্থিত হইলে কলহ এবং সম্মুখে অথবা পশ্চাতে গোময়-সংস্থিত হইলে অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৮। মৃত পুরুষের অঙ্গে বা অবয়বে অবস্থিত হইয়া শব্দ করিলে মৃত্যুভয় এবং চঞ্চু দ্বারা যদি অস্থিভঙ্গ করে, তবে অস্থিভঙ্গের কারণ হয়। ৩৯। রজ্জু, অস্থি, কাষ্ঠ, কণ্টকী, নিঃসার ও কেশ মুখে করিয়া রব করিলে যথাক্রমে ভুজঙ্গ, রোগ, দংষ্ট্রি, তস্কর, শস্ত্র ও অগ্নিজনিত ভয় হইয়া থাকে। ৪০। কাক শ্বেতপুষ্প ও

অশুচি মাংস মুখে করিলে গন্তার অভীষ্টানুরূপ অর্থসিদ্ধি হয় এবং পক্ষ কম্পন করিতে করিতে উর্দ্ধমুখে মুহুর্ম্মুহুঃ শব্দ করিলে বিঘ্নকর হয়। ৪১। যদি শৃঙ্খল, বরত্রা (হস্তীর কক্ষরজ্জু) বা বল্লী গ্রহণ করিয়া শব্দ করে, তবে বন্ধন হয় এবং পাষাণস্থিত হইলে ভয় হয় ও ক্লিষ্ট-অপূর্ব্ব পথিকের সঙ্গে মিলন হয়। ৪২। কাকের মুখ পরস্পর ভক্ষ্য-সংক্রামিত হইলে উত্তম সন্তোষ হয় এবং কাকদম্পতি যুগপৎ শব্দ করিলে স্ত্রীলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৩। প্রমদার মস্তকোপরিস্থ পূর্ণকুম্ভে সংস্থিত হইলে অঙ্গনা ও অর্থ-সংপ্রাপ্তি হয়। আর ঐ ঘট কুট্টন করিলে সুতবিপদ এবং ঘটোপহদনে (বিষ্ঠা ত্যাগে) অন্ন-সংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৪৪। চলৎপক্ষ কাক স্কন্ধাবারাদির নিবেশসময়ে শব্দ করিলে অন্য স্থান সূচনা করিয়া থাকে; কিন্তু নিশ্চলপক্ষ কাক শব্দ করিলে ভয়মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৫। গৃধ্র ও কঙ্কযুক্ত ধ্বাঙ্ক্ষগণ আমিষ বিনা সৈন্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে অবিরুদ্ধ হইলে শত্রুদিগের প্রীতি এবং বিরুদ্ধ হইলে যুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৬। কাক শূকর-সংস্থিত হইলে বন্ধন এবং পঙ্কযুক্ত দুইটী শূকরে সংস্থিত হইলে অর্থ-প্রাপ্তিকর হয়। খর ও উষ্ট্র-সংস্থিত হইলে মঙ্গল হয়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, খরস্থিত হইলে বধ হইয়া থাকে। ৪৭। ধাঙ্ক্ষ অশ্বগত হইলে বাহনলাভ ও পশ্চাৎ গমন করিয়া শব্দ করিলে রক্তপাত হয় এবং গন্তার অনুগমনকারী অন্য বিহঙ্গগণও কাকবৎ উক্তবিধ ফল প্রদান করে। ৪৮। দ্বাত্রিংশৎ (৩২) ভাগে বিভক্ত দিক্‌চক্রে যাহাতে যেরূপ ফল সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে; জিগমিষুগণের পক্ষে তাহাতে সেইরূপ দোষ-গুণযুক্ত ফল ফলিয়া থাকে। ৪৯। স্বীয় নিলয়-সংস্থিত কাকের 'কা' এই শব্দ নিষ্ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং 'কব' শব্দ আত্মপ্রীতির জন্য ও 'ক' এই শব্দ হইলে স্নিগ্ধদ্রব্য ও মিত্র-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫০। 'কর' শব্দে কলহ, 'কুরুকুরু' শব্দে হর্ষ, 'কটকট' শব্দে দধিভক্ত এবং 'কেকে' বা 'কুকু' শব্দে গন্তার ধনলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫১। 'খরেখরে' শব্দে পথিকের আগমন, 'কথাখা' শব্দে গন্তার মৃত্যু এবং 'খলখল' শব্দ সদ্যঃ অভিবর্ষণের

জন্য গমনের প্রতিষেধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫২। 'কাকা' শব্দে বিঘাত, 'কাকটি' শব্দে আহারদূষণ, 'কবকব' শব্দে প্রীতির আস্পদ এবং 'কগাকু' শব্দে বন্ধন হইয়া থাকে। ৫৩। 'করকৌ' শব্দে বর্ষণ, 'গুড়' শব্দে ত্রাস, 'বট্' শব্দে বস্ত্রপ্রাপ্তি এবং 'কলয়' শব্দে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের সংযোগ প্রকাশ করে। ৫৪। 'ফট্' শব্দে ফলপ্রাপ্তি ও ফলবাহীদিগের দর্শন 'টট্' শব্দে প্রহার, 'স্ত্রী' শব্দে স্ত্রীলাভ, 'গড়িতি' শব্দে গোসকল এবং 'পুড়িতি' শব্দে পুষ্প সকল লাভ হইয়া থাকে।৫৫। 'টাকুটাকু' শব্দ যুদ্ধের কারণ; 'গুহু' শব্দে বহ্নিভয়, 'কটকট' শব্দে কলহ এবং 'টাকুলি' 'চিণ্টিচি' 'কেকেকে' ও 'পুরং' শব্দ দোষকর হয়। ৫৬। রুত বা চেষ্টিতাদি দ্বারা যে ফল উক্ত হইয়াছে, কাকদ্বয়ের পক্ষেও এই ফল সমান। অন্যান্য পক্ষিগণও কাকের ন্যায় এবং অন্যান্য যত বন্য বা গ্রাম্য দংষ্ট্রিগণ আছে, তাহাদের ফলও কুকুরসদৃশ। ৫৭। স্থলচারী বা জলচারী প্রণীদিগের যদি ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ স্থলচারী প্রাণী যদি জলে বিচরণ করে, আর জলচর প্রাণী যদি স্থলে বিচরণ করে, তবে প্রচুর জল-বৃষ্টি হয়, কিন্তু শেষকালে ভয় হয়। আর মধু-মক্ষিকা সকল যদি ভবনোপরি নিলীন হয়, তবে শীঘ্র ভবন শূন্য হয়; কিন্তু নীলবর্ণ মক্ষিকা সকল যদি মস্তকোপরি নিলীন হয়, তবে মৃত্যু হয়। ৫৮। পিপীলিকাগণ যদি স্বীয় অণ্ড সকল সলিলে নিক্ষেপ করে, তবে বৃষ্টিবিঘাত হইয়া থাকে। অথবা নিম্নস্থল হইতে বৃক্ষে লইয়া যাইলে উহারা বৃষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫৯। গমনাদি কার্য্যের আরম্ভ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে যে শকুন দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত, সেই শকুন ফল প্রদান করিবে; তন্মধ্যে যদি অন্য শকুন দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সেই দিবসেই ফল প্রদান করিবে। এইরূপে যাবতীয় শকুনই বিচন্তনীয়। কোন কার্য্যের আরম্ভ বা যাত্রা কিংবা গৃহ প্রবেশাদি সময়ে ক্ষুত (হাঁচি) শুভদ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ৬০। শাকুন-শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপে শকুন নিরূপণ পূর্ব্বক সম্মানদাতা রাজার সম্বন্ধে শুভ দশাপাক, নির্ব্বিঘ্ন-সিদ্ধি, মূলাভিরক্ষা, সহায়, ইষ্ট-সিদ্ধি ও নীরোগিতা; এই সকল যথাযথ প্রকাশ করিবেন। ৬১।

কোন কোন পণ্ডিত অর্থাৎ কশ্যপাদি মুনিগণ বলেন যে, একক্রোশের পরে শকুন-বিরুত ( চেষ্টিত ) নিষ্ফল হয়। তন্মধ্যে যদি সর্ব্বপ্রথম শকুন অশুভ হয়, তবে পাঁচ বা ছয়টী প্রাণায়াম * করিবেন। দ্বিতীয় শকুন যদি অশুভ হয়, তবে ষোলটী প্রাণায়াম করিতে হইবে আর যদি তৃতীয় শকুনও অশুভ হয়, তবে গমন না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিবেন। ৭২।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

---

## ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

### শাকুন,—উত্তরাধ্যায়।

শব্দজ্ঞ পণ্ডিতগণ দিক্, দেশ, চেষ্টা, স্বর, দিবস, ঋক্ষ, মুহূর্ত্ত, হোরা, করণ, উদয়াংশ, চির, স্থির ও দ্ব্যাত্মক এই সকলের বলাবল জানিয়া ফল সকল প্রকাশ করিবেন। ১। শকুন সকল—সংস্থিত ( বর্ত্তমান ) গণের সম্বন্ধে আগামী ও স্থিরসংজ্ঞিত কার্য্যফল করিয়া প্রকাশ থাকে, এবং তন্মধ্যে নৃপ, দূত, চর ও অন্যদেশ জাত সকলই বর্ত্তমান থাকে। ইহা স্বজনাদি ও আগম নামে প্রসিদ্ধ। ২। উদ্বন্ধ, সংগ্রহণ, ভোজন, চৌর, বহ্নি, বর্ষা, উৎসব, আত্মজ, বধ, কলহ এবং ভয় এই সকল স্থির-বর্গ। স্থিররাশি চন্দ্রযুক্ত বা উদিত হইলে স্থিরকার্য্য স্থির হইয়া থাকে; যাহা চর বলিয়া উক্ত হয়, তাহা চরগৃহে নির্ণীত হইয়া থাকে। ৩। স্থিরপ্রদেশ, উপল, মন্দির, দেবালয়, ভূমি ও জলসন্নিধানে শকুন থাকিলে স্থিরকার্য্য এবং চলপ্রদেশে থাকিলে চরকার্য্য কর্ত্তব্য। ৪।

---

* ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী ও তৎপরে "আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম-ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই পর্য্যন্ত মন্ত্রের যথানিয়মে পূরক, কুম্ভক ও রেচককে প্রাণায়াম কহে। পূরকের চতুর্গুণ কুম্ভক ও কুম্ভকের অর্দ্ধেক রেচক; ইহার অনুলোম-বিলোমই ক্রম।

আপ্য ( পূর্ব্বাষাঢ়া ) নক্ষত্র, ক্ষণ, দিক্, জল এবং পক্ষাবসানে যে সকল শকুন প্রদীপ্ত হয়, তাহারা সকলে শব্দ করিলে বৃষ্টিকর হয়; অম্বুচারী শান্তাদিক্‌স্থিত হইলেও বৃষ্টি করিয়া থাকে। ৫। আগ্নেয়দিক্, লগ্ন, মুহূর্ত্ত ও অগ্নিযুক্ত দেশে শকুন সূর্য্যদীপ্ত হইয়া শব্দ করিলে অগ্নিভয়ের কারণ হইয়া থাকে; বিষ্টিকরণ, কুম্ভ ও মকরের উদয়, কণ্টকবৃক্ষ ও নিষ্পত্র বল্লীতে শব্দ করিলে মোষণকারী হইয়া থাকে। ৬। কণ্টকীস্থিত গ্রাম্য শকুন সকল স্বরচেষ্টা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শব্দ করিলে এবং যদি ভৌমরাশি ( মেষ ও বৃশ্চিক ) লগ্নে নৈঋতীদিকে স্থিত কিংবা অভিমুখী হয়, তবে কলহের কারণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। ৭। কর্কটলগ্নে অথবা বৃষ ও তুলার নবাংশে বিদিক্‌স্থিত হইয়া শকুন অধোবদনে শব্দ করিলে, যদি সেই শকুন দীপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিদিকে যাহা প্রদিষ্ট হইয়াছে, সেই যোনির সহিত মিলিত করিয়া থাকে। ৮। যখন পুং রাশি লগ্নে ও বিষম তিথিতে দিক্‌স্থিত প্রদীপ্ত পুরুষ শকুন শব্দ করিবে, তখন নরগণের সংগ্রহণ বিষয় কহিতে পারা যায়; কিন্তু মিশ্রিত হইলে পণ্ডক ( তীক্ষ্ণবুদ্ধি ) সম্প্রয়োগ হইয়া থাকে। ৯। এইরূপ সূর্য্যের ক্ষেত্র, নবাংশ বা লগ্নে স্থিত হইলে অথবা স্বয়ং সূর্য্যই উহাতে স্থিত হইলে দীপ্ত শকুনগণ তজ্জন্য প্রধান পুরুষের বিবাসন প্রকাশ করিয়া থাকে। ১০। সকল প্রারভ্যমাণ কার্য্যে সূর্য্যান্বিতরাশি হইতে লগ্ন গণনা করিবে; যথাক্রমে (১।২ ক্রমে) সম্পৎ ও বিপৎ সজ্ঞা গণনা করিয়া সম্পৎ অথবা বিপৎ বলিতে হইবে। ১১। তাৎকালিক লগ্নের দ্বাদশে সূর্য্য থাকিলে, ( শকুন দ্বারা যাহার সহিত মিলিত হইবে, সেই ব্যক্তি ) দক্ষিণ চক্ষুতে কাণ হইবে; চন্দ্র থাকিলে বাম চক্ষু কাণ; লগ্নস্থ সূর্য্যে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অন্ধ এবং সিংহ রাশিতে অবস্থিত সূর্য্যের উপরি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে কুব্জ, বধির বা জড় হইবে। ১২। তাৎকালিক লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ-দৃষ্ট পাপগ্রহ ( বা মঙ্গল ) থাকিলে, অথবা যে রাশি পাপদৃষ্ট-পাপগ্রহ যুক্ত হইবে, সেই সময়ের অঙ্গবিভাগ করিলে সেই রাশি যে অঙ্গে পড়িবে, সেই পুরুষের সেই অঙ্গে ব্রণ হইবে। এইরূপে জন্মকালীন ফল সকল

যাহা আমি নিরূপিত করিয়াছি, এই স্থলে সেই সমস্ত চিন্তনীয়। ১৩। চরগৃহাংশক উদয়ে যোজ্য ব্যক্তির নাম দ্বি-অক্ষর যুক্ত, স্থিরে চতুরক্ষর যুক্ত, দ্বিমূর্ত্তিতে যুগ্ম বা পঞ্চ, ত্রি-অক্ষর যুক্ত নাম হয়। ১৪। কবর্গ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চক বর্গ ক্রমশঃ মঙ্গল, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শনির পক্ষে প্রদিষ্ট হইয়া থাকে, চন্দ্রের য প্রভৃতি অষ্টসংখ্যক বর্ণ ও সূর্য্যের আকার ক্রমে সমস্ত স্বরবর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। সূর্য্য ও চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহের অধীনে, যথাক্রমে অগ্নি, জল, কার্ত্তিক, বিষ্ণু, শক্র, শচী ও ব্রহ্মা অবস্থিত; সুতরাং যোজনীয় পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিতে হইলে ঐ সকল দেবতার নামই যথাযথ যোগ করিবে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অক্ষর-বিন্যাস অনুসারে দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষরাদি নাম সকল তৎতৎ দেবতার অনুসারী করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাপন করিবে। ১৬। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি. রবি ও শনির অবস্থানুসারে শাকুনোক্ত লোকের যথাক্রমে স্তনপান, বাল্য, ব্রতস্থিত (কৌমার), যৌবন, মধ্য, বৃদ্ধ ও অতীব বৃদ্ধ অবস্থা হইয়া থাকে। ১৭।

ষণ্ণবতি ম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

---

# সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## পাকবিচার।

ভানুর পক্ষ পর্য্যন্ত, চন্দ্রের মাস পর্য্যন্ত, মঙ্গলের বক্রানুসারী দিবস, বুধের দর্শন পর্য্যন্ত এবং বৃহস্পতির বর্ষ পর্য্যন্ত পাক কাল হইয়া থাকে। ১। শুক্রের ষণ্মাসে, শনির এক বর্ষে, সুরদ্বেষী (রাহুর) অর্দ্ধবর্ষে ও সূর্য্য-গ্রহণে বর্ষ পর্য্যন্ত এবং ত্বাষ্ট্র ও কীলকের পাক সদ্যঃ হইয়া থাকে। ২। ধূমকেতুর ত্রিমাসে, শ্বেতের সপ্তরাত্র্যন্তে এবং পরিবেষ, ইন্দ্রচাপ, সন্ধ্যা ও অভ্রসূচী সকলের সপ্তাহ পর্য্যন্ত পাক হইয়া থাকে। ৩। শীতোষ্ণের ব্যতিক্রম, অকালজাত ফল-পুষ্পাদি,

দিগ্‌দাহ, স্থির ও চরের অন্যত্ব এবং প্রকৃতি-বিকৃতির পাক ষণ্মাসে ঘটিয়া থাকে। ৪। অক্রিয়মাণক কার্য্যকরণ (যাহা কখন করে নাই তাহা করা বা অনিচ্ছায় করা অথবা হঠাৎ করা), ভূমিকম্প, অনুৎসব, দুরিষ্ট, অশোষ্যের শোষণ ও স্রোতের অন্যত্ব; ইহার ফল ষণ্মাসে হইয়া থাকে। ৫। স্তম্ভ, কুশূল ও পূজার জল্পিত, রুদিত, প্রকম্পিত এবং স্বেদ অথবা কলহ, ইন্দ্রধনু ও নির্ঘাত; ইহাদের পাক মাসত্রয়ে হইয়া থাকে। ৬। কীট, মূষিক, মক্ষিকা ও উরগের বাহুল্য-যুক্ত মৃগ, বিহঙ্গ ও মারুত অথবা জলে লোষ্ট্রের তরণ, এই সকল তিন মাসে বিপাক প্রাপ্ত হয়। ৭। অরণ্যে কুক্কুরগণের প্রসব, বন্যগণের গ্রামে সম্প্রবেশ, মধুনিলয়, তোরণ ও ইন্দ্রধ্বজ; এই সকল একবর্ষে বা কিঞ্চিদধিক বর্ষে বিপাক প্রাপ্ত হয়। ৮। শৃগাল ও গৃধ্রসমূহ দশ দিবসে এবং তূর্য্যরব সদ্যঃ ফলপাক প্রাপ্ত হয়। আক্রুষ্ট, বল্মীক ও পৃথিবী-বিদারণ একপক্ষে পাকজনিত ফল পায়। ৯। অনগ্নি-প্রদেশের প্রজ্বলন এবং ঘৃত, তৈল ও বসাদিবর্ষণ সদ্যঃ পাকপ্রাপ্ত হয় আর জনাপবাদ সার্দ্ধ সপ্তদিবসে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ১০। ছত্র, চিতি, যূপ, হুতবহ ও বীজগণের পাক সপ্তপক্ষে হয়। কেহ কেহ বলেন, ছত্র ও তোরণের ফল মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করে। ১১। অত্যন্ত বিরুদ্ধগণের পরস্পর স্নেহ, আকাশে ভূতগণের শব্দ এবং মার্জ্জার ও নকুলের সহিত মূষকের সঙ্গ; ইহার ফল এক মাসে হয়। ১২। গন্ধর্ব্ব-পুর, রসবিকৃতি ও হিরণ্যবিকৃতি মাস পর্য্যন্ত পাকপ্রাপ্ত হয় এবং দিক্‌ সকল ধ্বজ, আলয়, পাংশু ও ধূম দ্বারা আকুল হইলে এক মাসে ফল পায়। ১৩। অশ্বিনী অবধি পুষ্যা পর্য্যন্ত নক্ষত্রগণ ক্রমে নব, এক, অষ্টাদশ, এক, এক, ষট্‌, তিন ও তিন সংখ্যক মাস পরে ফল পাকপ্রাপ্ত হয় ও অশ্লেষার ফল সদ্যঃই হইয়া থাকে। ১৪। মঘা হইতে মূলা পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকল ক্রমে ক্রমে এক, ষট্‌, ষট্‌, ত্রি, অর্দ্ধ, অষ্ট, ত্রি, ষট্‌, এক ও এক মাসে; পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া চতুর্মাসে এবং অভিজিৎতারা সদ্যঃ পাক প্রাপ্ত হয়। ১৫। শ্রবণাদি নক্ষত্র সকল যথাসংখ্যক সপ্ত, অষ্ট, অধ্যর্দ্ধ (সাড়ে সাত দিন) ত্রি, ত্রি ও

পঞ্চমাসে পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। যদি কথিত সময়ে ফল দৃষ্ট না হয়, তবে তদ্দ্বিগুণ সময়ে অধিকতর ফল পায়; কিন্তু কনক, রত্ন ও গো প্রদানাদি শান্তি দ্বারা দ্বিজগণ কর্তৃক যদি বিধিবৎ উপশমিত না হয়, তবেই দ্বিগুণ সময়ে পাক হইবে। ১৭।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

---

# অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## নক্ষত্রগুণ।

শিখি (৩), গুণ (৩), রস (৬), ইন্দ্রিয় (৫), অনল (৩), শশী (১), বিষয় (৫), গুণ (৩), ঋতু (৬), পঞ্চ (৫), বসু (৮), পক্ষ (২) বিষয় (৫), এক (১), চন্দ্র (১), ভূত (১৪), অর্ণব (৪), অগ্নি (৩), রুদ্র (১১), অশ্বি (১), বসু (৮), দহন (৩), ভূত (১৪), শত (১০০), পক্ষ (২), বসু (৮) এবং দ্বাত্রিংশৎ (৩২); ইহা তারকা-পরিমাণ অর্থাৎ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের যোগতারা। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের ফল ক্রমশঃ তারা-প্রমাণা-নুসারী হইয়া থাকে। ১।২। উদ্বাহে নক্ষত্রজাত সদসৎ ফল সকল তারকা পরিমিত বর্ষে ফলিত হয়। তারা-প্রমাণ দিবসে জ্বরের বা অন্য ব্যাধির নাশ কথিত হইয়া থাকে। ৩। অশ্বি, যম, দহন, কমলজ, শশী, শূলভৃৎ, অদিতি, জীব, ফণী, পিতৃগণ, যোনি, অর্য্যমা, দিনকর, ত্বষ্টা, পবন, শক্রাগ্নি, মিত্র, শক্র, নির্ঋতি, তোয়, বিশ্ব, বিরিঞ্চি হরি, বসু, বরুণ, অজপাদ, অহিব্রধ্ন ও পূষা, ইহাঁরা যথাক্রমে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের দেবতা। ৪।৫ তাহাদিগের মধ্যে রোহিণী ও তিনটী উত্তরা, ইহাতে ধ্রুব-গণ হয়। ধ্রুবগণে অভিষেক, শান্তি, তরু, নগর, ধর্ম্ম, বীজ ও ধ্রুবকার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ৬। মূলা, শিব শক্র, ও ভূজগ এই কয়টী যাহাদিগের অধিপতি, তাহারা তীক্ষ্ণগণ। সেই সকল নক্ষত্রে অভিঘাত, মন্ত্র, বেতাল, বন্ধ, বধ ও ভেদ সম্বন্ধী কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। ৭।

পূর্ব্বাত্রয়, ভরনী ও পিত্র্যনক্ষত্রে উগ্রগণ হয়; ইহারা উৎসাদন, নাশ ও শাঠ্য এবং বন্ধন, বিষ, দহন ও শস্ত্রঘাত প্রভৃতির সিদ্ধিলাভ জন্য যোজনীয়। ৮। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যাতে লঘুগণ; ইহাতে পুণ্য, রতি, জ্ঞান, ভূষণ ও কালা, শিল্প, ঔষধ ও যানাদি সিদ্ধিকর বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়াছে। ৯। অনুরাধা, চিত্রা, পৌষ্ণ ও ঐন্দব নক্ষত্র সকল মৃদুবর্গ, এই নক্ষত্রগণ সুরত, বিধি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গল, গীত ও মিত্র বিষয়ে হিতকর হয়। ১০। বিশাখা ও কৃত্তিকানক্ষত্রে মৃদুতীক্ষ্ণগণ, ইহারা বিমিশ্র-ফলকারী হইয়া থাকে। শ্রবণানক্ষত্র হইতে নক্ষত্রত্রয়, আদিত্য ও অনিল নক্ষত্র সকল চরগণ; ইহারা চরকর্ম্মে হিতকর হইয়া থাকে। ১১। হস্তাদি নক্ষত্রত্রয়, মৃগশিরা, শ্রবণাদি নক্ষত্রত্রয়, পুষ্য, অশ্বিনী, শক্র গুরুসংক্রান্ত নক্ষত্র ও পুনর্ব্বসু; ইহারা—কর্ম্মীর শুভ তারা ও শুভচন্দ্র যুক্ত হইলে, ইহাদের উদয়ক্ষণে ক্ষৌর কার্য্য হিতকর হয়। ১২। স্নাতমাত্র, গমনোৎ-সুক, ভূষিত, অভ্যক্তাঙ্গ, ভুক্ত, রণকাল ও নিরাসন হইয়া এবং সন্ধ্যা ও নিশাকালে; মঙ্গল, শনি ও রবিবার দিনে; রিক্তা তিথিতে; নবম-দিবসে ও বিষ্টিকরণে ক্ষৌরকর্ম্ম হিতকর নহে। ১৩। নৃপগণের আজ্ঞায়, ব্রাহ্মণগণের সম্মতিতে, বিবাহকালে, মৃত ও সূতক জনিত অশৌচান্তে, বন্ধের মোচনে ও যজ্ঞাদিদীক্ষায় ক্ষুরকর্ম্ম সকল নক্ষত্রেই প্রশস্ত। ১৪। হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা; এই সকল নক্ষত্র পুং-সংজ্ঞিত কার্য্যে শুভকর হয়। ১৫। হস্তা, রেবতী, স্বাতী, অনুরাধা, পুষ্যা, চিত্রা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে; চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত ও মৌঞ্জীমোক্ষণাদি কার্য্য সকল করিতে হয়। ১৬। লগ্নের তৃতীয় ও একাদশ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে; রাশি ও লগ্ন শুভ-গ্রহের ক্ষেত্র হইলে; লগ্ন ও রাশিতে পাপগ্রহ না থাকিলে; অথবা বৃহস্পতির রাশি অর্থাৎ ধনু ও মীন লগ্ন হইলে; পুষ্যা, মৃগশিরা, চিত্রা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রে কর্ণবেধ করিতে হয়। ১৭। লগ্নের দ্বাদশ, কেন্দ্র অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থান শুদ্ধ হইলে, পাপগ্রহগণ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশগত হইলে; বৃহস্পতি ও শুক্র লগ্ন বা কেন্দ্রগত হইলে; কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভাগীর রাশি (জন্মরাশি) উদিত (লগ্ন) হইলে; অথবা

গ্রাম্যরাশি ( মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, বৃশ্চিক, ঘট ) ও স্থির রাশি ( বৃষ, সিংহ, বিছা, কুম্ভ ) লগ্ন হইলে সমস্ত কার্য্যের আরম্ভই শুভকর হয় এবং ইহাতে গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। ১৮।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

---

# নবনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

## তিথি ও করণ গুণ।

ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম. ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি; এই সমস্ত দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। ১। আর অমবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞাসদৃশ ক্রিয়া সকল উক্ত উক্ত তিথিকে সাধন করা কর্ত্তব্য। সেই তিথি সকল নন্দা, ভদ্রা, বিজয়া, রিক্তা ও পূর্ণা ভেদে ত্রিবিধ। ২। যে নক্ষত্রে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, সেই দেবতা-সংক্রান্ত তিথি সকলেও তাহা কর্ত্তব্য এবং করণ বা মুহূর্ত্তেও সেই কর্ম্ম দেবতা সদৃশ হইলে সিদ্ধিকর হয়, যেমন রোহিণীনক্ষত্র ও প্রতিপদ তিথি। ৩। বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বনিজ ও বিষ্টি সংজ্ঞক করণ সকলের ক্রমে ক্রমে অধিপতি ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূমি, শ্রী ও যম। ৪। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ ও কিস্তুঘ্ন করণ হয়। ইহারা ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল এবং ইহাদিগের অধিপতি ক্রমে ক্রমে কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। ৫। ববকরণে শুভ চর স্থির পৌষ্টিক কর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য। বালব নামক করণে ধর্ম্মক্রিয়া ও দ্বিজগণের হিতকর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কৌলবকরণে সম্যক্‌রূপে প্রীতি, মিত্র ও বরণ সকল এবং তৈতিল নামক করণে সৌভাগ্য,সংশ্রয় ও গৃহসঙ্কল্প করা উচিত। ৬। গরকরণে কৃষি, বীজ, গৃহ ও আশ্রয়জাত কার্য্য এবং বণিজকরণে বণিক্-সংযোগ ও ধ্রুবকার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে; আর বিষ্টিকরণ শুভফল বিধান

করে না, কিন্তু পরিঘাত ও বিষাদিতে সিদ্ধিকর হয়। ৭। শকুনিতে পৌষ্টিক, ঔষধাদি, মূল ও মন্ত্র সকল; চতুষ্পদে গো-কার্য্য, দ্বিজ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া রাজ্য করা কর্ত্তব্য। নাগে স্থাবর, দারুণ কর্ম্ম হরণ ও দুর্ভাগ্যজনিত কর্ম্ম সকল করিতে হয়। কিস্তুঘ্নে শুভ ইষ্ট-পুষ্টিকরণ ও মঙ্গল্য-সিদ্ধিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ৮।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

---

# শততম অধ্যায়।

—:০:—

## বৈবাহিক নক্ষত্র ও লগ্ন।

রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতীনক্ষত্রে; কন্যা, তুলা ও মিথুন লগ্ন উদিত হইলে; ঐ লগ্নের সপ্তম ও অষ্টম ভিন্ন স্থানে শুভগ্রহগণ অবস্থিত হইলে; বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে; পাপগ্রহগণ ঐ লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও একাদশ স্থানে থাকিলে; কিন্তু ঐ লগ্নের ষষ্ঠে শুক্র ও অষ্টমে মঙ্গল না থাকিলে; সেই দিবসে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। ১। দম্পতি অর্থাৎ বর ও কন্যা, এতদুভয়ের জন্মরাশি পরস্পরের দ্বিতীয়, নবম ও অষ্টম না হইলে, অর্থাৎ মেলক-বিচারে দ্বির্দ্বাদশ, নবপঞ্চম বা ষড়ষ্টক মেলক না হইলে; উভয়ের রবি চারশুদ্ধ অর্থাৎ গোচরশুদ্ধ হইলে; চন্দ্র—রবি, শনি, মঙ্গল ও শুক্রের সহিত যুক্ত না হইলে অথবা দুইটী পাপগ্রহের মধ্যগত হইলে; ব্যতিপাত ও বৈধৃতিভিন্ন যোগে; বিষ্টিভিন্ন করণে; রিক্তাভিন্ন তিথিতে; শুভগ্রহের বারে; উত্তরায়ণে; চৈত্র ও পৌষ ভিন্ন মাসে এবং অন্য নিন্দ্য লগ্নের মানুষ-নবাংশ উদিত হইলে, বিবাহ প্রশস্ত হইয়া থাকে। ২।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

---

# একাধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

## নক্ষত্র-জাতক।

অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে মনুষ্য প্রিয়ভূষণ, সুরূপ, সুভগ, দক্ষ ও মতিমান্ হয়। ভরণীতে জন্মিলে কৃতনিশ্চয়, সত্যবাদী, রোগ-বর্জ্জিত, দক্ষ ও সুখী হয়। ১। কৃত্তিকাতে হইলে নর বহুভুক্, পরদাররত, তেজস্বী ও বিখ্যাত এবং রোহিণীতে জন্মিলে সত্যবাদী, শুচি, প্রিয়-বাদী, স্থির ও সুরূপ হইয়া থাকে। ২। মৃগশিরানক্ষত্রে চঞ্চল, চতুর, ভীরু, পটু, উৎসাহী, ধনী ও ভোগী এবং আর্দ্রানক্ষত্রে শঠ, গর্ব্বিত, প্রচণ্ড, কৃতঘ্ন, হিংস্র ও পাপরত হয়। ৩। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে মানব জন্মিলে দমগুণযুক্ত, সুখী, সুশীল, দুর্ম্মেধাঃ, রোগভাক্, পিপাসু এবং অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ৪। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মানব শান্তাত্মা, সুভগ, পণ্ডিত, ধনী ও ধর্ম্মসংশ্রিত এবং অশ্লেষানক্ষত্রে শঠ, সর্ব্বভক্ষ্য, পাপী, কৃতঘ্ন ও ধূর্ত্ত হয়। ৫। মঘানক্ষত্রে জন্মিলে বহুভৃত্য, বহুধন, ভোগী, সুর-পিতৃগণের ভক্ত ও মহা-উদ্যমযুক্ত এবং পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে প্রিয়বাদী, দাতা, দ্যুতিমান্, ভ্রমণকারী ও নৃপ-সেবক হয়। ৬। উত্তরফল্গুনীতে জন্মগ্রহণ করিলে মানব সুভগ, বিদ্যালব্ধধন, ভোগী ও সুখী হয় এবং হস্তাতে জন্ম গ্রহণ করিলে উৎসাহী ধৃষ্ট, পানকারী, ঘৃণারহিত ও তস্কর হয়। ৭। চিত্রানক্ষত্রে চিত্রাম্বর ও মাল্যধারী, সুলোচন ও সুন্দরাঙ্গ এবং স্বাতিতে দান্ত, বণিক্, কৃপালু, প্রিয়বাদী ও ধার্ম্মিক হয়। ৮। বিশাখানক্ষত্রে জাত মানব ঈর্ষাপরবশ, লুব্ধ, দ্যুতিমান্, বাক্পটু ও কলহকারী এবং অনুরাধায় ধনী, বিদেশবাসী, ক্ষুধালু ও পর্য্যটনশীল হইয়া থাকে। ৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে সন্তুষ্ট, ধর্ম্মকারী, প্রচুর-কোপসম্পন্ন ও অবহুমিত্র হয় এবং মূলানক্ষত্রে মানী, ধনবান্, সুখী, অহিংস্র, স্থির ও ভোগী হইয়া থাকে। ১০। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে হইলে ইষ্টানুরূপ আনন্দ ও কলত্রযুক্ত, বীর ও দৃঢ়-সৌহৃদ্যসম্পন্ন

এবং উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে বিনীত, ধার্ম্মিক, বহুমিত্র, কৃতজ্ঞ ও সুভগ হয়। ১১। শ্রবণানক্ষত্রে জাত নর, শ্রীমান্, শ্রুতবান্, উদারদার, ধনান্বিত ও বিখ্যাত এবং ধনিষ্ঠায় ধনলুব্ধ, দাতা, ধনবান্, শূর ও গীতপ্রিয় হইয়া থাকে। ১২। শতভিষানক্ষত্রে স্ফুটবাদী, ব্যসনী, রিপুঘাতক, সাহসিক ও দুর্গ্রাহ্য এবং পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে উদ্বিগ্ন, স্ত্রী-জিতধন, পটু ও অদাতা হইয়া থাকে। ১৩। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জাত মানব, বক্তা, সুখী, প্রজাবান্, জিতশত্রু ও ধার্ম্মিক এবং রেবতীনক্ষত্রে জন্ম সম্পূর্ণাঙ্গ সুন্দর, শূর, শুচি ও অর্থবান্ হয়। ১৪।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

---

# দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

## রাশিবিভাগ।

অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথমপাদে মেষরাশি এবং কৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ, রোহিণী ও মৃগশিরার প্রথম অর্দ্ধেক বৃষরাশি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১। মৃগশিরার অপরার্দ্ধ, আর্দ্রা এবং পুনর্ব্বসুর পাদত্রয়, ইহাতে মিথুন এবং পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষায় কর্কট রাশি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২। অনন্তর সিংহরাশি—মঘা, পূর্ব্ব-ফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত এবং উত্তরফল্গুনীর অব-শিষ্টাংশ, হস্তা ও চিত্রার প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশি নামে প্রসিদ্ধ। ৩। তুলায় চিত্রার অপরার্দ্ধ, স্বাতি ও বিশাখার পাদত্রয় এবং বৃশ্চিকে বিশাখার অপর পাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অবস্থিত। ৪। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথমপাদ ধনূরাশি এবং মকররাশি উত্তরাষাঢ়ার অপর ত্রিপাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধ। ৫। ধনিষ্ঠার অপরার্দ্ধ, শত-ভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদার পূর্ব্ব ত্রিপাদে কুম্ভরাশি এবং পূর্ব্বভাদ্রপদার অবশিষ্ট পাদ, উত্তরভদ্রাপদা ও রেবতীতে মীনরাশি হইয়া থাকে। ৬।

(ইহার সংক্ষেপ) অশ্বিনী, মঘা ও মূলানক্ষত্রের আদিতেই যথাক্রমে মেষ, সিংহ ও ধনু রাশি আরব্ধ। কিন্তু ইহারা বিষম-নক্ষত্র অর্থাৎ তৃতীয় তৃতীয় নক্ষত্রের পাদবৃদ্ধি দ্বারা যথোত্তরে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

---

## ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

### বিবাহপটল।

যে সময়ে নারীগণের বিবাহ হয়, সেই সময়ের লগ্নে রবি বা মঙ্গল থাকিলে সেই নারী বিধবা হয়। লগ্নে রাহু থাকিলে সন্তানের বিপদ, শনি থাকিলে কন্যা দরিদ্রা, শুক্র, বুধ বা বৃহস্পতি থাকিলে সাধ্বী এবং বিবাহ-লগ্নে চন্দ্র থাকিলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ১। বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয় রাশিতে রবি, শনি, রাহু বা মঙ্গল থাকিলে নিরন্তর অত্যন্ত দারিদ্র্য করিয়া থাকে। বৃহস্পতি, বুধ বা শুক্র থাকিলে পতিবত্নী ও ধনবতী হয় এবং বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে রমণীকে অত্যন্ত সন্তানবতী করিয়া থাকে। ২। বিবাহ-লগ্নের তৃতীয় স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে রমণী সর্ব্বদা বহুসুতা ও ধনান্বিতা হয়। শনৈশ্চর দ্বিতীয়ে থাকিলে সুভগা হয় এবং রাহু বিদ্যমান থাকিলে কন্যার মৃত্যু হয়। ৩। যদি বিবাহ-লগ্নের চতুর্থ স্থানে শনি থাকে, তবে সেই রমণীর সামান্য মাত্র দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, সূর্য্য বা চন্দ্র থাকিলে দৌর্ভাগ্য হয়, রাহু থাকিলে কন্যা সপত্নীশালিনী হয়, মঙ্গল থাকিলে অল্পধনা এবং বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে সুখিনী হয়। ৪। বিবাহ-লগ্নের পঞ্চম স্থানে যদি রবি বা মঙ্গল থাকে, তবে সেই রমণীর সন্তান জীবিত থাকে না, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে অত্যন্ত পুত্রবতী হয়, রাহু থাকিলে মৃত্যু হয় এবং চন্দ্র থাকিলে শীঘ্র রমণীকে কন্যা-জননী

করিয়া থাকে। ৫। যদি বৈবাহিক লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে শনি, রবি, রাহু, বৃহস্পতি বা মঙ্গল থাকে, তবে সুন্দরী ও শ্বশুরানুরক্তা হয়। চন্দ্র থাকিলে বিধবা হয়, শুক্র থাকিলে দরিদ্রা হয় এবং বুধ ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে রমণী ধনবতী ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। ৬। বিবাহ-লগ্নের সপ্তমে শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, রাহু, রবি, চন্দ্র বা শুক্র থাকিলে রমণী যথাক্রমে বৈধব্য, বন্ধন, বধ, ক্ষয়, অর্থনাশ, ব্যাধি, প্রবাস ও পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে। ৭। বিবাহ-লগ্নের অষ্টম স্থানে বুধ ও বৃহস্পতি থাকিলে নিরন্তর বিয়োগ হয়; চন্দ্র, শুক্র বা রাহু থাকিলে মৃত্যু হয়; রবি থাকিলে পতিব্রতা হয়; মঙ্গল থাকিলে রোগান্বিতা হয় এবং শনি থাকিলে ধনবতী ও পতিবল্লভা হয়। ৮। যদি বিবাহ-লগ্নের নবম স্থানে শুক্র, শনি, মঙ্গল বা বৃহস্পতি থাকে, তবে সেই রমণী ধার্ম্মিকা হয়; বুধ থাকিলে নীরোগা হয়; রাহু ও শনি থাকিলে বন্ধ্যা হয় এবং চন্দ্র থাকিলে কন্যাজননী ও ভ্রমণশালিনী হইয়া থাকে। ৯। রাহু যদি কোন রমণীর বিবাহ-লগ্নের দশম স্থানে অবস্থান করে, তবে সেই রমণী বিধবা হয়, রবি বা শনি থাকিলে পাপ-রতা হয়, মঙ্গল অবস্থান করিলে অর্থরহিতা, চন্দ্র থাকিলে কুলটা এবং অবশিষ্ট গ্রহগণ দশম স্থানে অবস্থান করিলে ধনবতী ও সুভগা হইয়া থাকে। ১০। যে নারীর বৈবাহিক-লগ্নের একাদশে রবি থাকে, সে অত্যন্ত পুত্রবতী হয়। চন্দ্র থাকিলে ধনিনী, মঙ্গল থাকিলে পুত্রবতী ও শনি থাকিলে ধনাঢ্যা হয়। বিবাহ-লগ্নের দশম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করিলে আয়ুষ্মতী হয়, বুধ থাকিলে সমৃদ্ধা হয়, রাহু থাকিলে পতিবর্জ্জী হয় এবং শুক্র থাকিলে অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। ১১। যাহার বিবাহকালীন লগ্নের দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি বিদ্যমান থাকে, সেই কামিনী ধনান্বিতা হয়, রবি থাকিলে দরিদ্রা হয়, চন্দ্র থাকিলে ধনব্যয়কারিণী, রাহু থাকিলে কুলটা, শুক্র থাকিলে সাধ্বী, বুধ থাকিলে অত্যন্ত পুত্রপৌত্রবতী এবং শনি বা মঙ্গল থাকিলে পানাসক্তহৃদয়া হইয়া থাকে। ১২। দিবসের শেষভাগে গোপগণ যখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে করিতে গোগণকে গৃহে প্রত্যানয়ন করে, তৎকালে সেই গোপ-যষ্ট্যাহত গো-গণের খুরপুট দ্বারা বিদলিত হইয়া

আকাশমার্গে যে ধূলিপটল উড্ডীন হয়, তাহাই গোধূলি। এই গোধূলিতে সুন্দরীগণের বিবাহ হইলে তাহারা অত্যন্ত ধনান্বিতা, পুত্রবতী, আরোগ্যযুক্তা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। গোধূলি সময়ে কি নক্ষত্র, কি তিথি, কি করণ, কি লগ্ন, কি যোগ; কিছুরই বিচার করিতে হয় না; ইহা এইরূপে প্রসিদ্ধ। কারণ গো-ধূলি * উত্থিত হইয়া পুরুষগণের পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে। ১৩।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

---

# চতুরধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

## গোচরফল।

যে সকল পুরাতন রত্নের ছিদ্র সকল প্রকাশ হইয়াছে, তাহারাও যদি সূত্র ব্যতীত কৃত হয় অর্থাৎ সুন্দর ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা যেরূপ নূতন নূতন গুণ দ্বারা ভূষিত করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ প্রকাশিত-ছিদ্র চিরন্তন শাস্ত্র সকলও সূত্র ব্যতিরেকে নিবদ্ধ হইলেও নূতন নূতন গুণ দ্বারা প্রায়ই শোভিত করিতে সক্ষম হয়. অতএব, গ্রহগণের গোচরফল অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া. আমি নানাপ্রকার বৃত্ত ( ছন্দঃ ) দ্বারা সেই গোচরফল সকল প্রকাশিত করিতেছি; সুতরাং আর্য্য পণ্ডিতগণ আমার 'মুখচপলত্ব' † প্রধান-চাপল্য ক্ষমা করুন। ( আমি এই গ্রন্থে নানাবিধ ছন্দঃ প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহাদিগের সূত্র প্রায়ই থাকিবে না ) ১—২। যাঁহারা মাণ্ডব্য

---

* গোরজো ধান্যধূলিশ্চ পুত্রস্যালিঙ্গনে রজঃ।
বিপ্রপাদরজো রাজন্ হন্তি দারুণ্যদুষ্কৃতম্ ॥ মহাভারত।

† এই অধ্যায়ে ( ' ' ) এই চিহ্নের মধ্যে যে কথা থাকিবে, তাহা ছন্দের নাম; অর্থাৎ শ্লোকটী সেই ছন্দঃ দ্বারা রচিত; ঐরূপ লঘু গুরু বিন্যাস বিশিষ্ট হইলেই সেই ছন্দঃ হইবে। যতগুলি ছন্দঃ এই অধ্যায়ে নাম যুক্ত আছে, তাহার পংক্তি ও গণের সহিত লঘু-গুরু-বিন্যাসটী ১০৪ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বিবৃত করিব।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, আমার বাক্যে তাঁহাদিগের রুচি হইবে না; অথবা এ-কথা বলাও উচিত নহে; কারণ, সাধ্বী রমণী পুরুষগণের যে প্রকার প্রিয়া হয়, 'জঘনচপলা' চঞ্চলনিতম্বা রমণী কি তাঁহাদিগের সে প্রকার প্রিয়া হয় না? ৩। (জন্মরাশি অর্থাৎ জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকিবে, সেই স্থান হইতে গোচর-বিচার করিতে হয়।) গোচরে সূর্য্য যদি ষষ্ঠ, তৃতীয় বা দশম স্থানে থাকে; চন্দ্র যদি তৃতীয়, দশম, ষষ্ঠ, আদ্য বা সপ্তম স্থানে থাকে; গুরু যদি সপ্তম, নবম, দ্বিতীয় বা পঞ্চম গত হয়; শনি ও মঙ্গল যদি তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে থাকে; বুধ যদি দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দশম স্থানে অবস্থিত হয় এবং যে কোন গ্রহ যদি একাদশে থাকে, তবে তাহারা শুভপ্রদ হইয়া থাকে; আর শুক্র যদি সপ্তম, ষষ্ঠ বা দশম স্থানে থাকে, তবে 'শার্দ্দূল'বৎ (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত) ত্রাসকারী হয়। ৪। গোচরে সূর্য্য যদি জন্মরাশিতে থাকে, তবে আয়াস, বিত্ত-নাশ, কোষ্ঠরোগ ও পথভ্রমণ ঘটে। দ্বিতীয় স্থানে সূর্য্য থাকিলে ধননাশ, অসুখ, বঞ্চনা ও চক্ষুরোগ হয়; তৃতীয় স্থানে সূর্য্য থাকিলে স্থানপ্রাপ্তি, ধননিচয়, আহ্লাদ, মঙ্গল ও শত্রুনাশ হয় এবং চতুর্থ স্থানে রবি থাকিলে রোগ ও 'স্রগ্ধরা'-ভোগ মাল্য ও পৃথিবীভোগে বিঘ্ন ঘটে। পঞ্চম স্থানে রবি থাকিলে নানাবিধ রোগজন্য পীড়া হয়; ষষ্ঠস্থানে থাকিলে রোগ, শোক ও শত্রুর নাশ হইয়া থাকে। সপ্তমস্থ হইলে পথভ্রমণ, জঠর-রোগ ও দীনতা হয়; অষ্টমস্থ হইলে রোগ, কাস ও স্বীয় বনিতাও 'সুবদনা' সুমুখী হয় না। রবি নবম স্থানে থাকিলে আপদ, দীনতা, রোগ ও চিত্ত-চেষ্টা-বিরোধ হয়; দশম স্থানে থাকিলে অতিশয় জয় ও কর্ম্মসিদ্ধি; একাদশে 'সুবৃত্ত'চেষ্টা সুব্যবহার-চেষ্টা এবং দ্বাদশ স্থানে দুর্বৃত্তচেষ্টা ঘটিয়া থাকে। ৫—৭। চন্দ্র জন্মস্থ হইলে অন্ন, প্রবর-শয়ন ও আচ্ছাদনকর হয়; দ্বিতীয়স্থ হইলে মান ও অর্থের গ্লানি এবং বিঘ্ন হয়। চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে বস্ত্র, স্ত্রী, ধনসমূহ ও সৌখ্যলাভ হয় এবং চতুর্থস্থ হইলে 'শিখরিণি' পর্ব্বতে যেমন সর্পের অবিশ্বাস, সেইরূপ অবিশ্বাস হয়। চন্দ্র পঞ্চস্থ হইলে

দৈন্য, ব্যাধি, শোক ও পথের বিঘ্ন উৎপাদন করে। ষষ্ঠস্থ হইলে ধন, সুখ এবং শত্রু ও রোগক্ষয় করে। চন্দ্র সপ্তমস্থ হইলে যান, মান, শয়ন, অশন ও বিত্তলাভ হয় এবং চন্দ্র অষ্টমস্থিত হইলে সর্প দ্বারা 'মন্দাক্রান্ত' সামান্য আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কাহার না ভয় হয়? চন্দ্র নবম-গৃহগত হইলে বন্ধন, উদ্বেগ, শ্রম ও উদররোগ প্রদান করে, দশম ভবনগত হইলে আজ্ঞা ও কর্ম্মের সিদ্ধিকর হয়; উপান্তগত (একাদশ-স্থিত) হইলে উপচয়, সুহৃৎসংযোগ জনিত প্রমোদ এবং অন্তস্থিত (দ্বাদশস্থ) হইলে ব্যয়সমন্বিত 'বৃষভচরিত' দোষ সকল করিয়া থাকে। ৮—১০। মঙ্গল প্রথমস্থ হইলে অভিঘাত, দ্বিতীয়স্থ হইলে কলহ, শত্রু ও দোষ দ্বারা রাজপীড়া এবং যে 'উপেন্দ্রের বজ্র' সদৃশ হইলেও অত্যন্ত পিত্ত, অনল-জনিত রোগ ও চৌরগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। মঙ্গল তৃতীয়গত হইলে চৌর ও কুমারকের সমীপ হইতে এই সকল ফল হয়, যথা—প্রদীপ্তি, আজ্ঞা, পালন, ধন, ঊর্ণাবস্ত্র ধাতু ও আকরজাত দ্রব্য এবং অপর দ্রব্য সকল লাভ। মঙ্গল চতুর্থগত হইলে জ্বর ও জঠররোগ, অসৃগুদ্ভব (রক্তোদ্ভব) পীড়া হয় এবং বলপূর্ব্বক কুপুরুষসঙ্গম হইতে 'ভদ্রিকা' অশুভ করিয়া থাকেন। মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে লোকের রিপু, পীড়া ও কোপ হইতে ভয় এবং তনয়কৃত শোক লাভ হয়, আর তাহার দ্যুতি কপির মস্তকস্থিত 'মালতী'র মালতী-পুষ্পমালার ন্যায় চিরস্থিরা হয় না। মঙ্গল ষষ্ঠস্থ হইলে লোকে রিপু ভয়-বিহীন, কলহ-বিবর্জ্জিত হয় আর কনক, বিক্রম ও তাম্রলাভ এবং তাহাকে কি 'অপর-বক্ত্র' পরমুখ বিকার দর্শন করিতে হয়? মঙ্গল সপ্তমগত হইলে স্ত্রীর সহিত কলহ, চক্ষুরোগ ও জঠররোগ প্রদান করে; অষ্টমস্থ হইলে লোক ক্ষরণশীল রুধির দ্বারা রুক্ষিত ও ব্যয়িতবিত্ত হয় এবং নবমসংস্থিত হইলে লোক পরিভব ও অর্থনাশ প্রভৃতিতে বলহীনদেহ ও ধাতুক্ষয় দ্বারা 'বিলম্বিতগতি' জড়প্রায় হয়। ১৬। মঙ্গল দশম-গৃহগত হইলে লোকের বিবিধ ধন প্রাপ্তি; উপান্ত্যগত (একাদশস্থ) হইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ও তিনি 'পুষ্পি-তাগ্র' অত্যন্ত প্রস্ফুটিত পুষ্পিতাগ্রবনে ভ্রমরের ন্যায় উপরিস্থিত হইয়া

জনপদ ভোগ করেন। মঙ্গল দ্বাদশগত হইলে মানব নানাবিধ ব্যয় ও শত প্রকার অনর্থ কর্তৃক সন্তপ্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি 'ইন্দ্রবংশ'-অভিজনন প্রধানকুলজাত বলিয়া গর্ব্বিত হইলেও স্ত্রীকোপ পিত্ত-নেত্র-বেদন সমন্বিত হইয়া থাকে। ১১—১৮। বুধগ্রহ জন্মস্থ হইলে লোকগণ দুষ্ট-বাক্য, পিশুনতা, অহিতভেদ, বন্ধন ও কলহ দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হয় ও পথে গমন করিতে করিতে 'স্বাগত' সুখাগত বিষয়েও কুশল শ্রবণ করিতে পায় না। বুধ দ্বিতীয়গত হইলে লোকের পরিভব ও ধনলাভ; তৃতীয়স্থানগত হইলে সুহৃৎপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু সে নৃপতি ও শত্রুজনিত ভয় দ্বারা শঙ্কিত-চিত্ত হইয়া স্বীয় দুশ্চরিত হেতু 'দ্রুতপদে' * শীঘ্র গমন করে। বুধ চতুর্থ-গত হইলে স্বজন ও কুটুম্ববৃদ্ধি এবং ধনাগম হইয়া থাকে; পঞ্চমস্থ হইলে তনয় ও কলত্র সহ বিগ্রহ হয় আর লোকে 'রুচিরা' সুন্দরী-স্ত্রী নিষেবণ করে না। বুধ ষষ্ঠগত হইলে সৌভাগ্য, বিজয় এবং উন্নতি লাভ; বুধ সপ্তমস্থ হইলে অত্যন্ত কলহ ও বিবর্ণত্ব করিয়া থাকে। অষ্টমস্থ হইলে সুত, জয়, বস্ত্র ও বিত্ত লাভ হয় এবং বুদ্ধি-'প্রহর্ষণী'র নৈপুণ্য লাভ হয়। নবমস্থ বুধ বিঘ্নকর এবং দশমগত হইলে শত্রুনাশ, ধন ও দন্তনির্ম্মিত গৃহমধ্যে চিত্রকম্বলময় আস্তরণ বিশিষ্ট শয্যায় প্রমদা সমন্বিত শয়ন বিধান করে। বুধ একাদশগত হইলে ধন, সুখ, সুত, যোষিৎ, মিত্র ও বাহন প্রাপ্তি জন্য সন্তোষ এবং শুদ্ধ-বাক্য লাভ হইয়া থাকে। আর দ্বাদশস্থ হইলে লোক রিপু, পরিভব ও রোগপীড়িত হইয়া 'মালিনী' মালাধারিণীর সংযোগ জনিত সুখ পরিভোগ করিতে পারে না। ১৯—২৪। বৃহস্পতি জন্মস্থ হইলে লোকের ধন ও বুদ্ধি বিনাশ, স্থানভ্রংশ ও বহু কলহ-সংযোগ হইয়া থাকে; আর বুধ দ্বিতীয়রাশিগত হইলে লোকে শত্রুহীন হইয়া অর্থলাভ করিয়া থাকেন এবং রমণীয় ভার্য্যার মুখপদ্মে 'ভ্রমরবিলসিতে'র ন্যায় বিলাস করিয়া থাকে। বৃহস্পতি তৃতীয়গত হইলে লোকের স্থানভ্রংশ ও কার্য্যে ব্যাঘাতপ্রদ হয়; চতুর্থস্থিত হইলে মানব বন্ধু-জনগণ জাত অনেকবিধ ক্লেশ সকল দ্বারা পীড়িতচিত্ত হইয়া কি গ্রামে,

---

* এই ছন্দটির নামান্তর দ্রুতবিলম্বিত।

কি 'মত্তময়ূর' সমন্বিত বনে, কোথায়ও শান্তিভোগ করিতে পায় না। দেবগুরু পঞ্চম গৃহোপগত হইলে মানবগণ পরিজন, কল্যাণ, পুত্র, হস্তী, অশ্ব ও বৃষ সকল লাভ এবং স্বর্ণসমন্বিত পুর, গৃহ, যুবতী, বসন ও 'মণিগুণনিকর' মণির ন্যায় গুণনিকর লাভ করিয়া থাকে। গুরু ষষ্ঠ-গৃহাগত হইলে, সখীর বদন তিলক দ্বারা উজ্জ্বল হয় না, ভবন সকল ময়ূর ও কোকিল কর্ত্তৃক শব্দিত হয় না এবং 'হরিণপ্লুত' শাব অর্থাৎ উল্লম্ফকারী হরিণশিশু দ্বারা বিচিত্র ভবন সেই লোকের মনে সুখ-প্রদানে সক্ষম হয়, অর্থাৎ তাহার গৃহ বনস্বরূপ হয়। সপ্তম রাশিগত বৃহস্পতি শয়ন, রতিভোগ, ধন, অশন, কুসুম, উপবাহ্য (যান) ও বুদ্ধিসমন্বিত 'ললিতপদা' গীঃ (বাক্য) সকল উৎপাদন করেন; গুরু অষ্টমস্থ হইলে লোকের বন্ধন, ব্যাধি, উগ্রশোক, পথক্লেশ ও মৃত্যুতুল্য রোগ সকল উৎপন্ন হয় এবং নবমস্থ হইলে নৈপুণ্য, আজ্ঞা, পুত্র, কর্ম্ম, অর্থসিদ্ধি ও 'শালিনী' সুন্দরী লাভ হইয়া থাকে। গুরু দশম-স্থানগত হইলে লোকের স্থান, কল্যাণ ও ধনসমূহ নাশ করেন; একাদশ গত হইলে ঐ সকল প্রদান করিয়া থাকেন এবং দ্বাদশ স্থানে গমন করিলে মনুষ্য যদ্যপি 'রথোদ্ধত' রথে উদ্ধত হইয়া গমন করে, তথাপি প্রতিকূল দুঃখ ভোগ করেন। ২৫—৩১। মনুষ্যের জন্মরাশির প্রথম স্থানে শুক্র অবস্থিত হইলে সুরভি মনোহর গন্ধযুক্ত পুষ্প, বস্ত্র প্রভৃতি মদনোপকরণের বৃদ্ধি করেন এবং শয়ন, গৃহ, আসন ও খাদ্যসম্পন্ন সেই ব্যক্তির মদমত্তা 'বিলাসিনী'দিগের বদন-সরোজে ভ্রমরত্বের অনুকরণ সম্পাদন করিয়া থাকে। শুক্র দ্বিতীয়-গৃহগত হইলে পুত্র, অর্থ, ধান্য, রাজমান্য, কুটুম্ব ও হিত সকল লাভ করত লোকে 'বসন্ত-তিলক' বসন্তকালীন তিলকপুষ্পের শোভার ন্যায় শোভা-যুক্ত কেশবিশিষ্ট এবং কুসুম ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত হইয়া সম্যক্‌রূপে কাম সকল সেবন করিয়া থাকে। শুক্র তৃতীয়-স্থানগত হইলে আজ্ঞা, অর্থ, মান, আস্পদ, পুত্র, বস্ত্র ও শত্রুক্ষয় লাভ হয় এবং চতুর্থগত হইলে লোকের সুহৃৎ-সম্মিলন ও রুদ্র বা 'ইন্দ্রবজ্র' ইন্দ্রের বজ্রতুল্য শক্তি বিধান করেন। শুক্র পঞ্চম স্থানে সংস্থিত হইলে লোকের

গুরুপরিতোষ, বন্ধুজনপ্রাপ্তি, পুত্র ও ধনলাভ, মিত্র ও সহায় সম্মিলন এবং শত্রুবলে 'অনবসিত'ত্ব স্থিরত্ব উৎপাদান করেন। ভৃগু ষষ্ঠ-গৃহগত হইলে লোকের পরিভব, রোগ ও তাপ প্রদান করেন; সপ্তমস্থ হইলে স্ত্রীহেতুক অশুভ প্রদান করেন এবং অষ্টম-স্থানগত হইলে লোককে ভবন ও পরিচ্ছদ-প্রদান ও সেই লোক 'লক্ষ্মীবতী' ধনভাগ্যশালিনী ললনাকে পাইয়া থাকে। শুক্র নবমস্থ হইলে লোকে ধর্ম্ম ও বনিতাজনিত সুখভোগী হইয়া অর্থ ও বস্ত্রনিচয় লাভ করে এবং শুক্র দশমস্থ হইলে লোকে অবমান ও কলহ-নিয়মে বলিতে বলিতে জিহ্বায় 'প্রমিতাক্ষর' সামান্য কথা সকল লাভ করে। শুক্র একাদশগত হইলে সুহৃদ্, ধন, অন্ন ও গন্ধ প্রদান করেন এবং দ্বাদশগত হইলে লোকের ধন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু 'স্থির' হইলে (অধিক দিন থাকিলে) বস্ত্র লাভ হয় না। ৩২—৩৮। মনুষ্যের জন্ম-কালীন চন্দ্রমার অধিষ্ঠান স্থানের প্রথম স্থানে শনি অবস্থিত হইলে সেই মনুষ্য বিষ ও অগ্নি দ্বারা হত হয়, স্বজনগণের সহিত বিযুক্ত হয়, বন্ধনযুক্ত ও বধ হয় এবং পরদেশে গমন ও সুহৃৎ-সহিত বাস করিয়া সুত (পুত্র) ও ধন সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া বি—'সুতোৎহটক'—যাচক-তুল্য হইয়া দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করে। শনি গতিক্রমে গোচরে দ্বিতীয়-গৃহগত হইলে লোকে রূপ ও সুখকর্তৃক অপবর্জ্জিততনু ও মদবল-বিহীন হয়; যদ্যপি অন্য গুণ দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন সময়ে ধনসঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহাও তৎকালে 'বংশপত্র-পতিত'—বাঁশপাতা পড়া (পচা) জলের ন্যায় সামান্য ও অলক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। শনি তৃতীয়-গৃহগত হইলে লোকে বহু-ধন, দাস, পরিচ্ছদ, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, হস্তী ও খর সকল লাভ করে; অপরিমিত গৃহ, ঐশ্বর্য্য ও সৌখ্য লাভ করিয়া রোগবিহীন হয় এবং স্বয়ং ভীরু হইলেও অধীন রিপুগণকে 'ধীরললিত' শূরচরিত দ্বারা শাসন করে, শনি চতুর্থ-গৃহগত হইলে মানবগণ, ধন ও ভার্য্যা প্রভৃতি বর্জ্জিত হয় এবং তাহার চিত্ত সর্ব্বত্র অসাধুদুষ্ট ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত'-অনুকারী অর্থাৎ ভুজঙ্গ-গমনানুরূপ কুটিল হয়। শনি পঞ্চস্থ

হইলে লোকে পুত্র ও ধনবিহীন এবং প্রচুর কলহযুক্ত হয়; ষষ্ঠ-স্থানগত হইলে শত্রু ও রোগবর্জ্জিত হইয়া বনিতামুখে 'শ্রীপুট'-ওষ্ঠ পান করিয়া থাকে। শনি সপ্তমস্থ হইলে লোক পথে গমন করিয়া বেড়ায়; অষ্টমগত হইলে স্ত্রী-পুত্রহীন ও দীনোচিত চেষ্টা সম্পন্ন হয় এবং নবমস্থ হইলে শত্রুতা, হৃদ্রোগ ও বন্ধন দ্বারা 'বৈশ্বদেবী' (ধর্ম্ম্যকার্য্যবিশেষ) প্রভৃতি কার্য্যসম্পন্ন ধর্ম্ম্য কার্য্য সকল উচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। শনি দশমগত হইলে লোকের কর্ম্মপ্রাপ্তি, অর্থক্ষয় এবং বিদ্যা ও কীর্ত্তির পরিহাণি হইয়া থাকে। একাদশগত হইলে লোকের অত্যন্ত লাভ, পরস্ত্রী ও অর্থলাভ হয় এবং দ্বাদশস্থান-গত হইলে লোকে শোকসাগরের 'ঊর্ম্মিমালা' সকল লাভ করে। ৩৯—৪৫। মেঘসমূহ যেমন বসন্তকালে কুড়বে বহু জল বিসর্জন (বর্ষণ) করে না; তদ্রূপ এই গ্রহ শুভকারী হইলেও কাল ও পাত্রকে অপেক্ষা করিয়া তদনুরূপ ফলবিধান করেন। ৪৬। সূর্য্য এবং মঙ্গলকে শান্তি-হেতু অর্চ্চনা করিতে হইলে রক্তবর্ণ পুষ্প, গন্ধ, তাম্র, কনক, বৃষ ও বকুল কুসুম, এই সকল দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিবে; ধেনু-প্রদান, শ্বেতপুষ্প, রৌপ্য ও মধুর দ্রব্য দ্বারা চন্দ্রকে এবং শ্বেতপুষ্পাদি ও মদপ্রদ (পুষ্টিকর) দ্রব্য দ্বারা শুক্রের অর্চ্চনা করিবে। শনিকে কৃষ্ণ-দ্রব্য দ্বারা; বুধকে মণি, রৌপ্য ও তিলকপুষ্প দ্বারা এবং গুরুকে পীত দ্রব্য দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। গ্রহগণ পূজায় প্রীত হইলে যদি উচ্চ হইতে পতিত হয়, অথবা 'ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত' ভুজঙ্গের বিজৃম্ভিত (বিস্তারিত) গ্রাস মধ্যে প্রবেশ করে, তথাপি তাহার পীড়া হইবে না। ৪৭। যেরূপ অশুভ বৃষ্টি 'উদ্গতা' উপস্থিতা হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা দ্বারা তাহার শান্তি করিতে পারা যায়, তদ্রূপ শান্তি, জপ, দানে ও দমগুণ এবং সুজনাভিভাষণ ও সুজনসমাগম দ্বারা গোচর-জনিত দোষ সকল বিনাশ করিতে পারা যায়। ৪৮। আর্য্যাবৃত্তের অন্ত-র্গত 'গীতি' ও 'উপগীতি' নামক আর্য্যাদ্বয়, যেমন আর্য্যালক্ষণের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধতুল্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ রবি ও মঙ্গল এবং চন্দ্র ও শনি গ্রহ গোচরে রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ (রাশিপ্রবেশ) ও রাশির পরার্দ্ধে (রাশিত্যাগ

কালে ) গোচরফল প্রদান করিয়া থাকে। ৪৯। আর্য্যালক্ষণের 'উপগীতি' নামক ভেদের মাত্রাবিন্যাসের গণসংপ্রয়োগ যেপ্রকার পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধের সহিত সমভাবাপন্ন; তদ্রূপ বুধগ্রহ গোচরে রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ উভয়স্থলেই সমান ফল প্রদান করে।৫০। আর্য্যাবৃত্তের মধ্যে মধ্যগুরু গণ বিষম গণে পতিত হইলে, সেই গণ যেমন আর্য্যাচ্ছন্দকে বিনাশ করে; আর সেই গণ ( মধ্যগুরুগণ ) যদি ষষ্ঠস্থানে পতিত হয়, তবে তাহাকে যেমন সর্ব্বলঘুত্ব প্রাপিত করে; তদ্রূপ—গুরু বৃহস্পতি বিষম রাশিগত হইলে আর্য্যগণের মধ্যেও বিনাশসাধন করেন; কিন্তু গণদেবতার ন্যায় জন্মরাশির ষষ্ঠস্থান বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট বা আক্রান্ত হইলে মানবগণকে সর্ব্বলঘুত্ব প্রাপিত করেন। ৫১। যেরূপ 'নর্কুটক' * নামক গীত সর্ব্বদাই সমান, তদ্রূপ জন্মকালীন অশুভফলদ বা শুভফলদ গ্রহ যদি যথাক্রমে বলবান্ শুভ-গ্রহ বা অশুভগ্রহ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হয়, তবে তাহারা অশুভ বা শুভ হইলেও পরস্পর ফলের সমতা প্রদান করিয়া থাকে। ৫২। অন্ধের নিকট কামিনীর স-'বিলাস' কটাক্ষ নিরীক্ষণ যেমন নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ নীচস্থান, শত্রুক্ষেত্র বা অস্ত গত গ্রহের উপর যদি শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সমস্তই বিনষ্ট হয়। ৫৩। ছন্দঃশাস্ত্রে যেমন স্কন্ধক ছন্দঃ আর্য্যা-গীতির অনুগমন করে বা মাগধী যেমন বৈতালীয় ছন্দের অনুসরণ করে অথবা গাথা যেমন আর্য্যার † অনুসরণ করে, তদ্রূপ সূর্য্যপুত্র শনি সূর্য্যের অনুগমন করে এবং চন্দ্রসুত বুধ ছন্দানুসারে অর্থাৎ শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের অনুসারী হইয়া ফল দিয়া থাকে। ৫৪। শনি সূর্য্যরশ্মিরাগ হেতু বিকারযুক্ত ও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যগণের পক্ষে পিত্তবৎ আচরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু 'পথ্য' সুপথ্যকারী আর্য্য-গণের সম্বন্ধে সেইরূপ করেন না। ৫৫। যেরূপ মনোবৃত্তির সমাযোগ

---

* সংস্কৃত ও প্রকৃত ভাষায় যে গানের বাক্য সমান থাকে, তাহা নর্কুটক।

† সংস্কৃতে যাহা-আর্য্যাগীতি প্রাকৃততে তাহাই স্কন্ধকা; ঐরূপ সংস্কৃতে যাহা বৈতালীয়, প্রাকৃতে তাহাই মাগধী এবং আর্য্যাকে প্রাকৃতে গাথা বলে।

হেতু 'বক্ত্র' মুখের বিকার হয়, সেইরূপ গ্রহগণ যেরূপ চন্দ্রের সহিত যুক্ত হন, গোচরে তদনুরূপই ফল দিয়া থাকেন। ৫৬। 'শ্লোকে'র সর্ব্বপাদের পঞ্চম বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ যেরূপ লঘু হইয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রহগণ দুঃস্থিত হইলে লোকে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭। যাহা স্বভাবতঃ লঘু বলিয়া ব্যবস্থিত, তাহাও যেমন বৃত্তবাহে (পাদান্তে) গুরুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ গ্রহগণ সুস্থিত হইলে মানবগণ সর্ব্বত্রই গুরুতা প্রাপ্ত হয়। ৫৮। গ্রহ সকল অশুভ হইলে নির্ব্বোধগণ যে কর্ম্ম আত্মবৃদ্ধির জন্য প্রারব্ধ করে, অযথাকৃত 'বৈতালীয়' বেতাল-সম্বন্ধী কার্য্যের ন্যায় সেই কর্ম্ম তাহাদিগকেই বিনাশ করিয়া থাকে। ৫৯। গ্রহ সকলের শুভস্থানে স্থিতি সন্দর্শন করিয়া সেইকালে যে রাজা প্রক্রমণ (আক্রমণ) করেন, তিনি অল্প-পৌরুষসম্পন্ন হইলেও 'ঔপচ্ছন্দসিক' (অনুরোধ-সহকারে) ব্যাপারের পর প্রাপ্ত হন। ৬০। উপচয় (ত্রি, লাভ, রিপু, কর্ম্ম) গত বা লগ্নস্থ সূর্য্যের দিনে (রবিবারে) স্বর্ণ, তাম্র, অশ্ব, কাষ্ঠ, অস্থি, চর্ম্ম, ঔর্ণিক (পশমীদ্রব্য), অদ্রিক্রম, ত্বক্, নখ, ব্যাল, চৌর, আয়ুধীয়, অটবী, ক্রূর, রাজোপসেবা, অভিষেক, ঔষধ, ক্ষৌমবস্ত্র, পণ্যাদি দ্রব্য, গোপালন, কান্তার, বৈদ্যোচিত-কার্য্য, অশ্মকূট, অবদাত কর্ম্ম, বিখ্যাত, শূরের-কার্য্য, যুদ্ধে শ্লাঘ্যপ্রদ, যজ্ঞ ও অগ্নিকার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। সোমবারে চন্দ্রের উদ্গম হইলে অথবা তিনি কেন্দ্র-সংস্থিত হইলে লোকের ভূষণ, শঙ্খ, মুক্তা, পদ্ম, রৌপ্য, অম্বু, যজ্ঞ, ইক্ষু, ভোজ্য, অঙ্গনা, ক্ষীর-সুস্নিগ্ধবৃক্ষ, ক্ষুপ, (ঝোঁপ), অনূপধান্য, দ্রবদ্রব্য, দ্বিপ্রোচিতকার্য্য, অশ্বক্রিয়া, শীতক্রিয়া, শৃঙ্গী দ্বারা কর্ষণীয়কার্য্য-(কৃষিকার্য্য), সেনাধিপতির কার্য্য, আক্রন্দ, রাজকার্য্য, সৌভাগ্য, নিশাচরের কার্য্য, শ্লৈষ্মিকদ্রব্য, মাতঙ্গপুষ্প ও বস্ত্রের প্রারম্ভ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মঙ্গলবারে ধাতু-আকরাদির সর্ব্বপ্রকার কার্য্য, প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর স্বর্ণ, অগ্নি, প্রবাল, আয়ুধ, ক্রূরত্ব, চৌর্য্য, অভিঘাত, অটবীর কার্য্য, দুর্গের কার্য্য, সেনাধিকার কার্য্য এবং রক্ত-পুষ্পদ্রুম সকল, অন্য রক্তবর্ণ-তিক্তদ্রব্য সকল, কূট-দ্রব্যের কূট

ও সর্প-পাশ দ্বারা অর্জ্জিতধন কুমার সকলের, বৈদ্য, শাক্যের (বুদ্ধ) এবং ভিক্ষুর (সন্ন্যাসী) কার্য্য, কপাবৃত্তি, কৌশেয় সম্বন্ধী কার্য্য, শাঠ্য এবং দম্ভ সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। বুধের লগ্নে বা দিবসে—হরিতমণি, পৃথিবী ও সুগন্ধি-বস্ত্র সম্বন্ধী কার্য্য, সাধারণ নাটক, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, কাব্য, যাবতীয় কলা, যুক্তি, মন্ত্রকার্য্য, ধাতুকার্য্য, বিবাদ, নৈপুণ্য, পণ্য, 'চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত' (অর্থাৎ অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের) ব্রত, যোগ, দূত, আয়ুষ্কর কার্য্য, মায়া, অনৃত, স্নান, হ্রস্ব, দীর্ঘ মধ্য, ছন্দ ও অনুকরণকারী কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬১। বৃহস্পতিবারে স্বর্ণ, রৌপ্য, অশ্ব, হস্তী, বৃষভ, বৈদ্য ও ঔষধ-সম্বন্ধী কার্য্য সকল; দ্বিজ, পিতৃ, দেবগণ, পুরঃস্থিতগণ, ধর্ম্ম, নিষেধ, চামর, ভূষণ ও ভূপতি-সম্বন্ধী কার্য্য; দেবালয়, ধর্ম্মসমাশ্রয়, মঙ্গলকর শাস্ত্র, মনোজ্ঞ বলপ্রদ কার্য্য ও সত্যবাক্য এবং ব্রত, হোম ও ধন-সম্বন্ধী রুচির কার্য্য সকল 'বর্ণদণ্ডক' বর্ণ দ্বারা মনোহর দণ্ডের ন্যায় অর্থাৎ বর্ণযুক্ত যষ্টি যেমন মনোহর হয় তদ্রূপ, সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬২। শুক্রবারে বস্ত্রচিত্রী-করণ, বীর্য্যকর ঔষধকরণ, বেশ্যা কামিনী বিলাস, হাস্য ও যৌবনের উপভোগ জন্য রম্য ভূমি সকল, স্ফটিক ও রৌপ্য সম্বন্ধী মন্মথের উপচারোপকরণ দ্রব্য, বাহন, ইক্ষু, শারদ প্রকার, গো, বণিক্, কৃষক, ঔষধ ও জলজ সম্বন্ধী কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। শনিবারে মহিষী, ছাগ, উষ্ট্র, কৃষ্ণলোহ, দাস ও বৃদ্ধ সম্বন্ধী নীচ কর্ম্ম, পক্ষী, চৌর ও পাশ ব্যব-সায়ীর কার্য্য; এবং বিনয়চ্যুতি, ভগ্নভাণ্ড ইস্তীর অপেক্ষা বিঘ্নকর কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা 'সমুদ্রগ' '(সমুদ্রভাণ্ড)' সমুদ্রগত জল-কণার ন্যায় সিদ্ধ হয় না। ৬৩। ছন্দোবিচিতি প্রস্তার অত্যন্ত 'বিপুলা' বিস্তীর্ণা; তাহাতে উত্তমরূপ জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তার ভালরূপ জানা থাকিলে এই কার্য্য অর্থাৎ ছন্দঃ-জ্ঞান অনায়াসেই হইতে পারে। এইজন্য বরাহমিহির এই শ্রুতিসুখকর বৃত্তসংগ্রহ করিয়াছেন। ৬৪।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

---

# পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

## নক্ষত্রপুরুষব্রত।

নক্ষত্রপুরুষের পাদদ্বয়—মূলা; জঙ্ঘাদ্বয়—রোহিণী ও অশ্বিনী; ঊরুদ্বয়—আষাঢ়াদ্বয় ও গুহ্যদেশ—ফল্গুনীযুগ্ম। ১। কৃত্তিকা তাঁহার কটিদেশ; ভদ্রপদযুগ্ম পার্শ্বদ্বয়; রেবতী কুক্ষি ও অনুরাধা বক্ষঃস্থল বলিয়া জানিতে হইবে। ২। ধনিষ্ঠাকে তাঁহার পৃষ্ঠ, বিশাখাকে ভুজদ্বয় এবং হস্তাকে করদ্বয় বলিয়া জানিতে হইবে। পুনর্ব্বসু তাঁহার হস্তাঙ্গুলি ও অশ্লেষা হস্তনখ বলিয়া খ্যাত। ৩। জ্যেষ্ঠাকে তাঁহার গ্রীবা, শ্রবণা শ্রবণাদ্বয়, পুষ্যা নক্ষত্র মুখ, স্বাতিনক্ষত্র দন্ত, শতভিষা তাঁহার হাস্য, মঘা নাসিকা এবং মৃগশিরা তাঁহার নেত্রদ্বয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৪। চিত্রা তাঁহার ললাটদেশ, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা তাঁহার মস্তকস্থ কেশ। সৌন্দর্য্যাভিলাষী মানবগণ নক্ষত্র-পুরুষকে এইরূপে গঠন করিবেন। ৫। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে চন্দ্র মূলানক্ষত্র-যুক্ত হইলে, বিষ্ণু ও নক্ষত্র সকলের পূজা করিয়া উপবাস করা কর্ত্তব্য। ৬। ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কালবিদ্যাবিদ্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র—রত্নসমন্বিত বস্ত্রের সহিত দান করিবে। ৭। লাবণ্য-প্রাপ্তি-কাম ব্যক্তি ক্ষীর ও ঘৃতসংপৃক্ত অন্ন ও গুড় দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্‌রূপে অভ্যর্চ্চনা করিবে এবং সেইরূপ তাঁহাদিগকে রৌপ্যসমন্বিত বস্ত্র দান করিবে আর নক্ষত্রপুরুষের পাদস্থ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাসে মাসে উপবাস করিয়া তাঁহার অঙ্গস্থ সমস্ত নক্ষত্রে স্বীয় বিধি অনুসারে বিষ্ণু ও সেই নক্ষত্রের পূজা করিবে। ৮। তাহা হইলে লোক প্রলম্বিত বাহু, মহাবিস্তৃত বক্ষঃ, চন্দ্রের ন্যায় বদন, মনোহর শ্বেতবর্ণ দন্ত, গজেন্দ্রসদৃশ গমন, কমলোপম বিস্তৃত নেত্র এবং মন্মথের তুল্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ত্রীচিত্ত হরণ করিতে পারে। ৯। প্রমাদগণ এই ব্রত করিলে শরৎকালীন নির্ম্মল

পূর্ণচন্দ্রের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন মুখ, পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত চক্ষু, সুন্দর দন্ত, সুশোভন কর্ণ, মস্তকে ভ্রমরের উদরের ন্যায় সুকৃষ্ণ কেশরাজি, পুংস্কোকিলের ন্যায় মিষ্টস্বরান্বিত বাক্য, তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, পদ্মপত্রের ন্যায় করদ্বয় ও চরণদ্বয়, স্তনভারে ঈষৎনত মধ্য, প্রদক্ষিণাবর্ত্তযুক্ত নাভি, কদলীকাণ্ডের ন্যায় উরুদেশ, সুন্দর নিতম্ব, উত্তম কুকুন্দর, সুন্দর ভগ, এবং সুশ্লিষ্ট অঙ্গুলি ও পাদযুক্ত হইয়া থাকেন। ১০—১২। যতদিন নক্ষত্রমালা দীপ্তি দ্বারা ইহলোক ভূষিত করিতে করিতে গগনে বিচরণ করে, তিনি ততদিন অর্থাৎ কল্পান্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্র হইয়া তাহাদের সহিত বিচরণ করেন; সেই মতিমান্ কল্পের প্রথমে চক্রবর্ত্তী হন এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নরপতি, অথবা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। ১৩। মৃগশীর্ষাদ্য (অগ্রহায়ণ প্রভৃতি) মাস সকলে যথাক্রমে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর; এই সকল নামে বিষ্ণুর পূজা করিবে। ১৪। মনুষ্যগণ দ্বাদশীতে বিধিবৎ উপবাস করিয়া মাসনাম প্রকীর্ত্তন করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে কেশব পূজা করিলে সেই পদ (কেশবপদ) প্রাপ্ত হন; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর জন্মজাত ভয় থাকে না। ১৫।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

---

## ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

আমি, বুদ্ধিরূপ মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ সমুদ্রকে প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করিয়া লোকের আলোককর শাস্ত্ররূপ শশাঙ্ক সমুত্তোলন করিয়াছি। ১। আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণের গ্রন্থ সকল পরিত্যাগ করি নাই; কিন্তু সেই সকল জ্যোতিষ শাস্ত্র অবলোকনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি; হে,

সুজনগণ! ইচ্ছা সহকারে ইহাতে প্রযত্ন প্রকাশ করুন। ২। কিংবা সুজন ব্যক্তি দোষরূপ সমুদ্রমধ্যে সামান্যমাত্রও গুণ দর্শন করিলে অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া থাকেন; কিন্তু নীচব্যক্তি তাহার বিপরীত কার্য্য করে; ইহাই সাধু ও অসাধু প্রকৃতির লক্ষণ। ৩। কাব্যরূপ সুবর্ণ, দুর্জ্জনরূপ হুতাশন দ্বারা তপ্ত হইলেই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য এই গ্রন্থ প্রযত্নসহকারে দুর্জ্জনের নিকট শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। ৪। এই প্রচারোন্মুখ গ্রন্থে লিখিবার দোষে যাহা বিনষ্ট হইবে, তাহা অধীত ব্যক্তির মুখ হইতে ভালরূপ জানিয়া শুদ্ধ করিবেন, অথবা আমি ইহাতে যে, সামান্য মাত্রও কুকৃত (প্রমাদকৃত ভ্রম) করিয়াছি, হে বিদ্বদ্বর্গ! তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন। ৫। সূর্য্য, মুনিগণ ও গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্নমতি হইয়া আমি এই শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি; এক্ষণে পূর্ব্বগ্রন্থ-প্রণেতৃগণকে নমস্কার করি। ৬।

[ইতি উপসংহার]

প্রথমে শাস্ত্রপোনয়, সাংবৎসরসূত্র; সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও কেতু এই গ্রহগণের চার (পরিভ্রমণ); অগস্ত্যচার; সপ্তর্ষিচার; কূর্ম্মযোগ; নক্ষত্রগণের ব্যূহ; গ্রহভক্তি; গ্রহবিমর্দ্দন; গ্রহশশিযোগ; গ্রহবর্ষফল; গ্রহশৃঙ্গাটক; মেঘগণের গর্ভ; গর্ভধারণ; বর্ষণ; রোহিণী, স্বাতী, আষাঢ়ী ও ভাদ্রপদযোগ; ক্ষণবৃষ্টি; কুসুমলতা; সন্ধ্যা, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, উল্কা ও পরিবেষলক্ষণ; ইন্দ্রায়ুধ; গন্ধর্ব্ব-নগর; প্রতিসূর্য্য; নির্ঘাত; শস্যকাণ্ড; দ্রব্যকাণ্ড; অর্ঘ্যকাণ্ড, ইন্দ্র-ধ্বজ; নীরাজন; খঞ্জনক; উৎপাত; ময়ূরচিত্র; পুষ্যাভিষেক; পট্টপ্রমাণ; অসিলক্ষণ; বাস্তুলক্ষণ; উদগার্গল; আরামিক; দেবালয়-লক্ষণ; বজ্রলেপ; প্রতিমালক্ষণ; বনপ্রবেশ, দেবতা ও দেবালয় সকলের প্রতিষ্ঠা; গোক, কুক্কুর, কূর্ম্ম, অজ, পুরুষ, পঞ্চমহাপুরুষ, স্ত্রী, বস্ত্রচ্ছেদ, চামর দণ্ড ও ছত্রের লক্ষণ; স্ত্রীপ্রশংসা; সুভগ-করণ; কান্দর্পিক-অনুলেপন; স্ত্রী ও পুরুষসংযোগ; শয্যালক্ষণ; বজ্রপরীক্ষা; মৌক্তিকলক্ষণ; পদ্মরাগলক্ষণ; মরকতলক্ষণ; দীপলক্ষণ;

দন্তধাবন ; শাকুনমিশ্রণ ; অন্তরচক্র ; শিবাবিরুত ; কুক্কুরচেষ্টিত ; মৃগের আচরিত ; অশ্বের আচরিত ; হস্তীর আচরিত ; বায়সবিদ্যা ; উত্তর-শাকুন ; পাক ; নক্ষত্রগুণ ; তিথি ও করণগুণ ; নক্ষত্রজাতক ; গ্রহগণের গোচরফল এবং নক্ষত্র-পুরুষ ব্রত ; এই সকল বিষয় ইহাতে কথিত হইয়াছে। ৭—১৮। এইরূপে এই গ্রন্থে একশত অধ্যায়—পরিপাটী-ক্রমে লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় সকলের সমষ্টিতে সর্ব্বসমেত (প্রায়) চতুর্থাংশহীন তিন সহস্র শ্লোক লিখিত হইয়াছে। ১৯।

[ইতি গ্রন্থানুক্রমণী।ঃ

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

---

সম্পূর্ণ।

---

॥ শ্রীঃ ॥

( ১০৪ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । )

# ছন্দোবিজ্ঞান।

—:০:—

সুন্দররূপে লঘুগুরু বিন্যাসের নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার—পদ্য ও গদ্য। যাহা চারিচরণে নিবদ্ধ, তাহা পদ্য; তদ্ভিন্ন গদ্য। পদ্য দুই প্রকার—বৃত্ত ও জাতি। যাহাতে অক্ষরের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাই বৃত্ত; মাত্রা দ্বারা যাহা গঠিত, তাহাই জাতি। বৃত্ত ত্রিবিধ—সম, বিষম ও অর্দ্ধসম। যাহার চারিচরণেই অক্ষরসংখ্যা সমান থাকে, তাহাই সমবৃত্ত; যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ সমান, তাহা অর্দ্ধসম আর যাহার চারিপাদই বিভিন্নরূপ, তাহাকেই বিষমবৃত্ত বলে।

গুরু=আ, ঈ, ঊ, ঋ, দীর্ঘ ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ, এই বর্ণ কয়েকটী; এই বর্ণযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু আর পাদান্তবর্ণ বিকল্পে গুরু হয়।

লঘু=গুরুভিন্ন বর্ণই লঘু বা হ্রস্ব।

যতি=জিহ্বার বিশ্রাম, অর্থাৎ থামিবার স্থান—যতি।

মাত্রা,=হ্রস্ববর্ণ একমাত্র, গুরুবর্ণ দ্বিমাত্র ও প্লুতবর্ণ ত্রিমাত্র।

গণ,—বৃত্তমধ্যে যে গণ থাকে, তাহা তিন তিন বর্ণে হয়; জাতিমধ্যে যে গণ থাকে, তাহা চারিটী চারিটী মাত্রায় হয়। যথা,—তিনটী গুরুতে ম গণ ও তিনটী লঘুতে ন গণ। ভ—আদিগুরু; য—আদিলঘু; জ—গুরুমধ্য; র—লঘুমধ্য; স—অন্ত্যগুরু; ত—অন্ত্যলঘু; গ—একগুরু এবং ল গণ—একটী লঘু। (আমরা গুরুচিহ্ন (২) এবং লঘুচিহ্ন (১) দিয়া নির্দ্দেশ করিব।)

যথা;—ম—২২২; ন—১১১; ভ—২১১, য—১২২; জ—১২১; র—২১২; স—১১২; ত—২২১; গ—২ এবং ল—১।

এই গণগুলির মধ্যে ম, স. জ, ভ, এই চারিটী অর্থাৎ সর্ব্বগুরু, অন্ত্যগুরু, মধ্যগুরু ও আদিগুরু, এই চারিটী এবং সর্ব্বলঘু=সর্ব্বসমেত এই পাঁচটী গণ,—জাতিবৃত্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন প্রত্যেক

গণই ঋনটী তিনটী অক্ষরে হইয়াছে; তাহা এখানে চারিটী চারিটী মাত্রাতে হইবে; এইমাত্র প্রভেদ। তাহাদের চিহ্ন যথাক্রমে যথা;—
( মাত্রাবৃত্ত বলিয়া ) ( ২২ ) ( ১১২ ) ( ১২১ ) (২১১) (১১১১)।

---

গ্রন্থকার পর পর যে যে ছন্দঃ লিখিয়াছেন, শ্লোকের নং দিয়া অতঃপর তাহাদের লক্ষণ সকলই কীর্ত্তিত হইতেছে।

১—৩। এই অধ্যায়ে—প্রথম-ছন্দোনাম-কীর্ত্তনে গ্রন্থকার "মুখ-চপলত্বং ক্ষমস্ত্বার্য্যাঃ" এই কথা বলিয়া 'মুখচপলা' আর্য্যার উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যা-লক্ষণই অগ্রে কথিত হইতেছে।

আর্য্যা=যে ছন্দে মোট ৫৭ সপ্তপঞ্চাশৎ মাত্রা অর্থাৎ ১৪।০ সওয়া চৌদ্দটী গণ থাকে, তাহাই আর্য্যা। তন্মধ্যে প্রথমার্দ্ধে ৩০ মাত্রা ( ৭॥০ সাড়ে সাতটী গণ ) থাকিবে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে সপ্তবিংশতি মাত্রা ( কিন্তু সাড়ে সাতটী গণ ) থাকিবে। (এই গণ গণনা করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের ষষ্ঠগণ একটী লঘু অর্থাৎ একমাত্র লঘুই ষষ্ঠগণ হইবে ) আর্য্যাতে অযুগ্ম গণ ১।৩।৫।৭ মধ্যগুরু ( জ ) হইবে না, যুগ্ম গণগুলি ইচ্ছানুসারী হইবে; কিন্তু প্রথম অর্দ্ধে, ষষ্ঠগণ ( জ ) মধ্যগুরু বা ( নল ) সর্ব্বলঘু হইতে পারে।

আর্য্যার নয় প্রকার ভেদ। ১ পথ্যা; ২ বিপুলা; ৩ চপলা; ৪ মুখচপলা; ৫ জঘনচপলা; ৬ গীতি; ৭ উপগীতি; ৮ উদ্‌গীতি; আর্য্যাগীতি।

পথ্যা,—যাহার প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৩টী গণে পাদ হয়, অর্থাৎ যতি হয়, তাহাই পথ্যা।

বিপুলা,—যাহাতে তিনটী গণে পাদ হইবে, অথচ যতি থাকিবে না, তাহাই বিপুলা।

চপলা,—যাহার অর্দ্ধদ্বয়েরই দ্বিতীয় ও চতুর্থ-গণ ( জ ) গুরুমধ্য হইবে. তাহাই চপলা।

মুখচপলা,—চপলালক্ষণাক্রান্ত প্রথমার্দ্ধ হইলে মুখচপলা হয়।

জঘনচপলা,—দ্বিতীয়ার্দ্ধ চপলালক্ষণাক্রান্ত হইলে জঘনচপলা হয়।

গীতি,—অর্য্যার আদ্যার্দ্ধতুল্য দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইলে গীতি হয়।

উপগীতি,—আর্য্যার অন্ত্যার্দ্ধতুল্য প্রথমার্দ্ধ হইলে উপগীতি হয়।

উদ্‌গীতি,—যে আর্য্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধতুল্য প্রথমার্দ্ধ ও প্রথমার্দ্ধতুল্য দ্বিতীয়ার্দ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমার্দ্ধে ২৭ মাত্রা ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৩০ মাত্রা থাকে, তাহা উদ্‌গীতি।

আর্য্যাগীতি—যাহাতে পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে ৮ম গণটী চতুর্ম্মাত্র হয়, অর্থাৎ যাহা ৩২ দ্বাত্রিংশন্মাত্রা করিয়া ৬৪ চতুঃষষ্টি মাত্রাতে পূর্ণ হয়, তাহাই আর্য্যাগীতি।

৪। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত;—ম স জ জ স ত ত গ—১২, ৭ যতি।

২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ২, ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২,।

৫। স্রগ্ধরা;—ম র ভ ন য য য=৭, ৭, ৭ যতি।

৬। সুবদনা;—ভ র ভ ন য ভ ল গ;—৭, ৭, ৬ যতি।

৭। সুবক্ত্র বা মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা;—য ম ন স র র গ=৬, ৬, ৭ যতি।

৮। শিখরিণী;—য ম ন স ভ ল গ=৬, ১১ যতি।

৯। মন্দাক্রান্তা;—ম ভ ন ত ত গ গ=৪, ৬, ৭ যতি।

১০। বৃষভচরিত বা হরিণী,—ন স ম র স ল গ=৬, ৪, ৭।

১১।১২। উপেন্দ্রবজ্রা;—জ ত জ গ গ।

১৩। প্রমভ;—ন ন র ল গ=ইহার নামান্তর ভদ্রিকা।

১৪। মালতী,—ন জ জ র।

১৫। অপরবক্ত্র;—১।৩ চরণে=ন ন র ল গ; ২।৪ পাদে ন জ জ র।

১৬। বিলম্বিতগতি;—জ স জ স জ ল গ=৮, ৯ যতি। নামান্তর পৃথ্বী

১৭। পুষ্পিতাগ্রা;—১।৩ পাদে ন ন র জ; ২।৪ পাদে, ন জ জ র গ।

১৮। ইন্দ্রবংশা;—ত ত জ র।

১৯। স্বাগতা;—র ন ভ গ গ।

২০। দ্রুতপদ;—ন ভ ভ র। ইহার নামান্তর দ্রুতবিলম্বিত।

২১। রুচিরা;—জ ভ স জ গ=৪, ৯ যতি।

২২। প্রহর্ষিণী;—ম ন জ র গ=৩, ১০ যতি।

২৩। দোধক;—ভ ভ ভ গ গ।

২৪। মালিনী ;—ন ন ম য য=৮, ৭ যতি।

২৫। ভ্রমরবিলসিত,—ম গ ন ন গ।

২৬। মত্তময়ূর ;—ম ত য স গ=৪, ৯ যতি।

২৭। মণিগুণনিকর,—ন ন ন ন ন=৮, ৭ যতি।

২৮। হরিণপ্লুতা,—ইহা দ্রুতবিলম্বিতের সমান ; কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় চরণের সর্ব্বপ্রথম অক্ষরটী হীন হইবে।

২৯। ললিতপদা,—ন জ জ য। ইহার অন্য নাম তামরস।

৩০। শালিনী ;—ম ত ত গ গ=৪, ৭ যতি।

৩১। রথোদ্ধতা ;—র ন র ল গ।

৩২। বিলাসিনী ;—ন জ ভ জ ভ ল গ।

৩৩। বসন্ততিলক ;—ত ভ জ জ গ গ=কালিদাস মতে ৮, ৬ যতি।

৩৫। অনবসিত ;—ন য ভ গ গ।

৩৬। লক্ষ্মীবতী ;—ত ভ স জ গ।

৩৭। প্রমিতাক্ষরা ;—স জ স স।

৩৮। স্থির,— জ র ল গ। ইহার নামান্তর প্রমাণিকা।

৩৯। তোটক ;—স স স স ; কালিদাসমতে ৯, ৫ যতি।

৪০। বংশপত্রপতিত ;—ভ র ন ভ ন ল গ—১০, ৭ যতি।

৪১। ধীরললিত ;—ভ র ন র ন গ।

৪২। ভুজঙ্গপ্রয়াত ;—য য য য।

৪৩। শ্রীপুট ;—ন ন ম য—৮, ৪ যতি।

৪৪। বৈশ্বদেবী ;— ম ম য য—৫, ৭ যতি।

৪৫। ঊর্ম্মিমালা ;—ম ভ ত গ গ। ইহার নামান্তর বাতোর্ম্মী।

৪৬। মেঘবিতান ;—স স স গ।

৪৭। ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত ;—ম ম ত ন ন ন র স ল গ—৮, ১১, ৭ যতি।

৪৮। উদ্গাতা ;—প্রথমপাদে—স জ স ল, দ্বিতীয় পাদে ন স জ গ ; তৃতীয়পাদে ভ ন জ ল গ ; চতুর্থপাদে—স জ স জ গ। ( ইহাই বিষম বৃত্ত।)

৫২। নর্কুটক ;—ন জ ভ জ জ ল গ,—৭, ১০ যতি। নামান্তর নর্দ্দটক।

৫৩। বিলাস ;—উপজাতি ;—অলৌকিক প্রয়োগ। যাহার চারি চরণে সমান ছন্দঃ থাকে না, তাহাই উপজাতি।

৫৬। বক্ত্র,—যাহার প্রত্যেক চরণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকে ; আদ্যক্ষরাবধি ন ও স গণ থাকে না এবং চতুর্থ অক্ষরের পর য গণ থাকে ; ( অন্য অক্ষরের নিয়ম নাই ) ; তাহাই বক্ত্র।

৫৯। বৈতালীয় ;—ইহা মাত্রাবৃত্ত। যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১৪ চতুর্দ্দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ১৬ ষোড়শ মাত্রা থাকে, তাহাই বৈতালীয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, ইহার মাত্রাগুলি কেবল লঘু বা কেবল গুরু হইবে না, পরন্তু মিশ্র হইবে। আর যুগ্মমাত্রা সকল পরাশ্রিতা হইবে না অর্থাৎ ৩.৫।৭ ইত্যাদি মাত্রা যুক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্ব মাত্রাকে গুরু করিবে না ; আর ইহার চরণের শেষে র, ল ও গ গণ অবশ্যই রাখিতে হইবে।

৬০। ঔপচ্ছন্দসিক ;—বৈতালীয় ছন্দের শেষে একটী অধিক গুরুবর্ণ বিন্যস্ত হইলেই ঔপচ্ছন্দসিক নামক বৃত্ত হয়।

৬১। চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত—( দণ্ডক ভেদ ) সপ্তবিংশতি অক্ষর থাকা দণ্ডকের সাধারণ নিয়ম ; তাহাতে ২টী ন গণ ও তৎপরে সাতটী র গণ থাকিবে। এইরূপ গণ বিন্যাসের পর স্বেচ্ছানুসারে ( যত ইচ্ছা ) র গণ বসাইলেও চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত দণ্ডক হইবে ; ইহাতে যে কত অক্ষর থাকিবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। ( এই শ্লোকের প্রত্যেক চরণে ১০২ করিয়া অক্ষর আছে। দণ্ডক এক প্রকার ইচ্ছানুসারী ছন্দঃ।

৬২। বর্ণকদণ্ডক ,—ন ন ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ গ।

৬৩। সমুদ্রগদণ্ডক,—ন ন র জ র জ র জ র জ র ল গ।

---

অতঃপর ছন্দোবিচিতি অর্থাৎ প্রস্তারের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

প্রস্তার, নষ্ট, উদ্দিষ্ট, একদ্ব্যাদিলগক্রিয়া, সংখ্যা ও অধ্বযোগ ; এই ছয়টীই ছন্দোমূল।

১। প্রস্তার,—যথাক্রমে লঘু ও গুরুবর্ণের বিন্যাস দ্বারা ছন্দোবৃদ্ধি

করার নাম—প্রস্তার অর্থাৎ প্রতিপাদে এতগুলি করিয়া অক্ষর থাকিবে; কিন্তু লঘু গুরু বিন্যাস দ্বারা তত অক্ষরপাদ ছন্দঃ কত রকম হইতে পারে, ইহা যদ্দ্বারা জ্ঞান হয়, তাহাই প্রস্তার।

তাহার নিয়ম এই,—যত অক্ষরবিশিষ্ট চরণ হইবে, প্রথমে তত-গুলি গুরুচিহ্ন পর পর রাখিবে। পরে প্রথমে যে গুরুটী থাকিবে, তাহার নিম্নে একটী লঘুচিহ্ন বসাইবে, আর উপরি গুরু বা লঘু, যাহার পর যাহা আছে, সবই ঠিক সেইরূপ বসাইবে। পরে তন্নিম্ন পঙ্‌ক্তিতেও ঐরূপ প্রথমে যে গুরুটী পাইবে, তাহার নিম্নেই একটী লঘুচিহ্ন দিবে, তৎপরবর্ত্তী চিহ্নগুলি উপরিবৎ হইবে। এইরূপে প্রদত্ত-লঘুচিহ্নের পূর্ব্বে বর্ণ না থাকিলে (যাহার নিম্নে বসান হইল, তাহার পূর্ব্বে) যতগুলি লঘুচিহ্ন উপরিভাগে ছিল, ততগুলি গুরুচিহ্ন দিবে। পরে আবার প্রথম গুরুর নিম্নে ঐরূপ লঘুচিহ্ন দিয়া ঐরূপ পরবর্ত্তী চিহ্ন বসাইবে। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত লঘুচিহ্ন না বসে, ততক্ষণ এইরূপ ভাবে বসাইবে। তৎপরে যতপ্রকার হইয়াছে, ততভেদ হইবে, ইহা জানিবে। যথা,—

ত্র্যক্ষরপাদ-ছন্দঃ। তিনটী গুরুচিহ্ন—২ ২ ২। ইহার প্রথম গুরুর নিম্নে একটী লঘু দিয়া পরবর্ত্তীগুলি যথাযথ বসাও—১ ২ ২। ইহার প্রথম গুরুর (২য়টীর) নিম্নে এক লঘু বসাইয়া পরগুলি উপরিবৎ স্থাপন কর। তৎপরে প্রথম স্থান ফাঁক আছে, এজন্য তৎস্থানে এক গুরু বসাও—২ ১ ২। এইরূপে সর্ব্বলঘুচিহ্ন হওয়া পর্য্যন্ত সাধন কর। যথা,—

১ম—২ ২ ২—ম গণ।
২য়—১ ২ ২—য গণ।
৩য়—২ ১ ২—র গণ।
৪র্থ—১ ১ ২—স গণ।
৫ম—২ ২ ১—ত গণ।
৬ষ্ঠ—১ ২ ১—জ গণ।
৭ম—২ ১ ১—ভ গণ।
৮ম—১ ১ ১—ন গণ।

এইরূপে প্রস্তার কাটিয়া ছন্দোভেদ জানিতে হইলে অত্যন্ত ভুল হইবার সম্ভাবনা ; তাই সহজ উপায় এই যে, যত অক্ষরবিশিষ্ট পাদ হইবে, তাহার প্রথম অক্ষর হইতে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ দ্বিগুণ অঙ্ক তদুপরি বসাইবে ; তাহার শেষ অঙ্কটী দ্বিগুণ করিলে যাহা হইবে, তত প্রকার ভেদ হইবে। যথা,—ত্র্যক্ষর ১, ২, ৪। শেষাঙ্ক চারি, ইহা দ্বিগুণ করিলে আট হয়, এজন্য ত্র্যক্ষরাবৃত্তিতে ৮ প্রকার ভেদ হইবে। কিন্তু কয়টী গুরু বা লঘু বিশিষ্ট কয়টী ভেদ হইবে, তাহা জানিতে হইলে ভাস্করাচার্য্যকৃত লীলাবতীর "একাদ্যেকোত্তরা অঙ্কা ব্যস্তা ভাজ্যাঃ ক্রমস্থিতৈঃ" ইত্যাদি নিয়মানুসারে অঙ্ক কষিয়া জানিবে। অত্যন্ত বিস্তৃত হয় বলিয়া সেই সমস্ত এখানে উল্লেখ করিলাম না। আর মেরু, খণ্ডমেরু বা পতাকা দ্বারাও ইহার জ্ঞান হয়, কিন্তু—তাহাও অত্যন্ত বিস্তৃত, সেই জন্য তাহারাও উল্লেখ করিলাম না।

২। নষ্ট। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, এত অক্ষরযুক্ত-পাদ ছন্দের এত সংখ্যক ছন্দটী কিরূপ লঘুগুরুবিশিষ্ট ? যাহা দ্বারা তাহার উত্তর জানা যায়, তাহাই নষ্ট।

ইহার নিয়ম যথা,—যত সংখ্যা বলিবে, সেই অঙ্কটী যদি সম ২।৪। ৬।৮।১০ ইত্যাদি হয়, তবে প্রথমে একটী লঘু চিহ্ন বসাইবে। তৎপরে ঐ অঙ্ককে অর্দ্ধেক করিবে, তাহাও সম হইলে পুনরায় লঘু ; তদর্দ্ধাঙ্ক সম হইলেও লঘু বসিবে। যদি বিষম অর্থাৎ ১।৩।৫।৭ ইত্যাদি হয়, তবে গুরুচিহ্ন বসাইবে। পরে ঐ বিষম অঙ্কে ১ যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক করিবে ; তাহাও যদি বিষম হয়, তবে গুরু আর সম হইলে লঘু চিহ্ন বসাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছন্দঃপাদপরিমিত অক্ষর পূর্ণ না হয়, ততক্ষণই ঐরূপ করিবে।

যথা ;—ত্র্যক্ষরাবৃত্তির ৪র্থ সংখ্যাটী কিরূপ ? এক্ষণে ৪ সম অঙ্ক, এজন্য ১ লঘু ; পরে চারের অর্দ্ধেক ২, ইহাও সম, আর এক লঘু ; দুইএর অর্দ্ধেক ১ ইহা বিষম, সুতরাং ১ গুরু। এইরূপে ১ ১ ২ এই হইল, ইহাই ত্র্যক্ষরাবৃত্তির চতুর্থ ভেদ। আর যদি কেহ বলে সপ্তমটী কিরূপ ? তবে ৭ অযুগ্ম, এজন্য এক গুরু ; তাহাতে ১ যোগ

করিলে ৮ হয়, তাহার অর্দ্ধেক ৪ সম, এজন্য ১ লঘু; তদর্দ্ধ ২ সম, এজন্য আর এক লঘু; এই সপ্তম ভেদ হইল—২ ১ ১।

৩। উদ্দিষ্ট। যদি কেহ বলে যে, এইরূপ লঘুগুরুবিশিষ্ট চরণটী, এই সংখ্যক অক্ষর যুক্ত পাদ ছন্দের কত সংখ্যক ভেদ? যাহা দ্বারা সেই সংখ্যা জানা যায়, তাহাই উদ্দিষ্ট। ইহার নিয়ম এই যে, সেই ছন্দঃপাদে যতগুলি অক্ষর আছে, ততগুলির উপরেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণ দ্বিগুণ অঙ্ক বিন্যাস করিবে। তৎপরে সেই পাদস্থ লঘুচিহ্ন সকলের উপর যত অঙ্ক আছে, সমস্ত গুলির সমষ্টি করিবে, পরে সেই সমষ্টিতে এক যোগ দিলে যাহা হইবে, সেই ছন্দের তত সংখ্যক প্রস্তারে ঐরূপ লঘুগুরু চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

যথা,—ত্র্যক্ষরাবৃত্তি। ১ ১ ২ এইরূপ ছন্দটী কত প্রস্তার? ইহার প্রথম অবধি দ্বিগুণ অঙ্ক ১ ২ ৪ ইত্যাদি বসাও। পরে প্রথমস্থ ২টী লঘুর উপরিস্থ অঙ্ক সমষ্টি করিলে ৩ হয়, তাহাতে ১ যোগ দিলে ৪ হয়, এজন্য জানা গেল যে, উহা ত্র্যক্ষরাবৃত্তির ৪র্থ ভেদ। ইত্যাদি।

একদ্ব্যাদিলগক্রিয়া, সংখ্যা ও অধ্বযোগ এবং মাত্রাপ্রস্তার, মাত্রা-মেরু, মেরু, খণ্ডমেরু ও পতাকা প্রভৃতি ছন্দঃশাস্ত্রের বৈচিত্র্যময় ব্যাপার সকল বুঝাইতে হইলে সমস্ত ছন্দঃশাস্ত্র অনুবাদ করিতে হয়, আর তাহা বেদপাঠকদিগেরই নিতান্ত আবশ্যকীয়; সাধারণের বিশেষ আবশ্যক নাই, কাজেই বিস্তৃতিভয়ে অত্যন্ত এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

---